সূচীপত্র

বিষয় | Page

PUBLISHED BY :—K. G. Das, B. L., For All-India Publishing CO., LTD. 30, Cornwallis St., Calcutta—6.

PRINTED BY :—K. N. Chandra, at Jagadharti Press, 5/2, Shib Krishna Daw Lane. Calcutta—7 & F. C. Ghose, at Annapurna Press. Cal-6

ESSENTIALS OF ROMAN HISTORY

অবতরণিকা (Introduction)

রোমের ইতিহাস—ইহার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব (Characteristics and Importance)—ইউরোপের প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে গ্রীক ও রোমান এই দুইটি জাতিই গুণে গরিমায়, শিক্ষা দীক্ষায় ও সংস্কৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এই দুইটি জাতির প্রতিভা বিভিন্নমুখী ছিল। গ্রীস গণতন্ত্রের জন্মভূমিরূপে, রোম সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থলরূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব অষ্টম শতকের মধ্য ভাগে Tiber নদীর তীরে স্বল্পস্থান ব্যাপিয়া যে ক্ষুদ্র রোমনগরী স্থাপিত হইয়াছিল কালক্রমে তাহা সমগ্র পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। রোমের ইতিহাস রোম নগরীর এই ক্রমিক বিস্তারের কাহিনী অবলম্বনেই রচিত হইয়াছে।

রোমীয় সাম্রাজ্য—ইহার অবদান

পাশ্চাত্য জাতির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে রোমান জাতির অবদান সর্ব্বজন গ্রাহ্য। ইউরোপের বহুধা বিভক্ত রাষ্ট্রসমূহকে এক শাসনশক্তির অধীনে আনয়ন করিয়া রোমান জাতিই সর্ব্বপ্রথম একটি অখণ্ড সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত করিয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের মাধ্যমেই ইউরোপের বিভিন্ন জাতি পরস্পর অনৈক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিস্মৃত হইয়া এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে নিজেদের ভাগ্য গ্রথিত করিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য ছিল প্রগতি ও নিরাপত্তার প্রতীক। এই সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে আনীত হইয়া ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণ সর্ব্বপ্রথম নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। দেশ দেশান্তরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া রোমান জাতি কেবল অনন্যসাধারণ

সাম্রাজ্যিক ঐক্য

শান্তি ও শৃঙ্খলা

সামরিক প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিল তাহা নহে, সাম্রাজ্য রক্ষার উপযোগী সংগঠনী প্রতিভারও তাহারা অধিকারী ছিল। রোমানগণ কেবল মাত্র সাম্রাজ্য বিস্তার ও রক্ষা কার্য্যেই আপন প্রতিভার পরিচয় দেয় নাই। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও তাহারা ছিল অগ্রদূত। গ্রীসের পতনের পর রোমানগণ গ্রীক সভ্যতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। রোমান জাতির নিজস্ব কোনও সভ্যতা ছিল না। কিন্তু গ্রীক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা গ্রীক সভ্যতার আদর্শ অনুযায়ী তাহাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবন পুনর্গঠিত করিয়াছিল। এই নবলব্ধ সভ্যতা রোমান জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; রোমান সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই সভ্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইউরোপ মহাদেশের বাহিরে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে রোমানগণ এই সভ্যতা প্রচার না করিলে অগণিত নরনারীর নিকট উহার ঐতিহ্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত। ইউরোপের ধর্মজগতে রোমানজাতির দান অপরিশোধ্য। রোমানজাতির ও সম্রাটগণের আনুকূল্যেই খৃষ্টধর্ম্ম পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠধর্ম্মে পরিণতি লাভ করিতে পারিয়াছিল। সামরিক ক্ষেত্রে, সাম্রাজ্য বিস্তারে, রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সাধনে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায়, নিয়মশৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা কল্পে, প্রজাপুঞ্জের ইহলৌকিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রসার বিষয়ে রোমান জাতির অবদান দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আজিও পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা হইয়া থাকে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

গ্রীক সভ্যতার বিস্তার

খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার

ভৌগোলিক অবস্থান—ইউরোপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বল্কান উপদ্বীপের মধ্যভাগ লইয়া বর্ত্তমান ইটালী গঠিত। অতি প্রাচীনকালে বর্ত্তমান ইটালীর দক্ষিণ অংশ মাত্র **Italia** বা **Italy** এই নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে রোমান প্রভুত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উপদ্বীপটিই **Italy** নামে পরিচিত হয়। উত্তরে **Alps**-এর সুউচ্চ গিরিমালা এবং পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিন দিকে **Adriatic** ও ভূমধ্য-সাগরের জলরাশিদ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় ইহা স্বভাবতঃই সুরক্ষিত অঞ্চল। প্রাকৃতিক হিসাবে ইটালীকে তিনটি বিশিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) আল্পসের পার্ব্বত্য অঞ্চল, (২) লম্বার্ডির সমতল অঞ্চল এবং (৩) পর্ব্বতময় উপদ্বীপ।

ইটালীর প্রাকৃতিক বিভাগ

(১) আল্পসের পার্ব্বত্য অঞ্চল লইয়া **উত্তর ইটালী** গঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে Liguria, Gallia Cisalpina, Venetia ও Istria এই চারিটি প্রদেশ অবস্থিত।

উত্তর অঞ্চল

(২) **মধ্য-ইটালী** অঞ্চলে অবস্থিত প্রদেশ সমূহের মধ্যে Etruria, Umbria, Picenum, Samnium, Latium ও Campagna সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চল আড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া চারিশত মাইল দীর্ঘ পো (Po) নদীর জলধারা প্রবাহিত। ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর।

মধ্য অঞ্চল

(৩) **দক্ষিণ অঞ্চলের** প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য **আপেনাইনস্** (Apennines) পর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতমালা আল্পস্-এর দক্ষিণসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া উপদ্বীপের শেষ প্রান্ত অতিক্রম করিয়া সিসিলি পর্য্যন্ত প্রসারিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীকে ইটালীর মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। মধ্য অঞ্চলের তুলনায় ইহার ভূমি অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর। এই অঞ্চলে অবস্থিত প্রদেশসমূহের মধ্যে Arpulia, Calabria, Lucania ও Bruttium সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ অঞ্চল

ইটালীর ইতিহাসে প্রকৃতির প্রভাব (Influence of Geographical features):—অন্যান্য দেশের ন্যায় ইটালীর ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

(১) ইটালী তিনদিকে সমুদ্র এবং একদিকে পর্ব্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত হইলেও সমুদ্র ও পর্ব্বত কোন অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতি সমুদ্রপথে ইটালীতে আগমন করিয়াছে; Alps পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়াও একাধিক জাতি উত্তরাঞ্চল হইতে Italyর নানা স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছে। এই কারণে ইটালী বহুজাতির মিলনকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সকল জাতির মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ভাবধারা প্রচলিত ছিল। ইটালীতে তাহাদের সমন্বয়ে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি গঠনের উপযোগী আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। (২) ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তে বল্কান উপদ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত হওয়ার ফলে ইটালী পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমভাবে আপন প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান হেতু

ইটালী বহু জাতির মিলন ক্ষেত্র

সভ্যতার পীঠস্থান

পরবর্ত্তীকালে. ইটালীর পক্ষে ভূমধ্যসাগরঅঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। (৩) উত্তরস্থ আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে যে সকল গিরিবর্ত্ম অবস্থিত ছিল তাহার মধ্য দিয়া বাহির হইতে ইটালীতে আগমন কষ্টসাধ্য হইলেও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ঐ সকল গিরিবর্ত্ম ইটালীর অভ্যন্তর হইতে বহির্জ্জগতের কোনও স্থানে গমনের একেবারেই অনুপযোগী ছিল। এই কারণে বাহির হইতে 'ইটালীতে যুগ যুগ ধরিয়া নানা জাতি আগমন করিয়াছে; কিন্তু ইটালী হইতে ইহার কোনও অধিবাসী গিরিপথ অতিক্রম করিয়া উত্তর অঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হয় নাই। (৪) ইটালীর উপকূলভূমি দৈর্ঘ্যে দুই সহস্র মাইল ব্যাপিয়া প্রসারিত কিন্তু এই দীর্ঘ উপকূল ভাগে মাত্র কয়েকটি পোতাশ্রয় অবস্থিত আছে। এই সকল পোতাশ্রয়ের অধিকাংশ পশ্চিম উপকূল প্রান্তে অবস্থিত। পূর্ব্ব উপকূলভাগে কোনও নির্ভরযোগ্য পোতাশ্রয় নাই বলিলেই চলে। এই কারণে পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত দেশসমূহ অপেক্ষা পশ্চিম অঞ্চলে স্থিত রাষ্ট্রসমূহের সহিতই ইটালীর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হইয়াছিল। (৫) পশ্চিম অঞ্চলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এড্রিয়াটিক উপকূল অপেক্ষা **Mediterranean** উপকূল ভাগের অধিবাসিগণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে। (৬) ইটালীর পর্ব্বতসঙ্কুল দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দাগণ শস্যসমৃদ্ধ মধ্য ও উত্তর ইটালীর অধিবাসিগণের তুলনায় অধিক শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু জাতিরূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক গঠন ভেদেই উভয় অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে চরিত্রগত এই বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালীর প্রাধান্য

ইটালীর সহিত বহির্জ্জগতের যোগাযোগ

পশ্চিমস্থ দেশসমূহের সহিত রোমের ঘনিষ্ঠতা

জলবায়ুর প্রভাব

প্রাগৈতিহাসিক যুগ (**Pre-historic Age**)—ইউরোপের প্রাচীনতম জাতিসমূহের মধ্যে ইটালিয়ানগণ অন্যতম। অতি প্রাচীনকালের যে সকল ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইটালীতে পুরাতন প্রস্তর যুগের (**Old Stone or Paleolithic Age**) মানুষের অস্তিত্ব ছিল। **Liguria** অঞ্চলে পুরাতন প্রস্তর যুগীয় একাধিক মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। নব্যপ্রস্তর যুগে (**New Stone or Neolithic**

পুরাতন প্রস্তর যুগ

Age) ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র ও ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, নব্যপ্রস্তর যুগের প্রারম্ভে বহির্জ্জগত হইতে ইটালীতে একাধিক নূতন জাতি আগমন করিয়াছিল। তাহাদের সংস্পর্শ ও প্রভাবহেতুই ইটালিয়ান সভ্যতার গতিতে অভাবনীয় উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তীযুগে **Ligurian** নামে অভিহিত ইটালিয়ান উপজাতি খুব সম্ভবতঃ এই নব্য-প্রস্তরযুগের অধিবাসীদের বংশধর। নব্যপ্রস্তরযুগের অবসানে ইটালীতে তাম্র ও ধাতু যুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। 'পো' উপত্যকার নানাস্থানে এই যুগের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। **Latium** অঞ্চলে লৌহনির্ম্মিত পাত্র ও আয়ুধাদি পাওয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় পুরাতন প্রস্তর যুগ হইতে লৌহ যুগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই দীর্ঘকালের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার উপযোগী উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং ইটালিয়ান ইতিহাসের এই আদিমতম যুগকে **প্রাগৈতিহাসিক যুগ** (**Pre-historic Age**) ভিন্ন অপর আখ্যা দেওয়া যায় না।

নব্যপ্রস্তর যুগ

তাম্র যুগ

জাতি পরিচয়—মানব ইতিহাসের অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইটালীর একাধিক অঞ্চলে লোকালয়ের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেলেও প্রাচীনতম বাসিন্দাদের সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য ধারাবাহিক তথ্য অবগত হওয়া যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইটালীতে বহু ভাষাভাষী যে সকল জাতির অস্তিত্বের সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তাহাদের কথা লিপিবদ্ধ হইল।

(১) **The Ligurians**—ইহারা ইটালীর উত্তর-পশ্চিম অংশে বসবাস করিত। পো নদীর উপত্যকা লইয়া গঠিত এই অঞ্চল পূর্ব্বে **Ticinus** এবং দক্ষিণে **Arno** নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহাদের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

Ligurian

(২) **The Veneti—Po** উপত্যকার উত্তরে আল্পস্ পর্ব্বতমালা ও আড্রিয়াটি সাগরের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে **Veneti** উপজাতি বসবাস করিত। খুব সম্ভবতঃ ইহারা **Illyrian** জাতির বংশোদ্ভূত ছিল।

Veneti

(৩) **The Euganei—Lake Garda**-র পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহাদের বসবাস ছিল। ইটালীর ইতিহাসে ইহারা কোনও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করে নাই। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

Euganei

(৪) **The Etruscan**—ভাষা ও আচার ব্যবহারের দিক হইতে Etruscanগণ ইটালীর অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া ইহারা প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিল। রোমের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ইহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাদের বহু আচার অনুষ্ঠান রোমান নাগরিকগণ অনুকরণ করিয়াছিল। Po উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল ইহাদের প্রধান বাসস্থান ছিল।

Etruscan

খুব সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকালে ইহারা এশিয়া মাইনরের Lydia অঞ্চল হইতে ইটালীতে আগমন করিয়াছিল। ইটালীর রাষ্ট্রনৈতিকজীবনে ইহাদের প্রভাব এত অধিক বিস্তৃত হইয়াছিল যে, রোমের অন্ততঃ দুইজন রাজা Etruscan বংশোদ্ভূত ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(৫) **The Gauls**—কেল্ট জাতির অন্তর্ভুক্ত গল উপজাতি দুইটি স্বতন্ত্র শাখায় বিভক্ত হইয়া ইটালীতে আগমন করিয়াছিল। Alps ও Apennines পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের যে অংশে ইহারা বাস করিত

Gaul

তাহা তাহাদের নামানুসারে **Gallia-Cisalpina** নামে পরিচিত। যে সকল বিভিন্ন সম্প্রদায় লইয়া এই Gaul উপজাতি গঠিত ছিল তন্মধ্যে Boii, Insubres, Cenomani ও Lingones সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

(৬) **The Iaphygians**—ইহারা Mt. Garganus-এর দক্ষিণে

Iaphygian

অবস্থিত ইটালীর পূর্ব্ব উপকূলে ইহারা বাস করিত। Venetiগণের ন্যায় খুব সম্ভবতঃ ইহারাও Illyrian বংশোদ্ভূত ছিল।

(৭) **The Greeks**—Bay of Naples হইতে Tarentum পর্য্যন্ত

Greek

বিস্তীর্ণ ইটালীর দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে বহু গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। গ্রীক অধ্যুষিত এই অঞ্চল **Magna Graecia** নামে পরিচিত।

(৮) **The Italians**—উপরি লিখিত জাতি ভিন্ন ইটালীতে অন্যান্য যে সকল জাতি বাস করিত তাহাদিগকে Italian Proper বলা যাইতে পারে।

ইটালিয়ান (ক) ল্যাটিন

ইহারা সকলেই একভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত এবং একই প্রকার আচার ব্যবহার মানিয়া চলিত। (১) **Latin** ও (২) **Umbro-Sabellian**নামে পরিচিত দুইটি প্রধান শাখায় ইহারা বিভক্ত

ছিল। Apennines-এর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে Latinগণ বসবাস করিত। ইটালীতে রোমান প্রাধান্য স্থাপনে ইহারাই সর্ব্বাধিক সাহায্য করিয়াছিল।

(খ) আম্বো স্যাবেলিয়ান

Sabines, Vestine, Frentani, Æquians, Marsi, Volscians, Samnites, Hernici প্রমুখ সম্প্রদায় লইয়া Umbro-Sabellian গোষ্ঠি গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে Sabine-গণের সহিত রোমানদের সর্ব্বাধিক ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। Samnite-গণের সহিত Rome-এর বহুকাল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল।

রোমান জাতি—রোমে যাহারা বাস করিত তাহারা কোনও এক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নানাজাতির সংমিশ্রণে রোমান জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল।

রোম—মিশ্র জাতির বাসভূমি

ইটালীতে যে সকল জাতি বাস করিত তাহাদের মধ্যে Latin, Sabine ও Etruscan এই তিনটি উপজাতি পরস্পর মিশ্রিত হইয়া রোমান জাতি গঠন করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে Latin-গণই ছিল সর্ব্বপ্রধান। সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রোমান প্রভুত্বের মূলে Latin উপজাতির অবদান সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

রোম—ভৌগোলিক অবস্থান—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে রোম অবলীলাক্রমে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহা কোনও

রোমান প্রাধান্যের মূলে প্রাকৃতিক প্রভাব

আকস্মিক ঘটনার পরিণতি মাত্র নহে। রোমের প্রাকৃতিক অবস্থান ইহার উন্নতিলাভে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। Prof. Wells যথার্থই বলিয়াছেন যে, The greatness of Rome, as of all other important cities, was largely due to its geographical position."

প্রথমতঃ—রোম নগরী চতুর্দ্দিকে পরস্পর সংলগ্ন পর্ব্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই সকল পর্ব্বতমধ্যে অবস্থিত সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া বাহির হইতে বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া রোম আক্রমণ সহজসাধ্য ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ—রোম পর্ব্বতবেষ্টিত হইলেও উহার চতুষ্পার্শ্বে বিশাল উর্ব্বর প্রান্তর প্রসারিত ছিল। সুতরাং রোমানগণের পক্ষে ক্রমশঃ তাহাদের অধিকার বিস্তারের উপযোগী নীতি অবলম্বন করা সহজসাধ্য ছিল।

তৃতীয়তঃ—রোম Tiber নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এই নদীতে বৎসরের সকল ঋতুতেই নৌকা চালনা সম্ভব ছিল এবং মধ্য-ইটালী অঞ্চলে বাণিজ্য দ্রব্য চলাচলের উহাই ছিল সর্ব্বোত্তম পথ। এই কারণে রোম সহজেই ইটালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

চতুর্থতঃ—সমুদ্র উপকূল হইতে রোম অল্লাধিক ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। এই কারণে তথায় জল-দস্যুগণের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। জনসাধারণ শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে কালাতিপাত করিতে পারিত। পার্শ্ববর্ত্তী নানা অঞ্চলের বাসিন্দারা ক্রমশঃ তাহাদের পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া Rome-এ আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। অল্পকাল মধ্যেই রোম ইটালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনবহুল নগরে পরিণত হয়।

পঞ্চমতঃ—রোম ইটালীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থ শত্রুগণের পক্ষে একযোগে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। রোমানগণ এই ভৌগোলিক পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। রোম কেবল ইটালীর নহে, পরন্তু সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। এই কারণে রোমের পক্ষে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সব দিকেই সমানভাবে প্রভুত্ব বিস্তারের কল্পনা লইয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

রোম নগরীর উৎপত্তি—আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৭৫৩ অব্দে রোম নগরী স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীনতম ইতিহাস সম্পর্কে কোনও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। জনশ্রুতিমূলক প্রাচীন উপাখ্যানে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল।

রোম নগরীর উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীমূলক কাহিনী

Trojan-যুদ্ধের পর Troy-এর অন্যতম নেতা Aeneas শত্রু কবলিত পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে কালক্রমে তিনি ইটালীর Latium প্রদেশে উপনীত হন। Latium-রাজ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার কন্যা Lavinia-র সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। Aeneas স্থায়ী ভাবে বাস করার অভিপ্রায়ে তথায় এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া পত্নীর নামানুসারে উহার Lavinium নামকরণ করিলেন। Aeneas-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র Ascanius, Lavinium হইতে তাহার বাসস্থান Alba Longa নামক নূতন নগরে স্থানান্তরিত করেন। তিনি ও তাহার বংশধরগণ তথায় বহুকাল রাজত্ব করিবার পর Numitor, Alba Longa-র রাজা হইলেন। Numitor-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা Amulius নিতান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি Nimitor-কে বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক কারারুদ্ধ ও তাহার পুত্রদ্বয়কে হত্যা করিয়া স্বয়ং রাজপদ লাভ করিলেন। কিছুকাল পর Numitor-এর কন্যা Rhea Silvia-র গর্ভে ও

রণদেবতা Mars-এর ঔরসে দুইটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দুর্ব্বৃত্ত Amulius এই শিশুসন্তানদ্বয়ের জীবন নাশের অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে অসহায় অবস্থায় নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করিলেন। দৈবযোগে এই দুইটি শিশু নদীর স্রোতে ভাসমান অবস্থায় এক মেষ-পালকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং তাহাদের জীবন রক্ষা পায়। মেষ-পালকের গৃহে প্রতিপালিত হওয়ার পর সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া Romulus ও Remus নামে পরিচিত এই দুইটী যুবক Alba Longa-তে উপস্থিত হইলেন ও Amuliusকে হত্যা করিয়া তাহার দুষ্কৃতির শাস্তিবিধান করিলেন। অতঃপর তাহারা Tiber নদীর তীরে এক নূতন নগর স্থাপন করিলেন। জ্যেষ্ঠ Romulus-এর নামানুসারে এই নগরী Roma বা Rome নামে পরিচিত হইল।

নবপ্রতিষ্ঠিত এই নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে Romulus চতুর্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের ক্রীতদাস ও বন্দীদের তথায় বাস করিবার উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় রোমে পুরুষের সংখ্যা অনুপাতে নারীর সংখ্যা অত্যল্প ছিল। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসিগণের নিকট আবেদন নিবেদন করার পরেও যখন নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না তখন Romulus চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ক্রীড়োৎসব উপলক্ষে নরনারী নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা উৎসবান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে Sabine উপজাতিয় স্ত্রীলোকগণকে বলপূর্ব্বক আটক করিয়া রাখিলেন। এই ঘটনা **Rape of the Sabines** নামে পরিচিত। Sabine-গণ ইহার প্রতিবাদে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যুদ্ধে রোমানগণ জয়লাভ করিলে উভয়পক্ষে সন্ধি দ্বারা স্থির হইল যে, রোমান ও Sabine-গণের মধ্যে বিবাহবন্ধন চলিতে পারিবে এবং Sabine উপজাতির যে সকল স্ত্রীলোককে আটক করা হইয়াছিল তাহারা রোমেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিবে।

Rape of the Sabines

Romulus কর্ত্তৃক রোম নগরীর স্থাপন এবং Rape of the Sabines এই দুইটি কাহিনী কিংবদন্তীমূলক উপাখ্যান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুইটি কাহিনী প্রধানতঃ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহারা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্জ্জিত, ইহা বলা চলে না। প্রথমতঃ, বাণিজ্যের প্রসার কামনায় Alba Longa-র অধিবাসিগণই রোম নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এই কাহিনী হইতে এই ঐতিহাসিক তথ্যের সুস্পষ্ট

ইহার ঐতিহাসিকতা

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, **Rape of the Sabines** হইতে প্রমাণিত হয় যে, রোমের অধিবাসিগণের এক অংশ **Sabine** উপজাতীয় নরনারী লইয়া গঠিত ছিল, ইহা অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য।

STUDIES AND QUESTIONS

1. Discuss briefly the nature and importance of the ancient Roman History.

2. Describe the principal physical features of Italy.

3. Determine the influence of geography on the history of Italy.

4. "The Romans are a mixed race." Explain and Illustrate.

5. "The greatness of Rome was largely due to its geographical position". Elucidate.

প্রথম অধ্যায়

রাজতন্ত্র শাসিত যুগ

(Regal Period)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসের উপাদান

Livy ও **Dionysius** প্রমুখ প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ প্রাচীনতর জনশ্রুতি-মূলক উপাখ্যানের ভিত্তিতে যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠে জানা যায় যে, প্রথমতঃ রোমে রাজতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল। এই রাজতন্ত্রশাসিত যুগ সম্পর্কে তাহারা যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য, একথা বলা চলে না। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিতে গেলে, ইহারা যে সকল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা বহুল পরিমাণে বর্জ্জন করিতে হয়। তথাপি প্রাগৈতিহাসিক যুগে রোমে রাজতন্ত্র-শাসন প্রচলিত ছিল, ইহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মতে রোমে পর পর সাত জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজত্বকাল

৭৫৩ হইতে ৫১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে ইহাদের রাজত্বকাল ও কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যাহা উল্লিখিত আছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) **Romulus**—(৭৫৩-৭১৬ খ্রীঃ পূঃ) Rome নগরীর প্রতিষ্ঠাতা Romulus ছিলেন রোমের প্রথম রাজা। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বহু অধিবাসিকে রোমে আমন্ত্রণ করিয়া তিনি ইহাকে জনবহুল নগরে পরিণত করেন। আগন্তুক জাতিসমূহের মধ্যে Sabine-গণই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহার রাজত্বকালেই Senate ও Comitia Curiata সর্ব্বপ্রথম গঠিত হইয়াছিল। এই সময়ে রোমের নাগরিকগণ Patrician ও Plebeian এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে Romulus পরম ধার্ম্মিক ও নিষ্কলুষ ছিলেন। কথিত আছে যে, তাহার রাজত্বকাল পূর্ণ হইবার পর তিনি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

(২) **Numa Pompilius**—(৭১৫-৬৭২ খ্রীঃ পূঃ)—ইনি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার রাজত্বকালে কোনও যুদ্ধ বিগ্রহ হয় নাই। তিনি প্রজাসাধারণকে উচ্চ নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। দিনপঞ্জীর সংস্কার ও নানাবিধ ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন তাহার রাজত্বের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

(৩) **Tullus Hostilius** (৬৭২-৬৪০ খ্রীঃ পূঃ)—ইনি পরাক্রমশালী, সমরকুশল নরপতি ছিলেন। Alba Longa-র ধ্বংসসাধন ও Sabineগণকে পরাজিত করিয়া ইনি রোমের রাজ্যসীমা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

(৪) **Ancus Marcius** (৬৪০-৬১৬ খ্রীঃ পূঃ)—ইনি স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় হইলেও Latinগণের আক্রমণ হেতু তাহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। আক্রমণকারী Latinগণকে পরাজিত করিয়া ইনি Latium-এর কতক অঞ্চল স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে ইনি রোমের চতুর্দ্দিকে একটি পরিখা খনন করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে Ostiaতে সর্ব্বপ্রথম রোমান বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

(৫) **L. Tarquinius Priscus** (৬১৬-৫৭৮ খ্রীঃ পূঃ)—ইহার সিংহাসনারোহণকাল হইতে রোমে Etruscan শাসনের সূত্রপাত হইয়াছিল।

রোমে Etruscan শাসনের সূত্রপাত

ইনি Sabine, Etruscan ও Latinদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রোমের রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রোমের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানের নিমিত্ত তিনি সেচ ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। Senate-এর গঠনপ্রণালী পরিবর্ত্তন

করিয়া তিনি এক শত নূতন সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ৩৮ বৎসর কাল রাজত্ব করিবার পর তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা Ancus Marcius-এর পুত্রগণের চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন।

(৬) **Servius Tullius**—(৫৭৮-৫৩৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)—Tarquinius Priscus-এর হত্যার পর তাহার জামাতা Servius Tullius রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রোমের রাজন্যবর্গের মধ্যে সুশাসক ও বিচক্ষণ নরপতিরূপে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি আর্থিক সঙ্গতির তারতম্য ভেদে নূতন শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তন করিয়া অভিজাত শ্রেণীর শাসনবিষয়ক একাধিপত্য বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

তাহার শাসনসংস্কারের ফলে ধনবান Plebeianসম্প্রদায় রাজনৈতিকজীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগলাভ করিয়াছিল। তিনি Latin জাতির সহিত মিত্রতা স্থাপন এবং Rome-এর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে Latium-এর ত্রিশটি নগর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Latin League নামে পরিচিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর Servius Tullius তাহার জামাতা Tarquinius Superbus কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

(৭) **Tarquinius Superbus** (৫৩৪-৫১০ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)—ইনি ছিলেন রোমের সপ্তম ও সর্ব্বশেষ রাজা। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাকে নিহত করিয়া তিনি যে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে তাহাকে বহু কঠোর শাস্তিমূলক বিধান অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বস্তুতঃ তাহার শাসন কুশাসনেরই নামান্তর ছিল। যথেচ্ছভাবে প্রজাসাধারণের করভার বৃদ্ধি করিয়া এবং নানাবিধ নির্য্যাতনমূলক বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি সকল শ্রেণীর নাগরিকদের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রোমের উন্নতির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, ইহা বলা চলে না। তাহার রাজত্বকালে রোমে বহু মনোরম হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। Volscian ও Æquianদের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়া একাধিক যুদ্ধে তিনি স্বীয় সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তথাপি তাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য তিনি প্রজাসাধারণের কোন সমর্থনই লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার পুত্রের বিরুদ্ধে যখন অকাট্য প্রমাণসহ নীতিবিগর্হিত দুষ্কৃতির অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইল তখন Tarquin পুত্রের শাস্তিবিধান করিতে অসম্মত হইয়া প্রকারান্তরে তাহার অন্যায়ের সমর্থন করিলেন। এই ঘটনায় রোমের জনগণ নিতান্ত

বিক্ষুব্ধ হইয়া Brutus নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে তাহার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাহাকে Rome ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। অতঃপর রোমের নাগরিকগণ এক সভায় মিলিত হইয়া ঘোষণা করে যে, তাহারা Tarquin-এর স্থলে অপর কাহাকেও রাজা মনোনিত না করিয়া প্রজাতন্ত্র শাসন অনুযায়ী নূতন শাসন প্রবর্ত্তন করিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোমে রাজতন্ত্রের অবসান হইল। (খ্রীঃ পূঃ ৫১০ অব্দ)

রাজতন্ত্রের অবসান—Tarquinius Superbus অথবা Tarquin the Proud ছিলেন রোমের সপ্তম ও সর্ব্বশেষ রাজা। তিনি নিতান্ত অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাহার অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে রোমের জনমত নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় রাজপুত্র Sextus কোন একটি গুরুতর এবং অতীব নিন্দার্হ অপরাধ করিলে জনসাধারণ যখন রাজার নিকট অপরাধীর শাস্তিবিধান দাবী করিল, তখন Tarquin জনমতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অপরাধী পুত্রের শাস্তিবিধান করিতে অসম্মত হইলেন। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ তখন Brutus-এর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া Tarquin-এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া Rome পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। Tarquin-এর পরাজয়ের পর প্রতিনিধিস্থানীয় রোমান নাগরিকগণ একসভায় মিলিত হইয়া রোমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘোষণা করিল। অতঃপর রোমে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহারা Brutus ও অপর এক ব্যক্তিকে, Senate ও জনপরিষদসমূহের সহায়তায়, শাসনকার্য্য পরিচালনার সর্ব্ববিধ অধিকার দিল। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতে রোমের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। এই ঘটনা **Regifugium** নামে পরিচিত।

Tarquin Superbus-এর অনাচার

রাষ্ট্রবিপ্লব—রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ

Regifugium

Tarquin কর্ত্তৃক রাজতন্ত্র পুনঃস্থাপনের চেষ্টা—বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জের হস্তে পরাজিত হইয়া Traquin রোম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই পরাজয় চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রোমে তাহার একদল সমর্থক ছিল। প্রথমতঃ, Tarquin তাহাদের সহায়তায় রাজ-তন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও তিনি নিরাশ হইলেন না। বৈদেশিক শক্তির সহায়তাক্রমে

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ

রাজপদ পুনরুদ্ধার কামনায় তিনি Etruscan-রাজ **Lars Porsena**-র সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। Lars Porsena সসৈন্যে Rome অভিমুখে অগ্রসর হইলে রোমানগণ তাহাকে বাধাদানের নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইল। যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে রোমানগণ বিশেষ সাফল্যলাভ করিতে না পারিলেও শেষ পর্য্যন্ত Etruscan-রাজ Rome-এর সহিত যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া Tarquin-এর পক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইভাবে দুইবার উপর্য্যুপরি Tarquin-এর চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিবার পর Latin League-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া পুনরায় রোমান-প্রজাতন্ত্রের সহিত সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৯৮ অব্দে **Regillus**-রণক্ষেত্রে রোমানবাহিনী শত্রুপক্ষকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিল। এই যুদ্ধে Tarquin-এর পুত্র নিহত হইয়াছিল। এই অভাবনীয় ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে Tarquin, Rome-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি আর প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করেন নাই।

Etruscan আক্রমণ

Latin যুদ্ধ

রাজতন্ত্র শাসন যুগের ঐতিহাসিকতা—রোমের উৎপত্তি ও রাজতন্ত্র শাসন সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে লিখিত Livy ও Dionysius প্রণীত পুস্তকাবলী হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। জনশ্রুতিমূলক উপাখ্যান অবলম্বনে এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। যে যুগে রাজারা রোমে রাজত্ব করিতেন তাহার অন্ততঃ চারিশত বৎসর পরে এই সকল গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে ইহাদের তেমন গুরুত্ব নাই। এই সকল উপাখ্যান প্রধানতঃ কল্পনা-প্রসূত। ইহাতে বহু অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। Romulus ও Remus-এর অত্যাশ্চর্য্য জন্মকাহিনী, Romulus কর্ত্তৃক Rome স্থাপন, Romulus-এর সশরীরে স্বর্গারোহণ ইত্যাদি ঘটনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। অন্যান্য বহু উপাখ্যানে গ্রীক ও বৈদেশিক প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ কাহিনী গ্রীসের প্রাচীনতম কাহিনীর নবতম সংস্করণ মাত্র। সুতরাং এই সকল সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া কোন প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। কিংবদন্তীমূলক উপাখ্যান ভিন্ন এই যুগের ইতিহাসের অপর কোনও উপাদান নাই। এই কারণে রোমের রাজতন্ত্রশাসন যুগকে প্রাগৈতিহাসিক

রাজতন্ত্র শাসন যুগ — প্রাগৈতিহাসিক, অনৈতিহাসিক যুগ নহে।

যুগ (Pre-Historic Age) আখ্যা দেওয়া হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ অনৈতিহাসিক যুগ নহে। সুতরাং রাজতন্ত্রশাসন যুগের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্বই নাই, ইহা বলা চলে না। মূলতঃ কল্পনাপ্রসূত হইলেও এই সকল উপাখ্যানের মূলে কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। রোমীয় ইতিহাসের আদিম যুগে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, ইহা অবিশ্বাস্য নহে। গ্রীসের আদিম যুগেও রাজকীয় শাসনের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজাদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু রাজতন্ত্র সম্বন্ধে কোনও মতবিরোধের অবকাশ নাই। এই সকল রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ **Etruscan** জাতিভুক্ত ছিলেন, ইহাও নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্যস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন রোমে অনুষ্ঠিত বহু আচার ব্যবহারের উপর **Etruscan** প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাতন্ত্রের নামান্তর হওয়া মাত্র জনসাধারণ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই কারণে রোমের রাজকীয় শাসনকালকে অনৈতি-হাসিক না বলিয়া প্রাগৈতিহাসিক বলাই অধিক সঙ্গত।

রাজতন্ত্র শাসনযুগে রোমের সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থা

(ক) **সামাজিক** (Social)—প্রাচীন রোমীয় সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের কর্ত্তা (**Pater familias**) পরিবারের অপরাপর সকল সদস্যের উপর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতেন। তাহার আদেশ সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। কেহ অপরাধ করিলে তিনি তাহার যে-কোনরূপ শাস্তি, এমন কি মৃত্যুদণ্ডেরও, বিধান করিতে পারিতেন।

পরিবার সমাজের ভিত্তি

রোমান নাগরিকগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে Patrician ও Clientes এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কালক্রমে Clientesগণ Plebeian নামে পরিচিত হইয়াছিল। **Patrician**গণকে লইয়া রোমের অভিজাত শ্রেণী গঠিত হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে যে সকল Latin জাতীয় লোক Rome-এ বসবাস করিত তাহাদের বংশধরগণই Patrician নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল সুখ সুবিধা ও অধিকারের উপর ইহাদের একচ্ছত্র দাবী ছিল। ইহারা Ramnes, Tities ও Luceres এই

Patrician, Plebeian শ্রেণীবিভাগ

তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। Latin ভিন্ন অন্যান্য যে সকল উপজাতি Italy ও অপরাপর অঞ্চল হইতে রোমে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদের সন্তানসন্ততিগণই প্রথমতঃ Clientes এবং পরে Plebeian নামে পরিচিত হইয়াছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ Patricianগণের উপর ইহারা সংখ্যাগুরু হইয়াও সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিল। সামাজিক জীবনে ইহারা নিম্নতর শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত হইত। Patricianদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থাপনের ইহাদের কোনও অধিকার ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহাদের অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থনৈতিক জীবনের যাবতীয় সুখ সুবিধা হইতে ইহারা বঞ্চিত ছিল। Patrician ও Plebeianগণের এই শ্রেণীগত বৈষম্য-হেতু রোমীয় সমাজ-জীবন নিতান্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

(খ) **শাসনতান্ত্রিক** (Constitutional) **রোমের আদিম শাসনতন্ত্র** (Original Constitution of Rome) :—রাজা, রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত একটি সমিতি এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি পরিষদ—এই তিনটি ছিল রোমের প্রাচীনতম শাসনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

রাজা—রোমের শাসনতন্ত্রের শীর্ষস্থানে ছিলেন রাজা। প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় রোমেও নির্দ্দিষ্ট অভিজাত বংশ হইতে রাজা নির্ব্বাচিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজপদ সম্পূর্ণরূপে বংশানুক্রমিক ছিল না। রাজা Senate-এর সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন এবং Senate-এর নির্ব্বাচন Comitia-Curiata-র অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। রাজা যে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

রাজার ক্ষমতা

(১) প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি সর্ব্বোচ্চ সামরিক ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অধিকারের কোনও সীমা নির্দ্দেশ ছিল না। (২) প্রধান পুরোহিত (Pontifex Maximus) রূপে তিনি ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেন। (৩) প্রধান বিচারকরূপে অভিযুক্ত প্রজাগণের বিচার করিবার তাহার অব্যাহত অধিকার ছিল। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তিনি দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ডের বিধানও করিতে পারিতেন। কোনও দণ্ডের বিরুদ্ধে Comitia Curiata-র নিকট আপীল করিতে হইলে রাজার অনুমোদন লইতে হইত। রাষ্ট্রশাসনের সকল বিভাগের উপরেই রাজা তত্ত্বাবধান করিতেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত তাহার সন্ধি স্থাপনের অধিকার ছিল। প্রয়োজন বোধ করিলে রাজা নূতন কোন আইনের প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারিতেন। এই প্রস্তাবিত আইন Comitia Curiata-র

নিকট প্রেরণ করিতে হইত। Comitia ইচ্ছানুযায়ী ইহা গ্রহণ অথবা বর্জ্জন করিতে পারিত।

রাজা রোমের শাসনতন্ত্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইলেও রাজকীয় ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। প্রথমতঃ, রাজপদ বংশানুক্রমিক ছিল না। জন পরিষদের অনুমোদনক্রমে Senate রাজা নির্ব্বাচন করিত। দ্বিতীয়তঃ, আইন প্রণয়নে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল না। রাজা কোনও নূতন আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে Senate ও জনপরিষদ উহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিল। তৃতীয়তঃ, রাজাকে গুরুতর বিষয়ে সর্ব্বদা Senate-এর সহিত পরামর্শক্রমে চলিতে হইত। এই সকল কারণে প্রাচীন রোমে রাজার পক্ষে দায়িত্বহীনভাবে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই।

রাজকীয় ক্ষমতার সীমা নির্দ্দেশ

সেনেট (Senate)—Senate ছিল রোমান শাসনতন্ত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত ৩০০ সদস্য লইয়া ইহা গঠিত ছিল। রোমের ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর মধ্য হইতে এই সকল সদস্য মনোনীত হইতেন। কোন ব্যক্তি একবার সদস্য মনোনীত হইলে আজীবন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। প্রথমতঃ, Senate একটি পরামর্শ সমিতি মাত্র ছিল। Regium Consilium হিসাবে রাজাকে সকল বিষয়েই ইহা পরামর্শ দান করিত। রাজা ইহার পরামর্শ অনুযায়ী চালিত হইবেন আইনতঃ এইরূপ কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু কার্য্যতঃ রাজা এই পরিষদের পরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রহণ করিতেন। কারণ, ইহার সদস্যগণ সকলেই বয়সে, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় প্রবীণ ও বহুদর্শী ছিলেন। কালক্রমে Rome-এর শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে Senate-এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রাজার মৃত্যুর পর নূতন রাজা নির্ব্বাচন করা Senate-এর অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। রাজা আইন সংক্রান্ত কোন নূতন প্রস্তাব আনয়ন করিলে Senate উহা গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতে পারিত। Senate-এর অনুমোদন (Patrum auctoritas) ভিন্ন প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব ছিল না।

গঠনপ্রণালী ও অধিকারাবলী

Comitia Curiata—ইহাই ছিল রোমের জনসাধারণের প্রাচীনতম পরিষদ। রোমের নাগরিকগণ Patrician ও Plebeian এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, এই উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়াই Comitia Curiata গঠিত ছিল। আবার কেহ কেহ এইরূপ

অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই পরিষদে Plebeian সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকারই ছিল না। Comitia Curiataর গঠনপ্রণালী সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ই যে এই পরিষদে প্রাধান্য ভোগ করিতেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পরিষদের সভ্যগণ ত্রিশটি Curiaeতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক Curiae একটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। সভ্যগণ Curiae-তে বিভক্ত ছিলেন বলিয়া এই পরিষদ Comitia Curiata নামে পরিচিত ছিল। রাজার মৃত্যু হইলে Senate নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিত। কিন্তু Senate-এর নির্ব্বাচন এই পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। প্রচলিত আইনের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে Senate-এর ন্যায় Comitia Curiataরও অনুমোদন লইতে হইত। রাজার অনুমোদন পাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই সভার নিকট আপীল করিতে পারিত এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই পরিষদ দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড মকুব করিতে পারিত। সুতরাং এই পরিষদের ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর ছিল বলা চলে না। তবে ইহার প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, ইহার সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে কোন আলোচনা করিতে পারিতেন না। ইহারা বিনা আলোচনায় প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গণনা দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন মাত্র।

Comitia Curiataর গঠন ও অধিকার

✓**Servius Tullius প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কার (Constitutional Reforms attributed to Servius Tul ius)**:—রাজতন্ত্রশাসন যুগের শেষভাগে রোমের শাসনতন্ত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ রাজা Sarvius Tullius এই সকল শাসনসংস্কার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে রোমের সাধারণ নাগরিক-শ্রেণীর প্রভূত ধনাগম হইয়াছিল। এতাবৎকাল Patrician বা অভিজাত শ্রেণী যাবতীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সুখ সুবিধার একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে Plebeian সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ব্যক্তিও ধনসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর প্রভাবশালী হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং রাজনৈতিকক্ষেত্রে তাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে স্বভাবতঃই উৎসুক ছিল। Comitia Curiata-তে তাহাদের প্রবেশাধিকার থাকিলেও তথায় অভিজাতশ্রেণীই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। Servius Tullius দূরদর্শী পুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিত্তশালী Plebeianগণের

Servius Tullius প্রবর্ত্তিত শাসন সংস্কারের মূলনীতি

রাজনৈতিক অধিকার অবিলম্বে বৃদ্ধি না করিলে রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। এই কারণে তিনি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্ত্তনে উদ্যোগী হইলেন। এই প্রস্তাবিত সংস্কারের গোড়ার কথা, অর্থের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে নূতন শ্রেণী সংগঠন। এতদিন কুল-মর্য্যাদার উপর শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। Servius কুলের পরিবর্ত্তে বিত্তকে প্রাধান্য দান করিয়া নূতন শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তন করিলেন। প্রথমতঃ Patrician ও Plebeian নির্ব্বিশেষে রোমের সমগ্র জনসাধারণকে তাহাদের বাসস্থান ভেদে ২১টি tribe বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হইল। এই বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল, জনগণের সংখ্যা, আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা। অতঃপর সম্পত্তির আয়ের পরিমাণ ভেদে জনসাধারণকে পাঁচটি নূতন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল। যাহাদের আয়ের পরিমাণ সর্ব্বাধিক ছিল, সংখ্যায় তাহারা স্বভাবতঃই লঘিষ্ঠ ছিল। তথাপি এই পাঁচটি শ্রেণীর প্রত্যেকটি শ্রেণীকে এইরূপভাবে কতকগুলি Centuriae-তে ভাগ করা হইল যে, অর্থবানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও সংখ্যায় সর্ব্বাধিক Centuriaeতে বিভক্ত হইলেন। যাহাদের আয় সর্ব্বাধিক ছিল সেই সংখ্যালঘুশ্রেণী ৮০টি Centuriae-তে বিভক্ত হইল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রত্যেকে ২০টি এবং পঞ্চম শ্রেণী ৩২টি Centuriaeতে বিভক্ত হইল। এতদ্ভিন্ন সামরিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আরও ২১টি Centuriae সৃষ্টি করা হইল। এই ভাবে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯৩টি Centuriae গঠিত হইল। এই সকল Centuriae হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া **Comitia Centuriata** নামে একটি নূতন জনসাধারণের পরিষদ গঠিত হইল। ইহার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেক Centuriae একটি করিয়া ভোটের অধিকারী ছিল। পূর্ব্বে Comitia Curiata যে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিল এক্ষণে ক্রমশঃ Comitia Centuriata তাহা অধিকার করিয়া লইল। অর্থের তারতম্য ভেদে এই যে নূতন শ্রেণী বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইল তাহাতে শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনই সিদ্ধ হইল না। এই নূতন বিভাগের ভিত্তিতে কর আদায় এবং সামরিক সংগঠনের নীতিও পরিবর্ত্তিত হইল। রোমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক জীবনে এই নূতন শ্রেণীবিভাগ অতিশয় তাৎপর্য্যপূর্ণ।)

জনসাধারণের অধিকার বৃদ্ধি ও Comitia Centuriata-র উৎপত্তি।

Studies and Questions

1. Critically examine the historicity of the Regal period in Roman history.

2. Narrate the circumstances leading to the overthrow of monarchy in Rome.

3. Sketch the constitution of Rome during the Regal period, with special reference to the reforms attributed to Servius Tullius. (C. U. 1918, '22, '34, '37, '43, '45, '47, '49)

4. Give an account of the social and political organisation of the Romans during the regal period. (C. U. 1946, '52)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোমে প্রজাতন্ত্র—প্রথম যুগ

(Republic in Rome—First Period)

প্রজাতন্ত্রের উৎপত্তি—রোমের সপ্তম রাজা Tarquinius Superbus রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর প্রতিনিধিস্থানীয় রোমান-নাগরিকগণ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ঘোষণা করে যে, অতঃপর রোমে আর কাহাকেও রাজা নির্ব্বাচন করা হইবে না এবং ভবিষ্যতে প্রজাতন্ত্রসম্মত শাসনপ্রণালী অনুযায়ী রোমে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী রোমে রাজতন্ত্র অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয় (খৃঃ পূঃ ৫১০)। এতকাল রাজা যে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত দুইজন সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পণ করা হইল। এই ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রথমে Praetor অথবা নায়ক এবং পরে Consuls অথবা সহকর্ম্মী নামে পরিচিত হইলেন। Tarquin-এর বহিষ্কার ব্যাপারে জনসাধারণের নায়করূপে যিনি সর্ব্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই Brutus রোমের প্রথম Consul নির্ব্বাচিত হইলেন। Consulগণ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হইলেও

রাজপদের বিলোপ সাধন—Consul নিয়োগ

মাত্র একবৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন। প্রতি বৎসর নূতন নির্ব্বাচন হইত। এই কারণে Consulগণের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রশাসন সম্পর্কিত সর্ব্বময় ক্ষমতা জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন কোনও এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করা হইত। তাহাকে Dictator বলা হইত। সাধারণতঃ তিনি ছয়মাস কালের বেশী স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন না।

রাজতন্ত্র অবসানের পরে রোমের অবস্থাঃ—রাজতন্ত্র শাসন উচ্ছেদের পর নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রশাসিত রোমকে আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ এই উভয়বিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। Tarquinius রাজ্যচ্যুত হইলেও সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্তির আশা একেবারে ত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রথমে তাঁহার সমর্থকগণের সাহায্যে এক আভ্যন্তরীণ বিপ্লবদ্বারা ক্ষমতা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি Etruscan ও Latinগণের সহায়তায় রাজ্যলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিশেষ-ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সময়ে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তনের সুযোগ লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের Volscian, Æquian, Etruscan প্রমুখ উপজাতি রোমের সহিত প্রকাশ্য শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয়। ইহাদের সহিত রোমের সংগ্রাম বহুকাল চলিয়াছিল। এইভাবে যখন একাধিক শত্রুর আক্রমণে রোমের শান্তি ও নিরাপত্তা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তখন রোমে শাসনক্ষমতা লইয়া Patrician ও Plebeian শ্রেণীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় রোমানগণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা এই উভয়বিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইয়াও রোমানগণ অনমনীয় চরিত্র বল ও নিয়মনিষ্ঠার প্রভাবে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছিল। এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে রোম অল্প আয়াসে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল।

Tarquin কর্ত্তৃক রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা

বহিঃশত্রুর আক্রমণ

আভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংগ্রাম

রোমের পররাষ্ট্রনীতি—প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসর-কাল রোমকে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের উপজাতিসমূহের সহিত অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত

থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে যাহারা রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে Volscian, Æquian, Etruscan-দের নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের সহিত রোমের দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল; কিন্তু এই সকল সংগ্রাম সম্পর্কে কোনও বিস্তৃত অথবা নির্ভরযোগ্য তথ্য অবগত হওয়া যায় না। জনশ্রুতিমূলক উপাখ্যানই এই যুগের ইতিহাসের একমাত্র উপাদান।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত রোমের যুদ্ধ

(ক) **Volscian যুদ্ধ**—Latium-এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে Umbro-Sabellian জাতির অন্যতম শাখা Volsciangণ বাস করিত। রোমে রাজতন্ত্র অবসানের পর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই Volsciangণ রোমের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হয়। এই শত্রুতার বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, **Coriolanus** নামক রোমের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কোন নেতা এই যুদ্ধে—স্বদেশের বিরুদ্ধে—Volscian বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে রোমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে রোমানগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহার মাতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে রোম আক্রমণ করিতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে Coriolanus সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রোম আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।

Coriolanus-এর উপাখ্যান

(খ) **ল্যাটিনগণের সহিত মিত্রতা**—Tarquinius Superbus Latin-গণের সহায়তায় রাজপদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিলে রোমের সহিত ল্যাটিনগণের প্রকাণ্ড সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। **Lake Regillus**-এর নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইলে Latinগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় (খৃঃ পূঃ ৪৯৮)। অতঃপর Consul Spurius-এর চেষ্টায় রোম ও ল্যাটিন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে খৃঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী রোমান ও ল্যাটিনগণ মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর সামরিক সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইল। Hernici নামক অপর একটি উপজাতিও রোমের সহিত মিত্রতা স্থাপন করে। Latin, Hernici ও Roman ইহাদের এই মৈত্রীবন্ধন দেড়শত বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল। Latinগণের মিত্রতা লাভ করার ফলেই Rome-এর পক্ষে শত্রুদলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া সমগ্র ইটালীতে আপন অবিসম্বাদী প্রভুত্বস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছিল।

Latin ও Hernici উপজাতির সহিত Rome-এর মিত্রতা স্থাপন, ইহার তাৎপর্য্য

(গ) **Æquian যুদ্ধ**—Latin League-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর রোমানদিগকে Æquian উপজাতির সহিত বহুকাল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। উভয়পক্ষে Allia অঞ্চলে যে দুইটি খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে রোমানগণ জয়লাভ করে (৪৫৮ খৃঃ পূঃ)। এই যুদ্ধে রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন **Cincinnatus**। ইনি অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন।

Cincinnatus-এর উপাখ্যান

কথিত আছে যে, রোমানগণ যখন তাহাকে রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়ক নির্ব্বাচিত করে তখন তিনি স্বহস্তে ভূমিকর্ষণ কার্য্যে নিরত ছিলেন। জনসাধারণের ইচ্ছা জানিবামাত্র তিনি ভূমিকর্ষণ ত্যাগ করিয়া সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার নেতৃত্বে রোমানবাহিনী শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা মাত্র তিনি স্বেচ্ছায় সমস্ত ক্ষমতা পরিহার করিয়া পুনরায় কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। রোমের ইতিহাসে এইরূপ স্বার্থলেশশূন্য স্বদেশ প্রেম, আত্মত্যাগ ও সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনপ্রণালীর দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই সকল সদগুণের অধিকারী হওয়ার ফলে রোমানগণের পক্ষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রাধান্য বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল।

(ঘ) **Etruscan যুদ্ধ**—Tiber নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলের অধিকার লইয়া রোম ও Etruscan অধ্যুষিত Veii নগরীর মধ্যে দীর্ঘকালযাবত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। এই যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে রোমানবাহিনী বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে নাই। Etruscanগণ Fidenae নামক Latin নগরের অধিবাসিগণের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছিল। এই কারণে রোমানগণ প্রথমে Fidenae-র বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করে এবং উহা অধিকার কারয়া প্রবল বিক্রমে Veii নগরীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। রোমানবাহিনী চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ চালনা করিয়া Veii নগরী অবরোধ করিলে নগরের

Veii নগরীর অবরোধ ও পতন

অধিবাসীরা প্রাণপণে বাধা দান করে। দশবৎসরকাল ক্রমাগত চেষ্টার পর রোমানগণ Veii নগরী অধিকার করে। এই অবরোধের নায়ক ছিলেন **M. Furius Camillus**। সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তিনি এক সুড়ঙ্গপথ দিয়া, সসৈন্যে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিলেন। পরাজিত নাগরিকগণকে যুদ্ধবন্দীরূপে রোমে লইয়া যাওয়া হইল। অনেকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইল। Veii-এর পতনের পর

Falerie নামক অপর একটি Etruscan নগর রোমের নিকট আত্মসমর্পণ করে (খ্রীঃ পূঃ ৩৯৫)। Veii নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে Etruscan যুদ্ধের অবসান হইল।

Veii-এর পতনের ফলাফল—দীর্ঘকাল অবরোধের পর রোম কর্ত্তৃক Veii নগরী অধিকার সামরিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু ইহার ফলাফল কেবল সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রথমতঃ, Veii-এর পতনের পর South Etruria অঞ্চলে রোমের অধিকার বিস্তারের পথ প্রশস্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘ দশবৎসরকাল ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। রোমান সৈন্যগণকে বৎসরের সকল ঋতুতেই এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

Veii-এর পতন—রোমের সামরিক ও বৈদেশিক নীতিতে ইহার প্রভাব

এই হেতু পূর্ব্ব প্রথা অনুযায়ী তাহারা গ্রীষ্ম ঋতুর অবসানে স্ব স্ব বাসস্থানে ফিরিয়া কৃষি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে নাই। সৈন্যবাহিনীকে সম্বৎসর যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখায় রোমান শাসনকর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে বেতন দানের ব্যবস্থা করেন। এই ভাবে রোমে বৃত্তিস্বরূপ সৈনিকজীবন অবলম্বনের প্রথা প্রচলিত হইল। তৃতীয়তঃ, সৈনিকগণকে বেতন দানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় দরিদ্র জনসাধারণ সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিল। অতঃপর তাহারা রাষ্ট্রসেবার সুযোগ লাভ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতা অর্জ্জনের নিমিত্ত দাবী উত্থাপিত করিল। অভিজাত শ্রেণী তাহাদের এই দাবী গ্রহণে অসম্মত হইলে Patrician ও Plebeianগণের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল।

গলজাতি কর্ত্তৃক রোম আক্রমণ (The Gallic Invasion of Rome)

কারণ—Veii-এর পতনের কিছুকাল পরেই রোমানদিগকে এক দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আল্পস্-এর উত্তর দিক হইতে আগত গল জাতীয় বহু লোক উত্তর ইটালীর নানা স্থানে প্রাচীন কাল হইতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। Senones নামে পরিচিত ইহাদের একটি শাখা Adriatic সাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বাস করিত। এই অঞ্চলের ভূমি অনুর্ব্বর ও স্বল্প পরিসর ছিল। এই কারণে Senonesগণ Etruria-র শস্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে প্রায়শঃই অভিযান চালনা করিত।

গল ও রোমানগণের মধ্যে বিরোধের কারণ

খ্রীঃ পূঃ ৩৯৪ অব্দে তাহারা Etruriaর অন্তর্গত Clusium নগর আক্রমণ করিলে উক্ত নগরের অধিবাসিগণ রোমের শরণাপন্ন হইল। রোমের সহিত ইহাদের কিছুকাল পূর্ব্বে মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল। এই কারণে রোমানগণ Clusium-এর পক্ষাবলম্বন করিয়া Senones উপজাতিকে

তাহাদের আক্রমণাত্মক নীতি পরিহার করিতে আদেশ দিল। Senonesগণ এই দাবীতে কর্ণপাত করিল না। রোমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে কর্মচারী এই দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন তিনি Clusium-এর অধিবাসীদের সহায়তায় একজন Senones নায়কের প্রাণবধ করিলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। Senonesদের পক্ষ হইতে সমগ্র Gaul জাতি রোমের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিলে রোমান শাসনকর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অসম্মত হইলেন। ফলে গলজাতি রোম অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইল।

ঘটনাবলী:—যেরূপ বিদ্যুৎ গতিতে গল সেনাবাহিনী রোম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল রোমান কর্তৃপক্ষ তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই কারণে Allia-র যুদ্ধে রোমানবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হইল (৪৯০ খ্রীঃ পূঃ)।

Alliaর যুদ্ধ—রোমের পরাজয়

এই যুদ্ধস্থল Rome হইতে মাত্র এগার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। শত্রুবাহিনী রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলে বহুসংখ্যক রোমান রোমের পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া দলে দলে রোম পরিত্যাগ করিল। স্বল্পসংখ্যক রোমান যোদ্ধা দুর্গ-অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই অবস্থায় শত্রুসৈন্য বিনাবাধায় রোমে প্রবেশ করিয়া অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন দ্বারা উহার ধ্বংস সাধন করিল। অতঃপর গলবাহিনী দুর্গ-অঞ্চল আক্রমণ করিলে M. Manlius-এর সতর্কতায় উহা ব্যর্থ হয়।

দুর্গরক্ষা

কিন্তু দুর্গে যে সকল রোমান অবরুদ্ধ ছিল খাদ্যাভাবে তাহাদের অবস্থা নিতান্ত দুর্বিবসহ হইয়া উঠিল। এই চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রোমানগণ Etruscan যুদ্ধবিজয়ী বীরশ্রেষ্ঠ Camillus-এর শরণাপন্ন হইল। কিন্তু Camillus সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব্বেই গল আক্রমণকারীর দল প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাদের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া একাধিক প্রতিবেশী জাতি গলদের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়াই গলজাতি রোম ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল।

Camillusএর নিয়োগ—আক্রমণকারী গলদের প্রত্যাবর্ত্তন

Camillus যখন Dictator নিযুক্ত হইয়া সসৈন্যে রোম রক্ষায় অগ্রসর হইলেন, তাহার পূর্ব্বেই গলজাতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুতরাং উভয়পক্ষে আর কোনও যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই।

ফলাফল:—(ক) গলজাতির আক্রমণের ফলে রোমানগণ এইরূপ অভূতপূর্ব্ব সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল যে, সুযোগ বুঝিয়া Latin, Etruscan

প্রমুখ পূর্ব্বতন শত্রুগণ পুনরায় রোমের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে রোমানগণকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল; (খ) গল আক্রমণের ফলে জনসাধারণের, বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর অভাব অভিযোগ ও দুঃখকষ্টের মাত্রা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে Plebeianগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের অভিপ্রায়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করে। অবশেষে patricianগণ আংশিকভাবে তাহাদের দাবী পূরণে বাধ্য হয়। (গ) গলজাতি কর্তৃক রোম ধ্বংস হওয়ার ফলে রোমের যে সকল দলিলপত্র ও পুস্তকাদি ছিল তাহা সমুদয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণে রোমের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থাদির অভাব ঘটিয়াছে এবং আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপাদানের বিনাশ

রোমে Patrician-Plebeian সংগ্রাম :—

Plebeian সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ (Grievances to the Plebeians) :—শ্রেণীগত বৈষম্য ও স্বার্থবিরোধের সংঘাতে রোমের সমাজ-জীবন অত্যন্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নির্য্যাতিত Plebeian সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল অসুবিধা ও অক্ষমতা ভোগ করিত স্বভাবতঃই তাহারা উহার অবসান কামনা করিত। স্বার্থান্ধ Patrician সম্প্রদায় Plebeian-দের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণে অসম্মত হইলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইল। এই সংগ্রাম দীর্ঘ দুই শতাব্দী-কাল স্থায়ী হইয়াছিল। পরিশেষে Plebeianগণের সর্ব্বপ্রকার দাবী গৃহীত হইলে উভয় শ্রেণীর মধ্যে সকল বৈষম্য দূরীভূত হয়। Plebeianগণের অভাব অভিযোগ সমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(ক) **অর্থনৈতিক** (Economic) :—Plebeian সম্প্রদায়ভুক্ত অধিকাংশ লোকই ছিল নিতান্ত দরিদ্র। জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ তাহারা উপার্জ্জন করিতে পারিত না। এই কারণে অধিকাংশ সময়েই তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। ধনী মহাজনগণ অত্যধিক সুদে তাহাদিগকে অর্থ ধার দিতেন। ঋণসংক্রান্ত আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সুদশুদ্ধ সমস্ত ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি মহাজনের নিকট বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইত এবং অধমর্ণকে তাহার নিকট ক্রীতদাসরূপে আত্মবিক্রয় করিতে হইত। মহাজন

ঋণসংক্রান্ত আইনের কঠোরতা

ইচ্ছা করিলে এই ব্যক্তির যে কোন শাস্তি, এমন কি প্রাণদণ্ডেরও বিধান করিতে পারিতেন। অনাদায়ীকৃত ঋণের পরিমাণ অধিক হইলে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে সপরিবারে উত্তমর্ণের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিতে হইত। ঋণসংক্রান্ত এই কঠোর আইনের কবলে পড়িয়া দরিদ্র Plebeian শ্রেণী প্রতিনিয়ত অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিত।

রোমের ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থাও অতিশয় ত্রুটিপূর্ণ ছিল। Patrician-Plebeian শ্রেণীনির্ব্বিশেষে রোমান নাগরিক লইয়া যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হইত তাহার সাহায্যে রোমানগণ একটির পর একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র জয় করিয়া তাহাদের রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। অথচ ager publicus নামে পরিচিত নবলব্ধ এই সকল ভূমি জনসাধারণের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা হইত না। Patrician ভিন্ন অপর কোনও সম্প্রদায় এই সকল ভূমির অধিকারী হইতে পারিত না। Plebeianগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল। ইহাদের সাহায্য ভিন্ন রোমের পক্ষে এই সকল ভূমি অধিকার করা সম্ভব হইত না। তথাপি এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ager publicus-এর অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইত। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল।

ভূমি বণ্টনের অব্যবস্থা

(খ) **সামাজিক** (Social) :—সামাজিক ক্ষেত্রেও Plebeianগণকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। Patricianগণ ইহাদের কোনপ্রকার সামাজিক মর্য্যাদা স্বীকার করে নাই; চিরকালই নিম্নস্তরের সামাজিক শ্রেণী বলিয়া Plebeianগণ অবজ্ঞাত হইয়া আসিয়াছে। Patricianগণের সহিত আইনতঃ ইহারা কোন বিবাহবন্ধনে (jus connubium) আবদ্ধ হইতে পারিত না। তৎকালীন যুগে সামাজিক পদমর্য্যাদার সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিম্নপদস্থ Plebeianগণ রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত না। রাষ্ট্রীয়জীবনে এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের গভীর সার্থকতা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট-গণকে অনেক সময় ধর্ম্মানুষ্ঠানের মারফৎ তাহাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইত। Plebeianগণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিত না।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈবাহিক-বন্ধন নিষিদ্ধ

ধর্ম্মাচরণে Plebeian-গণের বাধানিষেধ

(গ) **রাজনৈতিক** (Political) :—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও Plebeian-গণকে বহুবিধ বৈষম্যমূলক অনাচার সহ্য করিতে হইত। তাহারা পূর্ণ

নাগরিকত্বের অধিকার ভোগ করিতে পারিত না। তাহারা জনপরিষদে সভ্যপদ ও ভোট দানের (Jus suffragii) অধিকারী ছিল বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের অধীনে কোন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার (jus honorum) হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। Senate-এ ইহাদের প্রবেশাধিকার না থাকায় শাসনতন্ত্র পরিচালনায় ইহারা কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারিত না। রোমে প্রচলিত আইন কানুনের মর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। Patrician ম্যাজিষ্ট্রেটগণই কেবল এই সকল আইনের মর্ম্ম অবগত ছিলেন। বিচারকালে শ্রেণীস্বার্থ-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া তাহারা অভিযুক্ত Plebeianগণকে অনেক সময় অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করিতেন।

সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক অধিকার

অলিখিত আইন

যে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ন্যায় সঙ্গত সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হয় সেই সমাজ ও রাষ্ট্র অধিককাল নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারে না। রোমের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। Plebeian-গণ রাষ্ট্রে ও সমাজে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তুল্য অধিকার ও ক্ষমতা দাবী করিলে Patricianগণের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ শ্রেণীসংগ্রাম আরম্ভ হয়। সুখের বিষয়, এই শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই। দীর্ঘ দুই শতাব্দী কাল সংগ্রাম চলিবার পর Plebeian-গণ রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে Patricianগণের সহিত সমপর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

Patrician-Plebeian বিরোধ: Plebeianগণের অভিযোগের প্রতিকার (Removal of Plebeian grievances) :—

(১) **Lex Valeria de Provocations**—রোমের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই Plebeianগণ তাহাদের অভিযোগের প্রতিকার দাবী করিয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করে। আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে শাসনকর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে আংশিকভাবে তাহাদের দাবীপূরণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন। ইহার ফলে খৃঃ পূঃ ৫০৯ অব্দে Consul Valerius Poplicola এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলেন যে, অভিযুক্ত নাগরিক মাত্রই এখন হইতে দণ্ডদাতা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে জনপরিষদের নিকট আপীল করিতে পারিবে। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার ফলে নাগরিকগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা তিরোহিত হইল। ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ইংলণ্ডে Habeas

ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ

Corpus Act নামে যে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার সহিত Valerius-প্রবর্ত্তিত এই আইনের তুলনা করা যাইতে পারে।

(২) **Tribune নিয়োগ** (Appointment of Tribunes)—রোমে প্রচলিত ঋণসংক্রান্ত আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। এই আইনের কঠোরতা হ্রাস করিবার দাবী জানাইয়া Plebeianগণ আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ধনিক Patrician সম্প্রদায় এই দাবী পূরণে স্বীকৃত হইল না। এই অবস্থায় Plebeian-গণ অনন্যোপায় হইয়া রোম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। তাহারা ঘোষণা করিল যে, রোমের সহিত তাহারা আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না এবং নিকটস্থ Sacred Mount (Mon. Sacer) অঞ্চলে নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা তথায় বসবাস করিবে। এই ঘোষণার মর্ম্ম অনুযায়ী খৃঃ পূঃ ৪৯৪ অব্দে Plebeian-গণ একযোগে রোম ত্যাগ করিয়া Mon. Sacer অঞ্চলে চলিয়া যায়। এই ঘটনা **First Secession** নামে পরিচিত। Plebeianগণ অন্যত্র চলিয়া গেলে রোমের নিরাপত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে না বুঝিতে পারিয়া Patricianগণ অবশেষে তাহাদের সহিত আপোষ করিতে সম্মত হইল। উভয়পক্ষের সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে, (ক) ঋণগ্রস্ত সকল ব্যক্তির ঋণ মকুব করা হইবে; (খ) ভবিষ্যতে ঋণ শোধ না করিতে পারিলেও কাহারও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না; (গ) ঋণ অনাদায়ের অভিযোগে যাহারা ক্রীতদাসরূপে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল অবিলম্বে তাহাদের মুক্তিদান করিতে হইবে; (ঘ) Plebeian-দের স্বার্থ ও অধিকার যাহাতে ন্যায়সঙ্গতভাবে রক্ষিত হইতে পারে তজ্জন্য Plebeian সম্প্রদায় হইতে প্রতি বৎসর **Tribune** নামে দুইজন নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হইবে। এই সকল ম্যাজিষ্ট্রেট যথাযথভাবে যাহাতে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন তজ্জন্য তাহাদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তাহাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-বিরোধী কার্য্য আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং স্থির হয় যে, Tribune-গণ যদি অপরাপর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত কোন বিধান জনস্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া মনে করেন তবে তাহারা *intercessio* বলে উহার প্রয়োগ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন। (ঙ) Plebeianগণের মধ্য হইতে **Aediles** নামে

প্রথম Secession

ঋণসংক্রান্ত আইনের কঠোরতা হ্রাস

Tribune নিয়োগ—**ইহাদের অধিকার**

Aedile নিয়োগ

অপর দুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ইহারা কেবল Plebeianগণের আইন সংক্রান্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) **Spurious Cassius প্রস্তাবিত ভূমিসংক্রান্ত আইন:** খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দে Consul Spurious Cassius এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব আনয়ন করিলেন যে, **ager publicus** বা সাধারণের ভূসম্পত্তির এক অংশ দরিদ্র Plebeianশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন করা হইবে এবং Patricianগণ যে ভূসম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে হইবে। Patricianগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব জনপরিষদ ও Senate কর্ত্তৃক গৃহীত হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার বিধানাবলী কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। Patricianগণের চক্রান্তের ফলে Cassius পদচ্যুত হইলেন। তাহার পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রস্তাব নাকচ হইয়া যায়।

ভূমি সম্পর্কিত নূতন আইন

(৪) **প্রথম Publilian আইন:**—৪৭১ খৃঃ পূঃ অব্দে Tribune Publilius Volero-এর প্রস্তাবক্রমে স্থির হইল যে, অতঃপর Tribune ও Aedile প্রমুখ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নির্ব্বাচন Comitia Curiata-র পরিবর্ত্তে *Concilium Plebis* বা Plebeian পরিষদের অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে Plebeian ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচনের উপর Patricianদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

Plebeian পরিষদের গুরুত্ব বৃদ্ধি

(৫) **Decimvirate**—রোমের আইনকানুনের কোন লিখিত সঙ্কলন ছিল না। ইহার মর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। Partrician ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাহাদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনেক সময় Plebeian-গণের প্রতি নিতান্ত অন্যায়ভাবে দণ্ডবিধান করিতেন। কোন্ বিষয়ে কি আইন তাহা Plebeianগণের নিশ্চিতরূপে জানা ছিল না। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে Plebeianগণ দাবী করিল যে, একটি লিখিত সঙ্কলনের মারফৎ রোমের আইনকানুন সকলের বোধগম্য ভাবে অবিলম্বে প্রকাশ করিতে হইবে। এই দাবীর স্বপক্ষে আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে Patrician-গণ অবশেষে গ্রীসদেশের আইনকানুন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তথায় এক কমিশন প্রেরণ করে। কমিশন গ্রীস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

সুপারিশ পেশ করিলে তাহার ভিত্তিতে রোমের জন্য আইন সঙ্কলনের ভার দশজন সভ্য লইয়া গঠিত **Decimvirate**নামে পরিচিত এক সমিতির উপর অর্পণ করা হয়। এই সমিতি প্রথমে দশটি এবং পরে আরও দুইটি সর্ব্বশুদ্ধ বারটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া রোমের আইন সঙ্কলন করে। **Twelve Tables** নামে পরিচিত এই আইনে নূতন কোন নীতি সন্নিবেশিত হয় নাই; উহা পুরাতন বিধানের সমষ্টি মাত্র। তথাপি ইহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই 'দ্বাদশ বিধান'কে ভিত্তি করিয়া পরবর্ত্তীকালে রোমের যাবতীয় আইনকানুন রচিত হইয়াছিল (খ্রীঃ পূঃ ৪৫১ অব্দ)।

Decimvirate নিয়োগ —Twelve Tables সঙ্কলন—রোমীয় আইনের ভিত্তি স্থাপন

(৬) **Valerio-Horatian আইন** (খ্রীঃ পূঃ ৪৪৯ অব্দ):—**Decimvirate** নামক সমিতি কেবলমাত্র আইন সঙ্কলনের নিমিত্ত সাময়িকভাবে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সদস্যগণ বে-আইনী ভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া জনসাধারণকে নানাভাবে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলে Plebeianগণ দ্বিতীয় বার Mon. Sacer-এ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ইহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া Decimvir-গণ পদত্যাগ করিলেন। নূতন নির্ব্বাচনের ফলে Valerius ও Horatius নামক যে দুই ব্যক্তি Consul পদে অধিষ্ঠিত হইলেন তাহারা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। Plebeian সম্প্রদায়ের অভিযোগ প্রতিকার উদ্দেশ্যে তাহারা Valerio-Horatian Laws নামে পরিচিত কয়েকটি নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল বিধান অনুযায়ী স্থির হইল যে, (ক) Concilium Plebis-এ কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাহা বাধ্যতামূলক আইনের মর্য্যাদা পাইবে; (খ) Magistrate-গণের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অধিকার হইতে কোন নাগরিককে বঞ্চিত করা হইবে না এবং (গ) Aedile ও Tribuneগণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবিরোধী কার্য্যকলাপ আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে।

Plebeian ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরিষদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি

(৭) **Lex Canuleia**—খ্রীঃ পূঃ ৪৪৫ অব্দে প্রবর্ত্তিত এই আইন অনুসারে Patrician ও Plebeian পরিবারের মধ্যে বিবাহ বন্ধন আইনতঃ অসিদ্ধ হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই আইনের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য দূরীভূত হয়।

সামাজিক ঐক্য স্থাপন

(৮) **Military Tribune নিয়োগ**—খ্রীঃ পূর্ব্ব ৪৪৫ অব্দে প্রবর্ত্তিত অপর একটি আইন অনুসারে স্থির হয় যে, অতঃপর Consul-এর পরিবর্ত্তে দুইজন Military Tribune নিযুক্ত করা যাইবে এবং ইহারা Patrician ও Plebeian উভয় সম্প্রদায় হইতেই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা দ্বারা Plebeian সম্প্রদায়ের অধিকার বৃদ্ধি হইয়াছিল মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় নাই। কারণ কোন্ বৎসর Consul-এর পরিবর্ত্তে Military Tribune নির্ব্বাচিত করা হইবে তাহা স্থির করার ভার ছিল Senate-এর উপর। Senate-এ অভিজাত বা Patricianশ্রেণীর আধিপত্য ছিল। তাহারা Military Tribune নিয়োগের স্বপক্ষে প্রস্তাব সহজে গ্রহণ করিত না। তদুপরি এই সময়ে Censor নামক এক নূতন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বে Consul-গণ যে সকল ক্ষমতা ভোগ করিতেন তাহার অধিকাংশই ইহার হস্তে ন্যস্ত করা হইল এবং স্থির হইল যে, Patrician ভিন্ন অপর কেহ Censor নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। এই কারণে এই নূতন বিধান অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে Plebeian সম্প্রদায়ের বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই।

Military Tribune নিয়োগের প্রথা

(৯) **Licinian বিধানাবলী** (Licinian Rogations) :—অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে Plebeianগণের উপর যে সকল বাধানিষেধ আরোপিত ছিল, তাহা অবিলম্বে দূর না করিলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হইবে ইহা আশঙ্কা করিয়া খৃঃ পূঃ ৩৭৬ অব্দে Licinius Stolo এবং Lucius Sextius নামক দুইজন Tribune নিম্নলিখিত মর্ম্মে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন :—প্রথমতঃ, Military Tribune-এর পদ বিলুপ্ত করিয়া পূর্ব্বেকার প্রথা অনুযায়ী Consul নিয়োগ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, দুইজন Consul-এর মধ্যে অন্ততঃ একজনকে Plebeian হইতে হইবে; তৃতীয়তঃ, কোন নাগরিক ager publicus-এর অন্তর্ভুক্ত ৫০০ jugera-র অধিক ভূমি দখল করিতে পারিবে না এবং চতুর্থতঃ, সুদ হিসাবে উত্তমর্ণকে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে ঋণের আসল টাকা হইতে তাহা বাদ দিতে হইবে এবং বাকী অংশ বার্ষিক কিস্তিতে অনধিক তিন বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে; এই সকল প্রস্তাব **Licinian Rogations** নামে পরিচিত। Patricianগণ এই প্রস্তাবের

Plebeianগণের Consul পদ লাভ

জমির নূতন ব্যবস্থা

ঋণ সংক্রান্ত নূতন বিধান

বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও দশ বৎসর ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে শেষ পর্য্যন্ত উহাতে সম্মতি দিতে বাধ্য হইল। এই আইন গৃহীত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে Plebeianগণের অভাব অভিযোগ বহু পরিমাণে দূরীভূত হইল। এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হওয়ার কিছুকাল পরে Plebeianগণ **Praetor** ও **Dictator** পদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করিল। ইতিপূর্ব্বেই (৪২১ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) তাহারা **Quaestor** পদ লাভের যোগ্য এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

(১০) **দ্বিতীয় Publilian আইন** :—খ্রীঃ পূঃ ৩৩৯ অব্দে প্রবর্ত্তিত দ্বিতীয় Publilian আইন অনুযায়ী স্থির হয় যে, (১) Concilium Plebis-এর অধিবেশনে গৃহীত আইন সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হইবে; (২) দুইজন Censor-এর মধ্যে অন্ততঃ একজনকে Plebeian হইতে হইবে এবং (৩) Comitia Centuriata কর্ত্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব Senate নামঞ্জুর করিতে পারিবে না।

Plebeianগণের Censor পদ লাভ

(১১) **Lex Ogulnia** :—খ্রীঃ পূঃ *৩০০ অব্দে গৃহীত এই আইন অনুসারে স্থির হয় যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত আচার Plebeian-গণ এখন হইতে বিনা বাধায় পালন করিতে পারিবেন এবং Pontiff, Augur প্রমুখ পদে নির্ব্বাচিত হইতে তাহাদের উপর কোনও বাধা নিষেধ আরোপ করা হইবে না।

ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার

(১২) **Lex Hortensia** :—খ্রীঃ পূঃ ২৮৭ অব্দে প্রবর্ত্তিত এই আইন দ্বারা পুনরায় ঘোষণা করা হয় যে, Concilium Plebis-এর অধিবেশনে গৃহীত সকল প্রস্তাবই সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিকের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে।

এইভাবে দুই শতাব্দীকাল অনবরত সংগ্রামের ফলে একটির পর একটি সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া অবশেষে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিকজীবনে সংখ্যাগরিষ্ঠ Plebeian দল সংখ্যালঘিষ্ঠ Patrician-দের সহিত সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইল। জন্মগত শ্রেণীবৈষম্য দূরীভূত হওয়ায় রোমের নাগরিকজীবন ব্যাধিমুক্ত হইয়া সুস্থ সবল হওয়ার সুযোগ লাভ করিল।

Patrician—Plebeian সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য
(Character of the Struggle)

Patrician ও Plebeian শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘ দুই শতাব্দী কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। এই সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই

যে, অকারণ ভ্রাতৃহত্যা ও রক্তপাত দ্বারা ইহা কলঙ্কিত হয় নাই। উভয় সম্প্রদায়ই অবিচলিত নিয়মনিষ্ঠাসহকারে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিল। Plebeian-গণ যেমন আইনানুমোদিত পদ্ধতিতে তাহাদের দাবী-দাওয়া উপস্থিত করিয়াছিল, Patrician-গণও তেমনই নিয়ম-তান্ত্রিক উপায়ে এই সকল দাবীর বিরোধিতা করিয়াছিল। প্রচলিত আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া বলপূর্ব্বক কোন সম্প্রদায়ই একে অপরকে দমন করিতে চেষ্টা করে নাই। Patrician-গণ যখন দেখিল যে Plebeianগণের দাবী-দাওয়া না মিটাইলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে তখন তাহারা আপোষের মনোভাব লইয়া এই দাবীপূরণে অগ্রসর হইল। Patrician কিংবা Plebeian কেহই রাষ্ট্রের স্বার্থের উপর সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রাধান্য স্বীকার করে নাই। যখন ক্ষমতা লইয়া ইহারা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল তখনও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনে তাহারা কোনও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে নাই। কোন বহিঃশত্রু রোম আক্রমণ করা মাত্র তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হইয়া একযোগে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়াছে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, অবিচলিত নিয়মনিষ্ঠা, বৃহত্তর স্বার্থের নিকট দলগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের অধিকারী ছিল বলিয়াই রোমানগণ প্রাচীন জগতে অনায়াসে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল।

অহিংস, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন

Patrician-Plebeian সংগ্রামের ফলাফল :—দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের অবসানে Patrician ও Plebeian সম্প্রদায়ের মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য দূর হওয়ায় রোমে জাতীয় সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এতকাল রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে অভিজাতশ্রেণীর একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। Plebeian-গণের ক্ষমতালাভের ফলে দরিদ্র জনসাধারণও শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রসেবার সুযোগ লাভ করিল। দুইটি সম্প্রদায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করিয়া একযোগে রাষ্ট্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। ফলে রোমের শক্তি-সামর্থ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি বহুগুণে বাড়িয়া গেল। ইহাতে রোমানগণ 'এক জাতি এক প্রাণ' এইভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া একদিকে যাবতীয় আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান, অন্যদিকে বহিঃশত্রু আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রথমে ইটালী ও পরে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্ব্বত্র আপন অপ্রতিহত অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইল।

জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি—রোমের প্রাধান্যের সূত্রপাত

Studies and Questions

1. Relate the circumstances leading to the establishment of Republic in Rome.

2. Trace the foreign relations and wars of Rome during the hundred years after the overthrow of monarchy.

3. Give an account of the causes and consequences of the Gallic invasion of Rome.

*4. What were the main grievances of the Plebeians ? (C. U. 1916, 1920, 1925, 1926, 1930, 1936, 1938, 1941, 1950)

*5. What were the grievances of the Plabeians removed ? (C. U. 1938, 1941, 1944, 1950)

6. What were the social and political grievances of the Plebeians ? How and to what extent were they removed ? (C. U. 1948)

7. What were the economic grievances of the Plebeians ? How and to what extent were they removed ? (C. U. 1948)

8. What were the results of the Patrician-Plebeian struggle ?

তৃতীয় অধ্যায়

ইটালীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপন (খ্রীঃ পূঃ ৫০৯-২৬৫ অব্দ)

(Roman Supremacy in Italy)

উত্তর ইটালীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপন :—রাজতন্ত্র অবসানের পরবর্তী দেড়শত বৎসরকাল রোমানিগণকে Volscian, Æquian, Etruscan প্রভৃতি জাতির সহিত অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। এই সকল সংগ্রাম তেমন লোকক্ষয়কারী না হইলেও দীর্ঘকাল যাবৎ চলিয়াছিল। এই সকল প্রতিবেশী উপজাতির সহিত রোমের যুদ্ধ প্রধানতঃ আত্মরক্ষামূলক ছিল। যুদ্ধের প্রথম

Volscian, Æquian যুদ্ধ

পঞ্চাশ বৎসর রোম তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। ইহার পর হইতে ক্রমশঃ রোমানগণ জয়লাভ করিতে থাকে। খ্রীঃ পূঃ ৩৯৬ অব্দে Veii নগরী অধিকার করিয়া রোমানগণ Etruscan যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বেই Volscian ও Æquian-গণ রোমের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি সাক্ষর করিয়াছিল।

Etruscan যুদ্ধ

Etruscan যুদ্ধের কিছুকাল পরেই Gaul জাতির প্রচণ্ড আক্রমণে রোমানগণকে অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইয়াছিল। Gaul আক্রমণকারী দল Allia-র যুদ্ধে রোমানগণকে পরাজিত করিয়া Rome-এ প্রবেশ করিল এবং অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন সহকারে নগরীর এক অংশ ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। ইতিপূর্ব্বে রোমানদিগকে এইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সুযোগ বুঝিয়া Etruscan, Volscian, Æquian, Latin প্রমুখ পূর্ব্বতন শত্রুরা রোমের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পুনরায় লিপ্ত হইল। কিন্তু চতুর্দ্দিকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও রোমানগণ নিরুৎসাহ হইল না। তাহারা Camillus-এর নেতৃত্বে প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইল। গলজাতির পক্ষে রোমের দুর্গ অঞ্চল অধিকার করা সম্ভব হইল না; তাহারা অর্থের বিনিময়ে রোম ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেল। অতঃপর রোমানগণ অপরাপর শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিল। Latin জাতিকে পরাজিত করিয়া Latin League-কে এরূপভাবে পুনর্গঠন করা হইল যে, তাহাতে রোমের প্রাধান্য Latium অঞ্চলের সর্ব্বত্র স্থাপিত হইল।

Gaul যুদ্ধ—রোমের পরাজয়

রোমের সাফল্য

Latin যুদ্ধ—দুর্ভাগ্যের বিষয় রোমের সহিত Latin League-এর সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। Latin Leagueভুক্ত কয়েকটি রাষ্ট্র রোমের প্রাধান্য মানিতে অনিচ্ছুক হইল। তাহারা দাবী করিল যে, League-এর সকল সভ্যকেই রোমের তুল্যমর্য্যাদা দিতে হইবে। রোম এই দাবী পূরণে অস্বীকৃত হইলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ৩৪০ হইতে ৩৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তিন বৎসরকাল যুদ্ধ চলিবার পর Latin রাষ্ট্রসমূহ পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। Latin League ভাঙ্গিয়া দিয়া প্রত্যেকটি Latin নগরের উপর রোমান অধিকার স্থাপন করা হইল। Tibur ও Praeneste এই দুইটি মাত্র নগরকে স্বাধীনভাবে আভ্যন্তরীণ শাসন চালনার ক্ষমতা দেওয়া হইল; অপরাপর

Latin League-এর সহিত রোমের যুদ্ধ

নগর প্রত্যক্ষভাবে রোমের শাসনাধীনে আনীত হইল। Latium-বিজয় ইটালীতে রোমান প্রভুত্ব স্থাপনের প্রথম সোপান।

Latium-এ রোমান শাসননীতি—Latium-এ রোমান প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোমের আদেশক্রমে Latin League ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইহার আর কোনও অস্তিত্ব রহিল না। ল্যাটিন নগরসমূহ রোমের অনুমোদন ভিন্ন একে অপরের সহিত কোনও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে না বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইল।

রোমের শাসন—ভেদনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারে ভেদনীতির প্রয়োগ রোমানগণ বিশেষ ভাবে আয়ত্ব করিয়াছিল। 'Divide and Rule— ইহাই ছিল রোমানশাসনের মুলনীতি। বিভিন্ন ল্যাটিন নগরসমূহ কেবলমাত্র রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে না ইহাই নহে, তাহাদিগকে এইরূপ নির্দ্দেশও দেওয়া হইয়াছিল যে, রোমের সম্মতি ভিন্ন এক নগরের অধিবাসীরা অপর নগরের অধিবাসীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধও স্থাপন করিতে পারিবে না। বাণিজ্য বিষয়েও বিভিন্ন নগরের উপর বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছিল। ইহারা রোম ব্যতীত অপর কোন নগরের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক রাখিতে পারিত না। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে রোম কোনও প্রকার হস্তক্ষেপের পক্ষপাতি ছিল না; কিন্তু স্বায়ত্তশাসন পরিচালনায় বিভিন্ন নগরকে বিভিন্ন স্তরের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ল্যাটিন প্রজাগণ যদি সকল অবস্থায়ই রোমের প্রতি অনুরক্ত থাকে তবে তাহাদিগকে রোমান নাগরিকত্বের সর্ব্ববিধ সুবিধা দেওয়া হইবে, এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ভবিষ্যতে যাহাতে Latium অঞ্চলের কোনও অংশ রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে এই নিমিত্ত উক্ত অঞ্চলের সর্ব্বত্র বহু রাজপথ ও উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

Latium-এ রোমান শাসন নীতির উপযোগীতা

Latium-এ রোমানগণ যে শাসননীতি অবলম্বন করিয়াছিল তাহাতে তাহাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও শাসনদক্ষতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্য ইটালীতে রোমের প্রাধান্য বিস্তার: Samnite যুদ্ধ:—মধ্য ইটালীর আধিপত্য লইয়া রোম ও Samnite-গণের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। Samniteগণ ছিল মধ্য ও দক্ষিণ ইটালীর পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। পার্ব্বত্য জাতিসুলভ রণকৌশল ইহাদের চরিত্রের প্রধান

বৈশিষ্ট্য ছিল। রোমানগণের সহিত ইহাদের সংগ্রাম খ্রীঃ পূঃ ৩৪৩ হইতে ২৯০ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। Gaul ভিন্ন রোমকে এতকাল Samnite-গণের ন্যায় এইরূপ প্রবল শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

রোমান বনাম স্যামনাইট

প্রথম Samnite যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৩৪৩-৩৪১ অব্দ)—Samnite জাতি Samnium-এর দক্ষিণদিকে অবস্থিত Campania অঞ্চলে তাহাদের অধিকার স্থাপনে উদ্যত হইলে Campania-র অধিবাসিগণ রোমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। Samniteগণের সহিত রোমের বহুকাল পূর্ব্বে মিত্রতাসূচক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। এই কারণে Campania-র সাহায্যে অগ্রসর হইতে রোমানগণ স্বাভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু Campanian-গণ যখন সাহায্যের বিনিময়ে Capua অঞ্চল ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিল তখন রোমানগণ বিনা দ্বিধায় তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ইহার ফলে Samnite-গণের সহিত যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল তাহা **প্রথম Samnite** যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধ স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে জয় পরাজয় কোন পক্ষেই চূড়ান্ত ভাবে স্থির না হইলেও মোটামুটি রোমানবাহিনীর সাফল্য অধিক হইয়াছিল। Suessula ও Saticula নামক স্থানে দুইটি যুদ্ধে রোমানগণ জয়ী হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩৪১ অব্দে উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী Campania অঞ্চলে রোমান প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

Campania-লইয়া উভয় পক্ষে যুদ্ধের সূচনা

দ্বিতীয় Samnite যুদ্ধ (৩২৬-৩০৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)—রোমের সহিত Samnite-গণের সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। Palaeopolis ও Neapolis নামক দুইটি গ্রীক উপনিবেশ রোমের শত্রুতা অর্জ্জন করিয়া Samniteগণের সাহায্য প্রার্থনা করে। Samnite-গণ তাহাদের সাহায্যে প্রতিশ্রুতি দান করায় Rome-এর সহিত দ্বিতীয় Samnite যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই যুদ্ধ ২২ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম ভাগে রোমানগণ একাধিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুপক্ষকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু **Caius Pontius** নামক জনৈক সুদক্ষ সেনাপতি Samnite বাহিনীর নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই যুদ্ধের গতি পরিবর্তন করিয়া দিলেন। তিনি Caudine Forks নামক এক গিরিবর্ত্মে রোমানবাহিনীকে অবরুদ্ধ করিয়া শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিলেন। রোমান সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু রোমান

Caius Pontius Samnite বাহিনীর নায়ক

শাসনকর্তৃপক্ষ এই পরাজয়ে কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া পূর্ণ তেজে পুনরায় শত্রুসেনার সম্মুখীন হইতে মনস্থ করিলেন। তাহাদের এই উদ্যম সার্থক হইল। Samnite-গণ Umbrian ও Etruscan উপজাতির নিকট হইতে সামরিক সাহায্য লাভ করিয়া রোমানবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৩০৪ অব্দে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী Campania ও মধ্য ইটালী অঞ্চলে Rome-এর সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্বীকৃত হইল। কিন্তু Samniteগণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল।

রোমের জয়

তৃতীয় Samnite যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ২৯৮-২৯০ অব্দ)—দ্বিতীয় Samnite যুদ্ধের অবসানে রোমান ও Samniteগণের মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহা সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি মাত্র। Samnite-গণের স্বাধীনতা লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মধ্য ইটালী অঞ্চলে রোমের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে না, ইহা উপলব্ধি করিয়া রোমানগণ Samnite-দের সহিত পুনরায় শক্তিপরীক্ষার সুযোগ খুঁজিতেছিল। Samniteগণও রোমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাঙ্মুখ ছিল না। Samnite-গণ Lucania আক্রমণ করিলে Lucanian-গণ রোমের শরণাপন্ন হইল। রোম Samniteগণকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইল। খ্রীঃ পূঃ ২৯৮ অব্দে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাই তৃতীয় বা শেষ Samnite যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ৮ বৎসর কাল চলিয়াছিল। Etruscan, Gaul ও Umbrian জাতি এই যুদ্ধে Samniteগণের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু রোমানগণ একক অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া শত্রুবাহিনীকে একাধিক যুদ্ধে পরাভূত করিল। বিখ্যাত সেনাপতি Fabius Maximus রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার নেতৃত্বাধীনে Sentium রণক্ষেত্রে রোমানগণ শত্রুসেনাকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিল। অতঃপর বিজয়ী রোমানবাহিনী Samnium-এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে Samnite-গণ রোমের সহিত সন্ধি প্রার্থনা করে। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী Samnite-গণ Rome-এর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদের অধিকৃত এলাকার কতকাংশ রোমকে অর্পণ করে এবং Lucania, Apulia ও Campania অঞ্চলে রোমের অবিসম্বাদী প্রভুত্ব মানিয়া লয়। Samnite যুদ্ধ

Lucania-র অধিকার লইয়া রোমান ও Samniteগণের যুদ্ধ

অবসানের কিছুকাল পরেই Rome—Etruscan, Umbrian ও গলজাতির সম্মিলিত বাহিনীকে **Lake Vadimo**-র যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করে। খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দে সমগ্র মধ্য-ইটালী অঞ্চলে রোমের সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

তৃতীয় Samnite যুদ্ধের ফলাফল

দক্ষিণ ইটালীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপন—উত্তর ও মধ্য ইটালীতে রোমান আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পর দক্ষিণ ইটালীতে উহার বিস্তার ঐতিহাসিক ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র। ইটালীর দক্ষিণ অঞ্চলে বহু সংখ্যক গ্রীক উপনিবেশ অবস্থিত ছিল। এই সকল নগর এক কালে সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল; কিন্তু অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অনৈক্য হেতু ইহারা ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল নগরের মধ্যে **Tarentum** ছিল সর্ব্বাধিক শক্তিশালী। Tarentum-এর সহিত Rome-এর বহুদিন পূর্ব্বে একটি বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে এই সদ্ভাব অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু মধ্য ইটালীতে রোমের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এই বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। Thurii নামক অপর একটি নগর উপলক্ষ্য করিয়া রোম ও **Terentum** শীঘ্রই পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। Lucania-র অধিবাসিগণ Thurii আক্রমণ করিলে, Thurii-র অধিবাসিগণ Rome-এর শরণাপন্ন হইল। Rome তাহাদের সাহায্যার্থ একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করে। এই নৌবাহিনী Thurii-র পথে Tarentum-এর উপসাগরে উপনীত হওয়া মাত্র, **Tarentine**-গণ—রোম পূর্ব্বের চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে, এই অভিযোগক্রমে রোমাননৌবাহিনীকে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত করে। অতঃপর Thurii-তে যে সকল রোমান যোদ্ধা ইতিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল Tarentine-গণ তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিল। রোম কর্ত্তৃপক্ষ এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া Taerntum-এর নিকট ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দাবী করিলে Tarentine-গণ কেবল তাহাদের দাবী পূরণে অসম্মতিই জ্ঞাপন করিল না, পরন্তু রোমান প্রতিনিধিদের সহিত অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিল। ইহার ফলে রোমের সহিত Tarentum-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইল (খ্রীঃ পূঃ ২৮২ অব্দ)। Tarentine-গণ একাকী রোমের ন্যায় পরাক্রমশালী শত্রুর সম্মুখীন হওয়া

রোম বনাম Tarentum

Tarentum-এর সাহায্যে Epirus রাজ Pyrrhus

বিপজ্জনক জ্ঞান করিয়া গ্রীসের অন্তঃপাতী **Epirus** রাজ্যের অধিপতি **Pyrrhus**-এর সাহায্যপ্রার্থী হইল। সমসাময়িক যুগে গ্রীসে **Pyrrhus**-এর তুল্য সামরিক খ্যাতিসম্পন্ন বীর পুরুষ আর কেহ ছিলেন না। দেশ দেশান্তরে সামরিক কৃতিত্ব অর্জ্জন করাই ছিল তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই কারণে **Tarentine**-গণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া **Pyrrhus** বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া দক্ষিণ-ইটালীতে অগ্রসর হইলেন। তাহার সৈন্যবাহিনী ২০,০০০ পদাতিক ও ৫,০০০ অশ্বারোহী লইয়া গঠিত ছিল। তাহার বাহিনীতে কিছু কিছু রণহস্তীও ছিল। রোমানবাহিনী **Tarentine** ও গ্রীকবাহিনীর সম্মুখীন হইলে, **Heraclea** রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে **Pyrrhus** জয়লাভ করেন। ইহার পরে **Asculum**-এর অপর এক যুদ্ধেও **Pyrrhus** পুনরায় রোমানবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে **Pyrrhus** জয়লাভ করিলেও তাহাকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই কারণে তিনি **Rome** অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে সিসিলির অধিবাসী গ্রীকগণ **Carthage**-এর বিরুদ্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে **Pyrrhus** রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া **Carthage**-এর বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করিলেন। প্রায় তিন বৎসর কাল **Sicily**-তে **Carthage**-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার পর **Pyrrhus** তাহার সিসিলীয় মিত্রগণের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিতে না পারিয়া ইটালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া রোমানগণ তাহাদের সামরিকবাহিনী পুনর্গঠিত করিয়াছিল। সুতরাং, এইবার যুদ্ধের নূতন পর্য্যায়ে **Pyrrhus**-এর পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হইল না। খ্রীঃ পূঃ ২৭৫ অব্দে **Beneventum**-এর রণক্ষেত্রে তিনি রোমান বাহিনীর হস্তে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইলেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিত **Pyrrhus**, **Tarentum**-এ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন এবং তথা হইতে পরে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। **Pyrrhus**-এর প্রত্যাবর্ত্তনের পর রোমানবাহিনী **Tarentum**-এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথাকার অধিবাসিগণকে বিনা সর্ত্তে **Rome**-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। **Tarentum**-এর পতনের পর দক্ষিণ ইটালীর সর্ব্বত্র রোমান আধিপত্য স্থাপিত হয় (খ্রীঃ পূঃ ২৭০ অব্দ)। ইতিপূর্ব্বেই উত্তর ও মধ্য ইতালী অঞ্চলে রোমান প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ ইটালী জয়ের পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ইটালীতে রোমের অবিসম্বাদী প্রভুত্ব স্থাপিত হইল (খ্রীঃ পূঃ ২৬৫ অব্দ)।

Pyrrhus-এর সাফল্য

Beneventum-এর যুদ্ধ, Pyrrhus-এর পরাজয়

রোমান সাফল্যের কারণ—খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের মধ্যভাগে Tiber নদীর তীরে স্বল্পপরিসর স্থান ব্যাপিয়া যে নগরী স্থাপিত হইয়াছিল পরবর্ত্তী পৌণে চারিশত বৎসর কাল মধ্যে উহা সমগ্র ইটালীব্যাপী এক অখণ্ড রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল। রোমের এই অভূতপূর্ব্ব সাফল্য একাধিক কারণে সম্ভব হইয়াছিল। প্রথমতঃ, Latin উপজাতির সহিত রোমের যে সখ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৬ অব্দ) দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। যখন একাধিক শত্রুর যুগপৎ আক্রমণ হেতু রোমের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তখন Latin-গণ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রোমের প্রতি মিত্রজনোচিত আচরণ করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের নিকট সাহায্য না পাইলে Rome-এর পক্ষে শত্রুসেনাকে প্রতিহত করা সম্ভব হইত কিনা, সন্দেহজনক। দ্বিতীয়তঃ, রোমান চরিত্রের অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও অনমনীয় মনোবল তাহাদিগকে জয়লাভে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং একাধিক যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরুৎসাহ হয় নাই। অদম্য শক্তি ও সাহস লইয়া তাহারা পুনঃপুনঃ শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়াছিল। এই অকুতোভয় মনোভাবই রোমান সাফল্যের প্রধান কারণ। Prof. Wells যথার্থই বলিয়াছেন, "The Romans were beaten, but as they would not own that they were beaten, they were not beaten." তৃতীয়তঃ, রোমের শত্রুগণ পরাক্রমশালী হইলেও তাহাদের মধ্যে কোন সংহতি বা ঐক্যের ভাব ছিল না। Samnite-গণের মধ্যে সামরিক কৌশলের অভাব ছিল না, কিন্তু উপযুক্ত নায়ক এবং সংগঠন শক্তির অভাবহেতু তাহারা রোমের অগ্রগতিতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। একই কারণে Gaul ও Etruscan-গণ কোন সময়েই রোমের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষ হইতে পারে নাই। Tarentine-গণ Pyrrhus-এর সাহায্য লাভ করিয়া শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিল। Pyrrhus-এর সামরিক খ্যাতিরও অভাব ছিল না। রোম ও কার্থেজ-এর প্রভাব প্রতিপত্তি নাশ করিয়া গ্রীক প্রভুত্ব পুনঃ স্থাপন করাই ছিল Pyrrhus-এর প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য চিত্তাকর্ষক ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিতে হইলে যে পরিমাণ সংগঠনশক্তি ও আয়োজনের প্রয়োজন ছিল Pyrrhus তাহার কোন

(১) Latin জাতির মিত্রতা

(২) রোমান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

(৩) রোমের শত্রুগণের দুর্ব্বলতা

ব্যবস্থাই করেন নাই। তাহার নীতি ও উদ্দেশ্য সমালোচনা প্রসঙ্গে এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, **"It was the dream of a mad adventurer, and not the reasoned project of a statesman."**

Studies & Questions

1. Who were Samnites ? Or, Write notes on the Samnite Wars. (C. U. 1934)
2. Narrate the story of the struggle of Rome with the Samnites. How would you account for the ultimate victory of Rome ? (C. U. 1944)
3. What do you know of the intervention of Pyrrhus in the affairs of the Italian Greeks ? Why did he ultimately fail ? (C. U. 1947)
4. Give in outline, the story of the expansion of Rome in Central Italy. (C. U. 1947)
5. Indicate the main steps by which the supremacy of Rome was established in Italy. (C. U. 1917, 1919, 1929, 1933, 1951)
6. How do you account for success of Rome in Italy ?
7. Show how Rome became the mistress of Italy.

চতুর্থ অধ্যায়

রোমের শাসনতন্ত্র (খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতক)

(Constitution of Rome in the 3rd Century B. C.)

রোমের শাসনতন্ত্র—প্রজাতন্ত্রশাসিত রোমের শাসনপদ্ধতি আলোচনা কালে গ্রীক ঐতিহাসিক Polybius উহাকে 'মিশ্র শাসনতন্ত্র' বা mixed constitution বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রোমে রাজকীয় শাসনের অবসান হইয়া থাকিলেও পূর্ব্বে রাজারা যে সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহা এক্ষণে Consul, Praetor প্রমুখ উচ্চপদস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের হস্তে ন্যস্ত

হইয়াছিল। অবশ্য রাজাদের ন্যায় ইহারা পুরুষানুক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতেন না। তথাপি রাজতন্ত্রশাসন যুগে রাষ্ট্রের কর্ণধাররূপে রাজা যে সকল ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করিতেন, ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এক্ষণে প্রায় সেই সমুদয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। নীতির দিক হইতে বিচার করিলে রোমের শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র বা Republic বলা যাইতে পারে। কারণ যে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহারা উত্তরাধিকার-সূত্রে ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিতেন না। তাহারা জনসাধারণের নির্ব্বাচিত কর্ম্মচারী ছিলেন মাত্র। শাসনতন্ত্রে Senate অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। যাহারা এককালে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে শাসনকার্য্যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতেই Senate-এর সভ্য নিয়োগ করা হইত। নীতির দিক হইতে রোমান শাসনতন্ত্র—গণতন্ত্র সম্মত হইয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ উহা অভিজাততন্ত্র বা Aristocracy ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট বা Senate-এর সভ্য কেহই বেতনভূক ছিলেন না। সুতরাং ধনিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ভিন্ন সাধারণশ্রেণীর লোকের পক্ষে উক্তপদ গ্রহণ বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। জনসাধারণের একাধিক নিজস্ব পরিষদ ছিল; কিন্তু Senate-এর তুলনায় তাহাদের কার্য্যক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর ছিল। এই কারণে রোমের রাষ্ট্রীয় জীবনে ধনিক অভিজাত সম্প্রদায়ই একচ্ছত্রভাবে সকল ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকারী ছিল। তৃতীয় শতকে প্রচলিত রোমান শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল।

রোমের শাসনতন্ত্র ; নীতিতে— গণতন্ত্র কার্য্যতঃ ধনতন্ত্র

মিশ্র শাসনতন্ত্র

শাসনতন্ত্রের আঙ্গিক (Form of Constitution) :—রোমের শাসনতন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত ছিল, যথা সেনেট, জনপরিষদ ও ম্যাজিষ্ট্রেট-মণ্ডলী—

(১) Senate :—রাজতন্ত্র শাসন যুগে রাজার পরামর্শসভারূপে Senate-র উৎপত্তি হইয়াছিল। কালক্রমে Senate-এর প্রভাব প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহা রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। Senate-এর অধিকারসমূহকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। (ক) **আইন সম্পর্কিত অধিকার** (Legislative powers)—জনপরিষদসমূহই আইন প্রণয়নের প্রকৃত অধিকারী ছিল; কিন্তু কয়েকটি

নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে, **Senate** আদেশ (**Senatus Consultum**) জারী করিতে পারিত এবং এই সকল আদেশ আইনের ন্যায় বাধ্যতামূলক ছিল। (খ) **বিচার সম্পর্কিত অধিকার** (Judicial powers)—সাধারণতঃ Senate বিচার করিতে পারিত না, কিন্তু জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে Senate—Consul ও অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে বিশেষ আদালত (Quaestio extraordinaria) নিয়োগের নির্দ্দেশ দিতে পারিত। এই সকল বিশেষ আদালতে Senate-এর সভ্য গণের মধ্য হইতেই বিচারক নিযুক্ত করা হইত। এই আদালতের সাহায্যে Senate বিচার বিভাগের উপর পরোক্ষভাবে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। (গ) **শাসন বিষয়ক অধিকার** (Administrative powers)—শাসন সম্পর্কিত বিষয় পরিচালনায় Senate-এর ক্ষমতা সর্ব্বাধিক ছিল। আর্থিক বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সম্পূর্ণভাবে Senate-এর কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিলেন। Senate প্রতি বৎসর তাহাদের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করিত তাহা দ্বারাই Magistrateগণকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিতে হইত। বৎসরের শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে Senate-এর নিকট হিসাবপত্র দাখিল করিতে হইত। রোমের অধীনস্থ প্রদেশসমূহের শাসন কি নীতিতে পরিচালিত হইবে তাহাও নির্দ্ধারণ করার ভার ছিল Senate-এর উপর। কে কয় বৎসরের জন্য কোন্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন তাহাও Senate-ই স্থির করিত। পররাষ্ট্র পরিচালনায়ও Senate-এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল। Senate-এরই বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিসমূহের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার অধিকার ছিল; যুদ্ধঘোষণা অথবা শান্তি স্থাপন জনপরিষদের অনুমতিক্রমে Senate-এর উপর স্থির করার ভার ছিল।

Senate-এর ক্ষমতা ও অধিকারাবলী

(২) **জনপরিষদসমূহ** (Popular Assemblies)—রোমান শাসনতন্ত্রে অভিজাতশ্রেণী লইয়া গঠিত Senate সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও শাসনকার্য্য পরিচালনায় জনসাধারণের কোনই অধিকার ছিল না, ইহা বলা যায় না। প্রাচীনতম জনপরিষদ অর্থাৎ **Comitia Curiata** র অধিকার বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই; Patrician ও Plebeian উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত **Comitia Centuriata** নামক জনপরিষদ ক্রমশঃ অধিকার লাভ করিয়া রাষ্ট্রের প্রধান গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। আইন প্রণয়ন এবং

Comitia Curiata

ম্যাজিষ্ট্রেট নিযোগ ব্যাপারে ইহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল।

Comitia Centuriata

অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে অথবা কোন ব্যক্তি নাগরিকত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে এই পরিষদে আপীল করিতে পারিত। অনেক সময় **Comitia Tributa**-তে আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইত। ইহার কার্য্যক্রম

Comitia Tributa

Comitia Centuriata-র কার্য্যপ্রণালী হইতে অনেক সরল ও সহজ ছিল। এই কারণে আইন সম্পর্কিত প্রস্তাব এই পরিষদেই অধিক আলোচিত হইত। এই পরিষদের সভ্যগণ নানা উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেন। ইহারা Centuriae-তে বিভক্ত ছিলেন না। উপজাতির ভিত্তিতে যে বিভাগ হইয়াছিল সেই বিভাগ অনুসারে ইহারা ভোট দিতেন। এই তিনটি পরিষদ ভিন্ন **Concilium Plebis Tributum** নামে

Concilium Plebis Tributum

অপর একটি জনপরিষদও ছিল। ইহার প্রতিনিধিগণ কেবলমাত্র Plebeian সম্প্রদায় হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। ইহারা Plebeian ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিবার একক অধিকারী ছিলেন। এই পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব (Plebiscita) সমগ্র জনসাধারণের উপর প্রযোজ্য ছিল।

(৩) **ম্যাজিষ্ট্রেট মণ্ডলী**—প্রজাতন্ত্রশাসিত যুগে রোমে যে সকল ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তাহাদিগকে (ক) Curule ও (খ) Non-Curule এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। Curule ম্যাজিষ্ট্রেটগণ **Sella Curulis** নামে পরিচিত Senate-এর কারুকার্য্যবিশিষ্ট আসনে বসিবার অধিকারী ছিলেন। Consul, Preator, Censor প্রমুখ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। Non-Curule শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটগণ পদমর্য্যাদায় ইহাদের তুল্য ছিলেন না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর তুলনায় ইহাদের অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। Aedile, Quaestor প্রমুখ কর্ম্মচারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(ক) Curule ম্যাজিষ্ট্রেট—

(১) **Consul**—প্রতিবৎসর রোমের জনসাধারণ কর্তৃক দুইজন Consul নির্ব্বাচিত হইতেন। রোম-রাষ্ট্রে ইহারাই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তাহারা Senate এবং জনপরিষদসমূহের অধিবেশন আহ্বান করিতেন এবং সভাপতিরূপে এই সকল সভার যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেন। যুদ্ধের সময় সৈন্য সংগ্রহ ও পরিচালনার সর্ব্ববিধ দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পণ করা হইত।

(২) **Praetor—Praetor** ছিলেন রোমের বিচার বিভাগের সর্ব্বময়

কর্ত্তা। প্রথমে **Praetor Urbanus** নামে পরিচিত একজন Praetor নির্ব্বাচন করা হইত। পরে বিচার বিভাগীয় কার্য্যের প্রসার হওয়ায় **Praetor Perigranus** নামে অপর একজন Praetor নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি রোমান নাগরিকদের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করিতেন, শেষোক্ত ব্যক্তি বিদেশীয়দের সহিত রোমান নাগরিকদের কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মিমাংসা করিতেন। কোন কোন অবস্থায় Praetor-গণ Senate-এর অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিতেন। রোমের অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে Praetor-গণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগের উপর প্রাদেশিক শাসনের দায়িত্বভারও অর্পণ করা হইয়াছিল। কালক্রমে Praetor-এর সংখ্যা হইল আট।

ক্ষমতা ও অধিকারাবলী

(৩) **Censor**—রোমের শাসনতন্ত্রে জনসাধারণকর্ত্তৃক প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর দুইজন Censor নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। ইহারা প্রত্যেক নাগরিকের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির পরিমাণ স্থির করিয়া উহার ভিত্তিতে তাহাদের দেয় করের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতেন। Senate-এর সভ্য মনোনয়নের দায়িত্বও ইহাদের উপর অর্পিত ছিল। প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার অধিকারও ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের জমি (ager publicus) যথাযথ তত্ত্বাবধান করাও ইহাদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা ইহাদের অপর একটি দায়িত্ব ছিল। অনেক সময় রাষ্ট্রকর্ত্তৃক নির্ম্মিত রাজপথ ও গৃহাদির তত্ত্বাবধানের ভারও ইহাদের উপর অর্পণ করা হইত।

(খ) Non-Curule ম্যাজিষ্ট্রেট—

(১) **Tribune**—Patrician-Plebeian সংগ্রামকালে Tribune নামধারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদের উৎপত্তি হইয়াছিল। Plebeian সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ স্বার্থরক্ষাকল্পে এই পদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। Patrician ও Plebeian-গণের সংগ্রামের অবসান হইলেও এই পদের গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। Tribune গণের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর উপর অর্পিত ছিল। জনস্বার্থ রক্ষা করার অজুহাতে Tribune-গণ Veto প্রয়োগ করিয়া অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আপত্তিকর কার্য্যাবলী অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিতেন। জনপরিষদে সাধারণতঃ যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হইত তাহা Tribune-এর মারফৎ উত্থাপন করা হইত।

Tribune পদের উৎপত্তি

(২) **Quaestor—Quaestor** নামে অভিহিত ম্যাজিষ্ট্রেটগণের উপর কোষাগার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তাহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া Senate-এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী উহা বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বিলি বণ্টন করিয়া দিতেন। প্রথমতঃ, Patrician ভিন্ন অপর কেহ এই পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। পরে Plebeianগণকেও এই পদ লাভের যোগ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

(৩) **Aediles**—ইহারা কোন কোন মামলা মোকদ্দমার বিচার করিতেন, রাষ্ট্রের সম্পত্তি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করিতেন এবং প্রজাসাধারণের ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করিতেন।

(৪) **Dictator**—প্রজাতন্ত্র শাসিত যুগে রোমে Dictator নামে এক অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল। কেবলমাত্র জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে এইপ্রকার ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হইত। সাধারণতঃ ছয়মাসের অধিককালের জন্য ইহাকে নিয়োগ করা হইত না। ইহার নিয়োগকালে অন্যান্য সকল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা হরণ করিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব ইহার হস্তে অর্পণ করা হইত। রোমরাষ্ট্রের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে Dictator নিয়োগের প্রথা লোপ পাইতে থাকে।

সেনেটের প্রাধান্যের কারণ নির্দ্দেশঃ—প্রজাতন্ত্র শাসিত যুগে রোমের শাসনতন্ত্রে Senate সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বস্তুতঃ, এই যুগকে Senate-শাসন যুগ বলা যাইতে পারে। Senate-এর এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। **প্রথমতঃ**, বহুদর্শী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে Senate-এর সভ্য মনোনয়ন করা হইত। যাহারা এককালে ম্যজিষ্ট্রেটরূপে শাসন কার্য্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল, সাধারণতঃ তাহাদের মধ্য হইতে Senate-এর সদস্য গ্রহণ করা হইত। পূর্ব্বে Patrician ভিন্ন অপর কেহ Senate-এর সভ্য পদ লাভ করিতে পারিত না। কালক্রমে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং যোগ্য Plebeian প্রার্থীর পক্ষেও Senate এর সভ্য নির্ব্বাচিত হওয়ার কোন বাধানিষেধ ছিল না। সর্ব্বশ্রেণীর নাগরিক হইতে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনোনীত সভ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান সহজেই রাষ্ট্রশাসন পরিচালনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। **দ্বিতীয়তঃ**, ম্যাজিষ্ট্রেটগণের তুলনায় Senate-এর সভ্যগণের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সংখ্যায় বহু ছিলেন এবং প্রায়শঃই তাহারা

Senate বনাম ম্যাজিষ্ট্রেট

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতেন। **Senate**-এর সভ্যগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীবিরোধ ছিল না; ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে তাহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইতেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মাত্র একবৎসর কালের জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতেন। কিন্তু একবার **Senate**-এর সভ্য মনোনীত হইলে তিনি আজীবন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। ইহা ব্যতীত সাধারণতঃ যাহারা এককালে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতে **Senate**-এর সভ্য মনোনয়ন করা হইত। এই কারণে **Senate**-এর সভ্য ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে সাধারণতঃ কোনও শ্রেণীবিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতা **Senate**-এর প্রাধান্য লাভের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

Senate বনাম গণপরিষদ

তৃতীয়তঃ, জনপরিষদসমূহ যেরূপ ভাবে গঠিত ছিল এবং যে ভাবে তাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের পক্ষেও **Senate**-এর উত্তরোত্তর ক্ষমতাবৃদ্ধির পথে কোন বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। ঐ পরিষদ-সমূহ আয়তনে বৃহৎ ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আহ্বান না করা পর্য্যন্ত উহাদের কোন অধিবেশন হইতে পারিত না। অধিকন্তু পরিষদে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইত তৎসম্পর্কে সদস্যগণের কোন আলোচনা চালাইবার অধিকার ছিল না। তাহারা বিনা আলোচনায় তাহাদের মত প্রকাশ করিতে পারিতেন মাত্র। এই কারণে জনপরিষদসমূহের পক্ষে শাসন কার্য্য পরিচালনায় তেমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। **Senate**-এর প্রাধান্য স্থাপনের পথে তাহারা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। **চতুর্থতঃ**, **Senate**-এর সভ্যগণ কেবল অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী ব্যক্তিই ছিলেন না। রক্ষণশীলতা তাহাদের চরিত্রে অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তির দরুণ তাহারা হটকারিতা সহযোগে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এইরূপ সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং **Senate**-এর শাসনগুণে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার তেমন আশঙ্কা ছিল না। এই কারণেই **Senate**-এর হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া রোমের জনসাধারণ পরম নিশ্চিন্ত ছিল।

Studies & Questions

1. Give a brief account of the popular assemblies of Rome in the Rebuplican period. (C. U. 1927)

2. Describe the constitution and powers of the Roman Senate under the Republic. (C. U. 1915, 1953)

3. Indicate the functions of the following Magistrates: (a) The Praetor, (b) The Consul, (d) The Tribune, and (d) The Dictator. (C. U. 1915, 1919, 1927, 1934)

4. Give a sketch of the Roman constitution during the period of Senatorial ascendancy. (C. U. 1942)

5. Write a sketch of the constitution of Rome as it stood on the eve of the First Punic War. (C. U. 1944, 1948)

6. Discuss the causes and the consequences of the First Punic War. (C. U. 1949)

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমধ্যসাগরে Rome-এর অধিকার বিস্তার (প্রথম পর্ব্ব)

রোম-কার্থেজ সঙ্ঘর্ষ

(War between Rome and Carthage)

Carthage-এর উৎপত্তি

Carthage-এর সাম্রাজ্য—খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতকের প্রথম ভাগে Tyre নগরের ফিনিসিয় (Phoenician) অধিবাসিগণ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর উপকূলে কার্থেজ নগরী স্থাপন করে। বাণিজ্য-কেন্দ্র-রূপেই এই নগরীর উৎপত্তি হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র Phoenicia অঞ্চলে পারসিক প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে কার্থেজে যে সকল ফিনিসিয় ঔপনিবেশিক বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহারা মাতৃভূমির সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কালক্রমে কার্থেজ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং উহার আধিপত্য Libya ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহে বিস্তার লাভ করে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে Carthage সাম্রাজ্য আফ্রিকার উত্তর উপকূল ব্যতীত Spain-এর দক্ষিণ ও পূর্ব্বভাগে এবং Sardinia, Corsica ও

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার

Sicily দ্বীপের কতক অংশে বিস্তার লাভ করে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমভাগে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত ছিল কালক্রমে উহারাও Carthage-এর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এইভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার তিন শতাব্দীকাল

মধ্যে Carthage সমসাময়িক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

Carthage-এর শাসন প্রণালী—Carthage-এর শাসন প্রণালী—নামে প্রজাতন্ত্র হইলেও কার্য্যতঃ উহাতে মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্যই চলিত। Carthage-এর স্বাধীন নাগরিকগণের প্রতিনিধি লইয়া একটি গণপরিষদ বা Assembly ছিল। এই পরিষদ প্রতি বৎসর **Suffetes** নামে পরিচিত সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তুইজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করিত। Suffetes-গণের ক্ষমতা Rome-এর Consul-গণের ক্ষমতার অনুরূপ ছিল। জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলেও ধনিক, অভিজাতশ্রেণীর প্রতিনিধি ভিন্ন অপর কেহ এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। শাসনকার্য্যে Suffete-গণকে সাহায্য করার নিমিত্ত একটি Senate ছিল। Senate-এর সভ্যগণ ধনিক সম্প্রদায় হইতেই নির্ব্বাচিত হইতেন। Suffete ও Senate-এর মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর হইলে ইহার মীমাংসার ভার জনপরিষদের উপর অর্পণ করা হইত। কিন্তু সাধারণতঃ Senate ও Suffete-গণের সহযোগিতাক্রমেই শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত। Senate ভিন্ন অপর একটি সমিতিরও অস্তিত্ব ছিল। এই সমিতি (Council) যথাক্রমে ১০৪ জন সদস্য ও ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত তুইটি উপসমিতিতে বিভক্ত ছিল। প্রথমোক্ত উপসমিতি বিচারকার্য্য এবং দ্বিতীয় উপসমিতি পররাষ্ট্র নীতিসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিত। এই সমিতির সদস্যগণও অভিজাত শ্রেণীর মধ্য হইতেই মনোনীত হইতেন। সুতরাং কার্থেজের শাসনযন্ত্র ধনিকসম্প্রদায়ের করতলগত ছিল। এই ধনিকসম্প্রদায় প্রধানতঃ ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ইহারা শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। মধ্যযুগের Venetian অভিজাততন্ত্রের সহিত কার্থেজের শাসনপদ্ধতির তুলনা করা যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই মুষ্টিমেয় ধনসর্ব্বস্ব ব্যক্তির হস্তে শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

Suffetes

Assembly ও Senate

Council

রোম ও কার্থেজের শক্তি সামর্থ্যের তুলনামূলক বিচার (A comparative study of the resources of Rome and Carthage) :—প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক Mommsen খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের Rome ও Carthage-এর শক্তি-সামর্থ্যের তুলনামূলক বিচার করিয়া এইরূপ অভিমত

প্রকাশ করিয়াছেন যে, উভয় রাষ্ট্রই সমশক্তিসম্পন্ন ছিল এবং প্রত্যেক পক্ষই কোন কোন বিষয়ে প্রতিপক্ষ অপেক্ষা শক্তিশালী এবং কোন কোন বিষয়ে উহা অপেক্ষা দুর্ব্বল ছিল। Mommsen-এর এই অভিমত বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ সকলেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নিম্নের আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীত হইবে যে, রোমানগণ কার্থেজের অধিবাসিগণ অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে হীনবল হইলেও অপরাপর বিষয়ে অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আবার কার্থেজবাসিগণ কোন কোন বিষয়ে রোমানগণের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী হইয়াও একাধিক বিষয়ে শত্রুপক্ষের তুলনায় হীনবল ছিল। উভয় পক্ষের শক্তিসামর্থ্যের তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, রোম ও কার্থেজ উভয়েই সমশক্তিসম্পন্ন ছিল। এই কারণে ইহাদের বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না।

Rome ও Carthage সমক্ষমতাসম্পন্ন

প্রথমতঃ, Rome-এর তুলনায় Carthage-এর ধনসম্পদের পরিমাণ বহুগুণে অধিক ছিল। তৎকালীন যুগের জাতিসমূহের মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যে কার্থেজের অধিবাসিগণ সর্ব্বাধিক নিপুণ ছিল। ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে সামুদ্রিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকার ফলে তাহাদের প্রভূত অর্থাগম হইত। রোমানগণ ব্যবসায় বাণিজ্যে তত পটু ছিল না। তাহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবি ছিল। এই কারণে প্রতিপক্ষের তুলনায় অর্থসম্পদের দিক হইতে তাহারা হীনবল ছিল। কিন্তু রোমানগণের আয়ের পরিমাণ যেমন স্বল্প ছিল তাহাদের ব্যয়ের পরিমাণও তেমন সীমাবদ্ধ ছিল। রোমের সৈন্যবাহিনী রোমের নাগরিকগণ লইয়া গঠিত হইত। স্বদেশ রক্ষার পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপনের মনোভাব লইয়া তাহারা সৈন্যদলে যোগদান করিত। দেশ সেবার বিনিময়ে তাহারা অর্থলোভের প্রত্যাশী ছিল না। এই কারণে রোমের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বেতনভুক্ সৈন্যের সংখ্যা সামান্য ছিল। Carthage-এর সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে এবং কিছুকাল পর পর্য্যন্তও রোমের কোন শক্তিশালী নৌবহর ছিল না। বেতনভুক্ সৈন্যের সংখ্যা অল্প থাকায় এবং নৌবহর না থাকায় রোমান-গণের পক্ষে যুদ্ধের ব্যয় বাবদ অধিক অর্থ খরচ করিতে হইত না। পক্ষান্তরে, Carthage-এর সৈন্যবাহিনী ভাড়াটিয়া সৈন্য লইয়া গঠিত ছিল এবং তাহাদের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যাও বিপুল ছিল। ইহাদের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত Carthage-এর শাসনকর্ত্তৃপক্ষকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইত। সুতরাং

Rome ও Carthage-এর ধনসম্পদের তুলনা-মূলক বিচার

আয়ের অনুপাতে তাহাদের ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক ছিল। Rome-এর তুলনায় Carthage-এর অর্থসম্পদ্ অধিক হইলেও ব্যয়বাহুল্যহেতু বৎসরান্তে উহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে, রোমানগণের আয়ের পরিমাণ স্বল্প হইলেও ব্যয়সংক্ষেপহেতু তাহাদিগকে বিশেষ অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করিতে হইত না।

দ্বিতীয়তঃ, Carthage-এর সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। Africa-র বাহিরে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে Carthage-এর প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু Carthage-এর শাসনপ্রণালী কোথাও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। সর্ব্বত্রই Carthage-এর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ অনুভূত হইত। Sicily-র গ্রীকগণ, আফ্রিকার Numidian-গণ এবং Carthage নগরের দাস সম্প্রদায় (Slave-population) সকলেই অন্তরে অন্তরে Carthage-এর শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। এই কারণে Carthage-এর শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষে—জনসাধারণ এবং মিত্রপক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের নিকট হইতে অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব হয় নাই। রোমের সাম্রাজ্য Carthage-এর সাম্রাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত ছিল না বটে, কিন্তু রোমান শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যের সকল অংশ এবং সর্ব্বশ্রেণীর প্রজার নিকট হইতে আন্তরিক সহযোগিতা পাইতেন। রোম বিভিন্ন মিত্ররাষ্ট্রের সহিত মিত্রজনোচিত উদার ব্যবহার করিত। এইজন্য তাহারাও আপদে বিপদে রোমকে যথাসম্ভব সাহায্যদানে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত। কার্থেজের ন্যায় রোমকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা অশান্তির সম্মুখীন হইতে হয় নাই।

রোম ও কার্থেজের সাম্রাজ্য—শাসননীতির তুলনামূলক বিচার

তৃতীয়তঃ, Carthage-এ জাতীয় সংহতির নিতান্ত অভাব ছিল। মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের হস্তে রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনভার ন্যস্ত ছিল। শাসক-শ্রেণী শ্রেণীগত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই। তাহাদের সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক শাসন নীতির ফলে তাহারা শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে অনতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় শ্রেণীনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন তাহারা লাভ করিতে পারে নাই, করিবার চেষ্টাও করে নাই। পক্ষান্তরে, Hamilcar ও Hannibal-এর ন্যায় সুদক্ষ রণনায়কগণ যখন রোমের সহিত যুদ্ধকে জনযুদ্ধে পরিণত করার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতে-

ছিলেন, তখন Carthage-এর স্বার্থান্ধ শাসকগোষ্ঠি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ভয়ে তাহাদের সাফল্যলাভের পথে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিল। এই কারণে Carthage-এর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত হইতে পারে নাই। পরন্তু রোমের প্রজা ও রাজশক্তির মধ্যে কোন দুরতিক্রম্য ব্যবধান ছিল না। প্রথম হইতেই Rome-এর জনসাধারণ এই যুদ্ধকে নিজেদের যুদ্ধ মনে করিয়া অকুণ্ঠভাবে ইহার সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছিল। Senate-এর নেতৃত্বে জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা ছিল এবং সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া Senate-পরিচালিত যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সার্থক করিতে তাহারা কোন ত্রুটি করে নাই।

Carthage-এর শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনা নীতির দুর্ব্বলতা

চতুর্থতঃ, Carthage-এর সৈন্যবাহিনী রোমের সৈন্যবল অপেক্ষা সংখ্যায় গরিষ্ঠ হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে ইহারা আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। অবশ্য Carthage-এর অশ্বারোহী সৈন্যের রণনৈপুণ্য রোমানগণের তুলনায় অধিক ছিল। বস্তুতঃ Carthage-এর অধিকাংশ সৈন্যই বেতনভুক্ ভাড়াটিয়া সৈন্যমাত্র ছিল। সংখ্যালঘিষ্ঠ রোমান সৈন্যবাহিনীর ন্যায় জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা যুদ্ধে যোগদান করে নাই। এই কারণে সামান্য বিপর্য্যয়েই তাহারা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িত। কিন্তু রোমানবাহিনীর ভাগ্যবিপর্য্যয় সত্ত্বেও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অটুট মনোবল লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইয়াছিল। অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় ও অনমনীয় মনোভাব-হেতুই সংখ্যালঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও শেষপর্য্যন্ত রোমানবাহিনী জয়লাভ করিয়াছিল।

রোমান চরিত্রের দৃঢ়তা ও অনমনীয় মনোভাব

পঞ্চমতঃ, Carthage-এর নৌশক্তি রোমের নৌবহর অপেক্ষা আপাত-দৃষ্টিতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল বলিয়া মনে হয়। Punic-যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কালে Rome-এর নৌবহর ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু Carthage-এর নৌশক্তি আপাতদৃষ্টিতে যত প্রবল ছিল মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে তত ছিল না। গত দুই শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সামুদ্রিক জগতে Carthage অপ্রতিহত আধিপত্য ভোগ করিবার ফলে Carthage নৌশক্তি গঠনে ক্রমশঃ সংস্কার বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। গতানুগতিক পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালনা ভিন্ন সময়ের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী নূতন রণকৌশল আয়ত্ত করার কোন প্রয়োজনীয়তাই Carthage উপলব্ধি করে নাই; এই কারণে যখন নববলে বলীয়ান রোমান রণবহর কার্থেজের

Carthage ও Rome-এর নৌশক্তির তুলনা-মূলক বিচার

নৌশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইল তখন Carthage-এর পক্ষে তাহার পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। প্রথম Punic যুদ্ধের শেষভাগে একাধিক নৌযুদ্ধে Carthage-এর চূড়ান্ত পরাজয় হইতে কার্থেজীয় রণবহরের কি পরিমাণ শক্তিহ্রাস হইয়াছিল তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

কার্থেজীয় নৌবহরের দুর্ব্বলতা

এই আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, Carthage-এর শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছিল। দুই শতাব্দীর অধিককাল একাদিক্রমে অপ্রতিহত প্রাধান্য ভোগ করার পর মহাকালের অলজ্ঘ্য বিধানে Carthage জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিল। তাহার প্রতিপক্ষ Rome তখন নবযৌবনে প্রদীপ্ত, তাহার জয়যাত্রার পথ সম্মুখে প্রসারিত। Rome-এর নব জাগ্রত শক্তির সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া বার্দ্ধক্যজীর্ণ কার্থেজের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত ছিল। তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, Carthage-এর শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। প্রথমতঃ, সমসাময়িক যুগে Carthage সর্ব্বাধিক সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য নগর ছিল। ইহার অধিবাসিগণের পক্ষে আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জয়ী হওয়া কষ্টকর ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধনীতিতে কার্থেজিয়ানগণ অপর কোন জাতি অপেক্ষা হীন ছিল, ইহা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, Carthage—Hamilcar Barca ও Hannibal-এর ন্যায় সুদক্ষ নায়কের নেতৃত্ব লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিল। ইহাদের তুল্য সামরিক খ্যাতি সম্পন্ন নেতা রোমানগণের মধ্যে কেহ ছিল না। তৃতীয়তঃ, Rome-এর মিত্ররাষ্ট্রসমূহের সহিত সদ্ভাব থাকিলেও Gaul ও Samnite-গণ Rome-এর সহিত তাহাদের পূর্ব্বেকার শত্রুতা বিস্মৃত হইতে পারে নাই।

Carthage-এর সুযোগসুবিধা

Hannibal ইটালী অভিযানকালে এই দুইটি উপজাতির নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম পরিচালনায় Carthage-এর স্বাভাবিক কৃতিত্ব, Carthage নগরীর ভৌগোলিক ও সামরিক অবস্থান, Hamilcar ও Hannibal-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং ইটালীস্থ রোমের শত্রুপক্ষ-গণের নিকট সাহায্য লাভের প্রত্যাশা—এই কয়টি বিষয়ে Carthage যে সুবিধা লাভ করিয়াছিল প্রধানতঃ ইহাদের সাহায্যেই Carthage-এর পক্ষে Rome-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী লোকক্ষয়কারী সংগ্রামে লিপ্ত থাকা সম্ভব হইয়াছিল।

সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার কারণ

রোম-কার্থেজ যুদ্ধ—ইহার বৈশিষ্ট্য—Sicily-এর আধিপত্য লইয়া

রোম ও কার্থেজ-এর মধ্যে যে সজ্ঘর্ষের উৎপত্তি হয়, কালক্রমে তাহা এক বিরাট লোকক্ষয়কারী মহাযুদ্ধে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের ইতিহাসে এইরূপ বিরাট যুদ্ধের দৃষ্টান্ত কদাচিৎ পাওয়া যায়। প্রাচ্য ভূখণ্ডের সমৃদ্ধতম নগরী ছিল কার্থেজ, আর পাশ্চাত্য জগতের নবজাগ্রত শক্তির আধার ছিল রোম। বহু বৎসর ধরিয়া ইহাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছিল। এক শতাব্দীরও অধিককাল এই সংগ্রাম স্থায়ী হইয়াছিল; একাধিকবার যুদ্ধ-রত উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এই শান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; শান্তিভঙ্গের পর প্রচণ্ডতর শক্তিতে উভয় পক্ষ পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। একপক্ষে সামুদ্রিক অঞ্চলে আধিপত্য রক্ষার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অপর পক্ষে সাম্রাজ্য বিস্তারের অত্যুগ্র বাসনা। কোন পক্ষই অপরের তুলনায় শক্তিহীন ছিল না। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এই যুদ্ধ চলিয়াছিল। **Rome** ও **Carthage**-এর এই যুদ্ধ কেবল পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্যের যুদ্ধই ছিল না, উহাকে **Aryan** বনাম **Semitic** যুদ্ধও বলা যাইতে পারে, কারণ **Rome** ও **Carthage** পরস্পর বিরোধী দুইটি স্বতন্ত্র সভ্যতার প্রতীক ছিল।

রোম কার্থেজ যুদ্ধ — প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য, Semitic বনাম Aryan

রোমের শাসনকর্তৃপক্ষ এই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সমগ্র জাতির অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের গতির উপর রোমের প্রাধান্য, এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করিত। এই কারণে রোমান জাতি যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। **Carthage**-এর শাসনভার মুষ্টিমেয় স্বার্থান্ধ ধনিক সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত ছিল। জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইহাদের কোন সহানুভূতিই ছিল না। এই কারণে তাহারা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনমতের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম **Punic** যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থহানি হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুনরায় নূতন উদ্যমে **Rome**-এর সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়ার মত চরিত্রের দৃঢ়তা তাহাদের ছিল না। যখন **Hamilcar Barca** নিজ দায়িত্বে **Rome**-এর বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন তখন **Carthage**-এর শাসকগোষ্ঠি তাহাকে যথোচিত সাহায্যদানে অগ্রসর হয় নাই। এই অবস্থায় **Hamilcar Spain**-এ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া তথা হইতে যুদ্ধ চালনার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এবং তাহার মৃত্যুর পর **Hasdrubal** যখন **Carthage**-এর সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তখনও ইহারা কেহই কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আশানুরূপ সাহায্য লাভ করে নাই।

যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি

অবশেষে বীরশ্রেষ্ঠ Hannibal যখন Carthage-এর সর্ব্বাধিনায়করূপে রোমের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, তখনও Carthage-এর শাসকগোষ্ঠি তাহাকে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্যদানে অগ্রসর হয় নাই। ইহাদের নিকট হইতে আবশ্যকীয় সাহায্য লাভ করিলে হয়ত Hannibal-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত না। একদিকে রোমের সমগ্র জাতির সমর্থন পুষ্ট যুদ্ধপ্রচেষ্টা, অন্যদিকে Hamilcar, Hannibal-এর একক চেষ্টা, ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে Hannibal-এর ন্যায় অসামান্য সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন বীরপুরুষকেও শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল। এই কারণে রোম ও কার্থেজ-এর এই মহাসমরকে রোম বনাম কার্থেজ-এর যুদ্ধ না বলিয়া রোমের সহিত Barca পরিবারের যুদ্ধ বলা অধিকতর সঙ্গত। দ্বিতীয় Punic যুদ্ধকে Prof. Wells 'War of the Barcine family against Rome' রূপে বর্ণনা করিয়া ইহার স্বরূপ যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

যুদ্ধে Carthage-এর পরাজয়ের কারণ

প্রথম Punic যুদ্ধের পূর্ব্বে Sicily-র অবস্থা—ইটালীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত Sicily দ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলে অতি প্রাচীন কালে গ্রীকজাতি বহু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এই সকল উপনিবেশের মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল **Syracuse**। গ্রীক ভিন্ন অপরাপর কয়েকটি জাতিও Sicily-তে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। তন্মধ্যে **কার্থেজেনিয়ানগণই** ছিল সর্ব্বপ্রধান। তাহারা Sicily-র পশ্চিমাঞ্চলে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। কালক্রমে Sicily-র আধিপত্য লইয়া Syracuse ও Carthage-এর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। দুর্ভাগ্যের বিষয় Syracuse ও Carthage-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকল গ্রীক উপনিবেশ একযোগে Syracuse-এর পক্ষে যোগদান করে নাই। গ্রীক ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে একতার অভাব ছিল। Syracuse-এর প্রতি তাহাদের সকলের সমান আস্থা ছিল না। অনেকেই মনে প্রাণে Syracuse-এর প্রভাব প্রতিপত্তি ঈর্ষ্যার চক্ষে দেখিত। এই কারণে Carthage-এর পক্ষে Sicily-তে ক্রমশঃ আপন আধিপত্য বিস্তার করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল।

সিসিলির আধিপত্য লইয়া গ্রীক ও Carthaginian গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রথম Punic যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ২৬৪-৪১ অব্দ); **ইহার কারণ** (Causes of the First Punic War) :—Rome ও Carthage-এর মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে Sicily-র আধিপত্য লইয়া যে মহাসমরের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা

প্রথম Punic যুদ্ধ নামে পরিচিত। Tarentine যুদ্ধের অবসানে সমগ্র দক্ষিণ ইটালীতে Rome-এর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পর রোমানগণের পক্ষে Sicily-র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরপেক্ষ বা উদাসীন থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িল। Sicily-তে অপর কোন প্রভাবশালী রাষ্ট্রের আধিপত্য স্থাপিত হইলে, ইটালীতে রোমের প্রাধান্য বিপন্ন হইয়া পড়িবে এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রথম হইতেই Sicily-র আধিপত্য লইয়া গ্রীক ও কার্থেজেনিয়ানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। গ্রীকদলের নেতৃস্থানীয় ছিল Syracuse; দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রীক উপনিবেশ সমূহের মধ্যে একতা ছিল না এবং সকলে একযোগে Syracuse-এর নেতৃত্বে Carthage-এর বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হয় নাই। এই অবস্থায় স্বাভাবিক গতিতে Sicily-তে Carthage-এর প্রাধান্য স্থাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এই সময়ে Rome—Sicily-র রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। Tarentine গণের সহিত Rome-এর যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখনই Sicily-তে Rome ও Carthage-এর মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। Beneventum-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন Epirus-রাজ Pyrrhus স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তিনি এক সারগর্ভ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি Rome ও Carthage-এর জন্য Sicily-তে কি সুন্দর একটি যুদ্ধক্ষেত্র রাখিয়া যাইতেছি।" ("How fair a battle-field I am leaving in Sicily for the Romans and the Carthaginians!") তাহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

(১) পরোক্ষ কারণ

Sicily-তে Messana-র সহিত Syracuse-এর বিরোধ উপলক্ষ্য করিয়া রোম ও Carthage-এর মধ্যে সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। ২৮৯ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে **Mamertines** নামে পরিচিত একদল জলদস্যু Messana অধিকার করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে অবাধ হত্যা ও লুণ্ঠন দ্বারা এক বিভীষিকা সৃষ্টি করিল। তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে Syracuse-এর অধিপতি **Hiero** এই জলদস্যু সম্প্রদায়কে দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। Hiero-র আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া Mamertine-গণের একদল Rome-এর সাহায্য ভিক্ষা করিল, অপর দল Carthage-এর শরণাপন্ন হইল। রোমানগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই Carthage-এর শাসনকর্ত্তৃপক্ষ Syracuse-এর বিরুদ্ধে Mamertine-গণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। Carthage-এর সৈন্যবাহিনী Messana-তে

(২) প্রত্যক্ষ কারণ

পৌঁছিলে রোমানগণ স্বভাবতঃই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের আশঙ্কা হইল Mamertine-গণকে সাহায্যদানের অজুহাতে Carthage—Syracuse ধ্বংস করিয়া সমগ্র Sicily অঞ্চলে আপন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিবে। এই ধারণা অমূলক ছিল না। এই অবস্থায় রোমানগণ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। তাহারা অবিলম্বে Messana-তে এক দল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া তথা হইতে Carthage-এর সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিল। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া Rome ও Carthage-এর মধ্যে সংগ্রামের সূচনা হইল। এই যুদ্ধে Syracuse-অধিপতি Carthage-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর রোমানগণ Mamertine-দের সাহায্য লাভ করিয়াছিল। Messana-র ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উহা Carthage-এর দখলে থাকিলে সমগ্র Sicily দ্বীপে ফিনিসিয় প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, এই আশঙ্কা হইতেই রোম যুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। Messana হস্তচ্যুত হইলে Sicily-তে Carthage-এর প্রাধান্য স্থাপনের পরিকল্পনা সার্থক হওয়ার কোন উপায় থাকিবে না, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া Carthage, Rome-এর সহিত শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। এইভাবে Sicily-র আধিপত্য লইয়া Rome ও Carthage-এর এই বিরোধ প্রাচীন জগতের অন্যতম মহাসংগ্রামে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।/

প্রধান ঘটনাবলী (Main Incidents):—প্রথম Punic যুদ্ধ ২৩ বৎসরকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উভয়পক্ষকেই জয় পরাজয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোমান পক্ষই জয়লাভ করে এবং Sicily-তে রোমের অপ্রতিহত প্রাধান্য স্থাপিত হয়। এই যুদ্ধকে প্রধানতঃ চারিটি পর্য্যায়ে ভাগ করা যাইতে পারে।

প্রথম পর্য্যায় (First Period) (২৬৪-২৬১ খ্রীঃ পূঃ অব্দ): যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই Consul Appius Claudius-এর নেতৃত্বে রোমানবাহিনী Messana হইতে Carthage-এর সৈন্যদলকে বিতাড়িত করে এবং একাধিক যুদ্ধে Syracuse ও Carthage-এর সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করে। এই পরাজয়ে আতঙ্কিত হইয়া Syracuse-এর অধিপতি Rome-এর সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। Syracuse-এর পরাজয়ের পর অপরাপর গ্রীক রাষ্ট্রের অধিবাসিগণও Rome-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া প্রকাশ্যে Carthage-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। গ্রীকগণের নিকট হইতে

রোমানগণের হস্তে Syracuse ও Carthage-এর পরাজয়

সাহায্য লাভ করাতে Rome-এর শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং রোমানগণ প্রচণ্ডতেজে **Agrigentum** আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করে।

দ্বিতীয় পর্য্যায় (Second Period) (২৬১-২৫৩ খ্রীঃ পূঃ) Agrigentum অধিকারের পর রোমানগণ উপলব্ধি করিল যে, নৌশক্তির সাহায্য ভিন্ন তাহাদের পক্ষে Carthage-এর অন্যান্য সামরিক ঘাঁটি দখল করা সম্ভবপর হইবে না। এই কারণে তাহারা নৌবহর গঠনে মনোনিবেশ করে এবং মাত্র এক বৎসরের চেষ্টায় এক শক্তিশালী রণবহর গঠন করে। Liparae-তে Carthage ও Rome-এর মধ্যে প্রথম নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে অবশ্য রোমানগণ জয়লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই Mylae-তে যে জলযুদ্ধ হয় তাহাতে রোমানগণ চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করে। রোমানগণ কেবল Sicily-তে যুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত ছিল না। তাহারা শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে Consul **Regulus**-এর নেতৃত্বাধীনে জলপথে এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করে। পথিমধ্যে রোমানগণ **Ecnomus**-এর জলযুদ্ধে শত্রুবহরকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া নৌশক্তিতে তাহাদের প্রাধান্য প্রমাণিত করে। Regulus আফ্রিকাতে উপস্থিত হইয়া কার্থেজ-এর সৈন্যবাহিনীকে উপর্য্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিলেন যে, কার্থেজেনিয়ানগণ রোমের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হয়। রোম এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে উভয়পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এইবার কার্থেজ প্রচণ্ড শক্তিতে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইল এবং Regulus যুদ্ধে পরাজিত হইয়া Carthage-এ বন্দী হইলেন।

রোম কর্তৃক নৌবহর গঠন

নৌযুদ্ধে রোমের সাফল্য

তৃতীয় পর্য্যায় (Third Period) (২৫৩-২৪৯ খ্রীঃ পূঃ)—Regulus-এর পরাজয়ের পর Sicily পুনরায় যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। রোমানগণ এক বিরাট নৌবহরের সাহায্যে **Panormus**-এর যুদ্ধে শত্রুসৈন্যকে চূড়ান্তভাবে পরাভূত করিয়া যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। এই সাফল্য লাভে উৎসাহিত হইয়া আফ্রিকাতেও তাহারা নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিল। কিন্তু সিসিলিতে রোমানগণ Lilybaeum ও Drepanum-এর কার্থেজেনিয়ান শিবির অবরোধ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারিল না। এই সময়ে Hamilcar Barca কার্থেজের সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সুদক্ষ পরিচালনা গুণেই Drepanum-এর বিরুদ্ধে রোমান অবরোধ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

Hamilcar Barca-র সেনাপতি পদে নিয়োগ

এই অসাফল্যের পর রোমানগণ কিছুকাল নৌযুদ্ধ চালনার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিল।

চতুর্থ পর্য্যায় (**Fourth Period**) (২৪৯-২৪১ খ্রীঃ পূঃ) :—যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে **Hamilcar Barca Mt. Erete** অঞ্চলে শিবির স্থাপিত করিয়া রোমানগণের বিরুদ্ধে কয়েকটি আক্রমণাত্মক অভিযান চালনা করেন। রোমানগণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। স্থলপথে কার্থেজীয়বাহিনীকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া রোমানগণ পুনরায় নৌবহরের সাহায্যে শত্রুদলের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এক বিরাট নৌবহর গঠন করিয়া শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। **Aegates** দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে উভয়পক্ষে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় তাহাতে রোমান পক্ষ জয়লাভ করে। ইহার ফলে **Carthage**-এর সহিত কার্থেজেনিয়ানদের সিসিলিস্থ সামরিক ঘাঁটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। স্বদেশের সহিত যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় কার্থেজেনিয়ানগণ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে এবং অনতিকাল মধ্যে রোমের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হয়। ২৪১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে সন্ধিপত্র রচিত হয় তাহার সর্ত্তানুসারে **Carthage** (ক) **Sicily** পরিত্যাগ করিতে, (খ) বিনাসর্ত্তে রোমান যুদ্ধ-বন্দিদের মুক্তিদান করিতে এবং (গ) ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অনধিক দশবৎসরকালের মধ্যে রোমকে ৩২০০ স্বর্ণমুদ্রা (**talents**) দিতে প্রতিশ্রুত হয়।

Aegates যুদ্ধে কার্থেজের পরাজয় ও সন্ধি স্থাপন

সন্ধির সর্ত্ত

ফলাফল (**Effects**) :—প্রথম **Punic** যুদ্ধে **Carthage**-এর পরাজয়ের ফলে **Sicily**-তে **Carthage**-এর পরিবর্ত্তে **Rome**-এর সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। **Syracuse** ইতি পূর্ব্বেই **Rome**-এর সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং উহার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করা হইল না। **Syracuse** ব্যতীত **Sicily**-র অবশিষ্ট অংশকে রোমের অধীন একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ইটালীর বাহিরে **Sicily**-ই ছিল রোমের অধীন প্রথম প্রদেশ। প্রতি বৎসর রোম হইতে এই প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য একজন **Praetor** নিযুক্ত হইতেন। **Sicily** বিজয় ভূমধ্য-সাগরীয় অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম সোপান। প্রথম **Punic** যুদ্ধ **Rome** ও **Carthage**-এর দীর্ঘ সংগ্রামের প্রথম অধ্যায় মাত্র। সিসিলির ভাগ্য নির্দ্ধারিত হওয়ার পর পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে কে প্রভুত্ব স্থাপন করিবে ইহা

Sicily-তে রোমান আধিপত্য স্থাপন

লইয়া Rome ও Carthage-এর মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে বৃহত্তর সংগ্রামের সূচনা দেখা দেয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে রোমের প্রভুত্ব বিস্তার (Expansion of Rome during the interval between the First and Second Punic Wars) :—প্রথম Punic যুদ্ধের পরেও রোমানগণ শান্তিতে কালাতিপাত করিতে পারে নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে (২৪১-২১৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) রোমানগণকে একাধিক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) **Sardina ও Corsica-য় Rome-এর প্রভুত্ব বিস্তার :**—

Sardinia ও Corsicaয় রোমান আধিপত্য বিস্তার

Carthage-এর সৈন্যবাহিনীতে ভাড়াটিয়া বা বেতনভুক্ সৈন্যের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রথম Punic যুদ্ধের শেষভাগ হইতে তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে বেতনাদি দেওয়া হয় নাই। এই কারণে তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। যুদ্ধশেষে তাহারা তাহাদের প্রাপ্য অর্থ পুরাপুরি দাবী করিলে Carthage-এর শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। তখন তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। কার্থেজের বিদ্রোহের অবসানের পর একই কারণে Sardinia-তে কার্থেজীয় সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহী সৈন্যদল রোমের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। রোমান কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদলকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন না বটে, কিন্তু তাহারা Carthage-এর বিপদের সুযোগ লইয়া সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে Sardinia-তে সৈন্য পাঠাইয়া উহা দখল করিয়া লইলেন। নিরুপায় কার্থেজেনিয়ান গভর্ণমেন্ট Sardinia ও Corsica-তে রোমান প্রভুত্ব মানিয়া লইলেন। অতঃপর রোমানগণ এই দুইটি দ্বীপকে একত্র করিয়া তাহাদের শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত করিল।

(২) **Illyrian যুদ্ধ :**—Adriatic উপসাগরের উপকূলে Illyrian জাতির বাস ছিল। তাহারা জলপথে লুণ্ঠন ও দস্যুতা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

প্রথম Illyrian যুদ্ধ

করিত। অনেক সময় তাহারা ইটালীর উপকূলে আসিয়া উপদ্রব করিত। রোমানগণ ইহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিনিধি পাঠাইলে Illyrian-গণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না, বরং রোমান প্রতিনিধিকে হত্যা করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রোমানগণ একদল সৈন্য পাঠাইয়া Corcyra অধিকার করিল এবং

Illyria-র রাণী Teuta-কে সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য করিল। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে Corcyra ও Epidamus-এ রোমান প্রাধান্য স্থাপিত হইল এবং Illyrian-গণ ভবিষ্যতে ইটালীর উপকূলে এক সঙ্গে দুইটির অধিক জাহাজ প্রেরণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। Rome-এর সহিত Illyrian-দের এই সন্ধি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া Illyrian-গণ পুনরায় ইটালী অঞ্চলে উপদ্রব আরম্ভ করিলে Rome দ্বিতীয়বার যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে Illyrian-গণ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলে Teuta-র সেনাপতি Demetrius রাজ্য হইতে পলায়ন করেন এবং Pharos ও Dimillos অঞ্চলে রোমান আধিপত্য স্থাপিত হয় (খ্রীঃ পূঃ ২১৯)।

দ্বিতীয় Illyrian যুদ্ধ

ইহার ফলাফল:—Illyrian যুদ্ধের ফলে ইটালীর বাহিরে ইউরোপ ভূখণ্ডে রোমান আধিপত্য সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। কালক্রমে Illyria-র অধিকৃত অঞ্চল লইয়া রোমের শাসনাধীনে Illyricum প্রদেশ গঠন করা হয়। Illyrian জলদস্যুদের দমন করার ফলে Adriatic অঞ্চলে রোমান বণিকগণ নিরুপদ্রবে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার সুযোগ লাভ করেন। Illyrian অঞ্চলে রোমান আধিপত্য বিস্তারের ফলে রোমানগণ গ্রীকজাতির সহিত ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল। Macedon-এর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে Rome-এর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া Athens প্রমুখ গ্রীক রাষ্ট্র Rome-এর সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিল। যে সকল রোমান Athens ও Corinth-এ বসবাস করিত তাহাদিগকে যথাক্রমে Athenian ও Corinthian নাগরিকের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, Rome কর্ত্তৃক Illyria বিজয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

Illyrian যুদ্ধের গুরুত্ব

(৩) **Gallic যুদ্ধ**—প্রথম Punic যুদ্ধে Carthage, Gaul উপজাতির মধ্য হইতে বহু ভাড়াটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল। যুদ্ধ অবসানে ইহারা Italy সীমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে। Rome-এর প্রতি ইহাদের বন্ধুভাব ছিল না। সুযোগ পাইলেই ইহারা সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি বিঘ্ন করিবে এই আশঙ্কায় খ্রীঃ পূঃ ২৩২ অব্দে Caius Flaminus-এই মর্ম্মে Senateয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, Senones উপজাতিকে পরাস্ত করিয়া ইতিপূর্ব্বে Rome যে অঞ্চল দখল করিয়াছিল তাহা Rome-এর দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বিলিবণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। সীমান্ত অঞ্চলে রোমান আধিপত্য বিস্তার

করিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তির আশঙ্কা দূরীভূত করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল। Rome এই প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে **Boii** ও **Insubres** উপজাতিদ্বয় একযোগে সসৈন্যে Rome অভিমুখে অগ্রসর হয়। Rome এই পরিস্থিতির জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। **Telamon** রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হওয়ার পর রোমানগণ জয়লাভ করে (খ্রীঃ পূঃ ২২৫ অব্দ)। এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষে আনুমানিক ৪০,০০০ লোক হতাহত হইয়াছিল। পরাজিত Boii ও Insubres-গণ বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে এবং Gaul সীমান্ত অঞ্চলে রোমান আধিপত্য দৃঢ়তর ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

Tellamon-এর যুদ্ধ

এই Gallic যুদ্ধের ফলে Alps পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত সমগ্র Po উপত্যকায় রোমান প্রাধান্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। রোমানগণ অধিকৃত অঞ্চল স্ববশে রাখিবার অভিপ্রায়ে **Placentia** ও Cremona-তে দুইটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়া Rome হইতে Ariminium পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করে। Flaminius-এর নামানুসারে এই রাজপথটি **Via Flaminia** নামে পরিচিত হয়।

Gallic যুদ্ধের ফলাফল

Spain-এ কার্থেজীয় প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা—প্রথম Punic যুদ্ধের শেষভাগে যখন Hamilcar Barca কার্থেজীয় সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখনই তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বার্থান্ধ ধনিক সম্প্রদায় লইয়া গঠিত Carthage-এর শাসকশ্রেণী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করে নাই। ভবিষ্যতে Rome-এর সহিত শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলে Carthage-এর শাসকশ্রেণীর নিকট হইতে আশানুরূপ সহায়তা পাওয়া যাইবে না, ইহা মনে করিয়া Hamilcar, Spain-এ তাহার প্রধান সামরিক ঘাঁটি ও কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। Sicily, Sardinia ও Corsica হস্তচ্যুত হওয়ায় Carthage-এর যে ক্ষতি হইয়াছিল, Spain-এ প্রভুত্ব স্থাপন দ্বারা তাহা পূরণ করা যাইবে এ সম্বন্ধে Hamilcar নিঃসন্দেহ ছিলেন। অধিকন্তু Spain স্ববশে আনয়ন করিতে পারিলে Rome-এর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Carthage-এর লোকবল ও সামরিক উপকরণাদির অভাব হইবে না। Spain হইতে অল্পায়াসে এবং স্বল্পব্যয়ে ইটালীর বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করা সম্ভব, ইহা বিবেচনা করিয়াও Hamilcar, Spain-এ কার্থেজীয় আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত

Spain-এ কার্থেজীয় প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য

হইবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার জামাতা **Hasdrubal** এই কার্য্যক্রম সার্থক করিবার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি Spain-এর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কার্থেজীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া Nova Carthage অথবা নূতন Carthage নামে একটি নগর নির্ম্মাণ করেন।

Hamilcar, Hasdrubal ও Hannibal-এর নেতৃত্ব

যেরূপ দ্রুতগতিতে তিনি Spain-এ Carthage-এর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে রোমানগণ নিতান্ত শঙ্কান্বিত হইয়া পড়িল। তাহারা Hasdrubal-এর সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া Ebro নদীকে Carthage-এর অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা বলিয়া গ্রহণ করিল। এই নদীর দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলে রোমান প্রভাব বিস্তারের অধিকার অব্যাহত থাকিবে বলিয়া Carthage প্রতিশ্রুতি দান করিল। খ্রীঃ পূঃ ২২১ অব্দে Hasdrubal অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কার্থেজীনিয়ানগণ Hamilcar-এর পুত্র **Hannibal**-কে তাহাদের নেতৃপদে বরণ করিল। Hannibal তখন যুবাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি পিতা ও ভগ্নীপতির নেতৃত্বে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। নেতৃত্বলাভ করিয়াই Hannibal, Spain-এ Carthage-এর অধিকার বিস্তারে যত্নবান হইলেন।

দ্বিতীয় Punic যুদ্ধ (Second Punic War), ২১৮-২০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দ।

কারণ (Causes)—প্রথম Punic যুদ্ধ যেভাবে অবসান হইয়াছিল তাহার মধ্যেই দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া Carthage-কে Sicily-র উপর অধিকার ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু Carthage Sicily-র উপর তাহার দাবী দাওয়া চিরতরে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিল না। সুযোগ সুবিধা পাইলেই Carthage পুনরায় Sicily ও অন্যান্য অঞ্চলে তাহার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবে, ইহা নিশ্চিত সত্য ছিল। Spain-এর ব্যাপার লইয়াও Rome ও Carthage পরস্পরকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিত। সাময়িক ভাবে Ebro নদীকে সীমারেখা সাব্যস্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সত্ত্বেও Rome ও Carthage উভয় পক্ষই জানিত যে, সুযোগ পাইলেই অপর পক্ষ এই সীমারেখা অতিক্রম করিবে। রোমানগণ যে রকম অন্যায়ভাবে Sardinia ও Corsica অধিকার করিয়াছিল তাহাতেও

(১) পরোক্ষ কারণ

Carthage-এর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পুনরায় শত্রুতা আরম্ভ হওয়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত কারণের অভাব ছিল না। Spain-এর উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল অঞ্চলে Saguntum নামক নগর অবস্থিত ছিল। ভৌগোলিক দিক হইতে Carthage-এর অধিকারভুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও Saguntum পূর্ব্ব হইতেই Rome-এর সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। খ্রীঃ পূঃ ২১৯ অব্দে Hannibal, Saguntum-এর বিরুদ্ধে এক অতর্কিত আক্রমণ চালনা করিলেন। Saguntum ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। আক্রমণের গতিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া Saguntine-গণ Rome-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রোমানগণের পক্ষে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই; কিন্তু Hannibal-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে তাহারা কার্থেজীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল। ইতিমধ্যে Hannibal-সৈন্যবাহিনী Saguntum-এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইল। রোমান গভর্ণমেণ্ট তখন Carthage-এর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিল। Hannibal এই দাবী মানিতে অস্বীকৃত হইলে Rome ও Carthage-এর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। Hannibal কর্তৃক Saguntum আক্রমণই এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। আপাতদৃষ্টিতে এই যুদ্ধের জন্য Hannibal-ই দায়ী ছিলেন মনে হয়। নীতির দিক হইতে তাহার Saguntum আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নহে। কিন্তু যুদ্ধের পটভূমিকায় নীতিগত প্রশ্নের আলোচনা নিরর্থক। রোম যে ভাবে Sardinia ও Corsica দখল করিয়া লইয়াছিল নীতির দিক হইতে তাহাও সমর্থনের অযোগ্য। সুতরাং এই যুদ্ধের জন্য নীতির দিক হইতে কোন্ পক্ষ কতখানি দায়ী ছিল তাহা নির্ণয় করার চেষ্টা বিভ্রান্তিকর। মূল কথা এই যে, পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের সংঘাতে Rome ও Carthage-এর মধ্যে পুনরায় সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয় Punic যুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা নহে; উহা ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মাত্র।

(২) প্রত্যক্ষ কারণ

Saguntum আক্রমণে Hannibal-এর আচরণ

Hannibal-এর যুদ্ধ পরিকল্পনা (Hannibal's plan and strategy of war) :—যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে Hannibal ইটালী আক্রমণ করিয়া শত্রুপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিবার উপযোগী এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি জলপথ অপেক্ষা স্থলপথেই ইটালী অভিমুখে অগ্রসর হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিলেন। জলপথে Carthage-এর পূর্ব্ব প্রভাব প্রতিপত্তি আর ছিল না। ইহা ছাড়া জলপথে অগ্রসর হইলে উত্তর ইটালীতে অবতরণ করা সহজসাধ্য হইত না। অথচ ইটালীর উত্তরাঞ্চল, বিশেষতঃ Po উপত্যকা ভিন্ন অন্য কোনও অঞ্চলে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করা সম্ভব ছিল না। খাদ্যাদি সংগ্রহ করাও কষ্টসাধ্য হইত। এই কারণে Hannibal স্থলপথে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। Hannibal কেবল মাত্র অসাধারণ সমরকুশল সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি কূটনীতিবিশারদ রাজনীতিকও ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্মুখ যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিলেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সার্থক হইবে না। ইটালীর যে সকল উপজাতি Rome-এর মিত্রপক্ষভুক্ত ছিল তাহাদিগকে Carthage-এর দলভুক্ত করিতে পারিলেই Rome-এর শক্তি প্রকৃতপক্ষে খর্ব্ব করা যাইবে, ইহা Hannibal উপলব্ধি করিয়াছিলেন। Gaul ও Ligurian উপজাতিদ্বয় Rome-এর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু রোমান শাসন তাহারা প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই। Hannibal মনে করিয়াছিলেন যে, উত্তর-ইটালী অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিলে তিনি অন্ততঃ এই দুইটি উপজাতির নিকট হইতে সাহায্যলাভ করিতে পারিবেন। ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপরাপর মিত্রশক্তিও Rome-এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে পারে, এই সম্ভাবনাও Hannibal-এর মনে স্থানলাভ করিয়াছিল। সুতরাং উত্তর ইটালীতে প্রধান সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়া Hannibal Rome-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিকল্পনা Hannibal-এর অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচায়ক।

Hannibal-এর স্থলপথে Italy অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার কারণ

৫। **ইটালীর পথে Hannibal**—Hannibal যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২১৮ অব্দে সসৈন্যে Nova Carthage হইতে ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার সঙ্গে ৯০,০০০ পদাতিক এবং ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। **Ebro** নদী অতিক্রম করিবার সময় প্রতিপক্ষ Spaniard-গণ তাহার গতি-রোধের ব্যর্থ চেষ্টা কারয়াছিল। Ebro-র পর Hannibal বিনা বাধায় Pyrenees পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলেন। ইতিমধ্যে রোমানগণ Hannibal-এর অগ্রগমনে বাধা দিবার অভিপ্রায়ে **P. Cornelius Scipio**-এর নেতৃত্বে Spain-এ এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল।

Hannibal-কর্ত্তৃক সসৈন্যে Ebro অতিক্রম

Scipio, Spain-এর পথে Gaul-এ উপস্থিত হইয়াই সংবাদ পাইলেন যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইতিমধ্যেই Pyrenees অতিক্রম করিয়া Rhone নদী পার হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এই অবস্থায় শত্রুসেনার সম্মুখীন হওয়া নিরর্থক মনে করিয়া Scipio তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নেতৃত্বে Spain-এ একদল সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া ইটালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। Hannibal নির্ব্বিঘ্নে সসৈন্যে Rhone অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া Alps-এর পাদদেশে উপনীত হইলেন। এইরূপ বিরাট সৈন্যদল লইয়া Alps-এর ন্যায় দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালা অতিক্রম করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বে অন্য কোন রণনায়ক গ্রহণ করেন নাই। Alps অতিক্রম কালে তাহার সৈন্যদলকে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে, শীতের তীব্রতায় ও অনাহারে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্রমাগত পাঁচমাস কাল অগ্রসর হওয়ার পর Hannibal ২১৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দের শরৎকালে Alps-এর অপর পাদদেশে উত্তর ইটালীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হইলেন। তাহার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যসংখ্যা এক্ষণে হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ২০,০০০ ও ৬,০০০-এ দাঁড়াইল। তাহার সঙ্গে যে সকল রণহস্তী ছিল Alps অতিক্রম কালে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গেল। এই সকল ক্ষতি সত্ত্বেও Hannibal যে অদম্য সাহস ও মনোবল লইয়া Alps-এর ন্যায় দুর্লঙ্ঘ্য গিরিমালা অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

Pyrenees অতিক্রম

Rhone ও Alps অতিক্রম

Alps অতিক্রমের ফলে Hannibal-এর ক্ষতি

১৭ Hannibal-এর ইটালীয় অভিযান
১ (Hannibal's Italian Campaigns)

যুদ্ধের প্রথম পর্ব্ব (First period of the war) ২১৮-২১৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দ —Hannibal যেরূপ বিদ্যুৎগতিতে প্রাকৃতিক বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া ইটালীর উত্তর সীমান্তে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন তজ্জন্য রোমানগণ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহারা Publius Cornelius Scipio-র অধীনে Spain-এ এবং T. Sempronius-এর অধীনে Carthage-এ সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া পরম নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করিতেছিল। Scipio Spain-এ পৌছিয়াই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন। Spain-এ Hannibal-এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক জ্ঞান করিয়া তিনি কিছু সৈন্য তথায় রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া Alps-এর পাদদেশে Hannibal-এর অগ্রগমনে বাধাদানের অভিপ্রায়ে Italy-তে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার ধারণা ছিল যে, Alps অতিক্রম করায় Hannibal-এর সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং এই অবস্থায় তাহাদের আক্রমণ করিলে জয়লাভের আশা সুনিশ্চিত। এই বিশ্বাসে Scipio, Hannibal-এর সম্মুখীন হইতে মনস্থ করিলেন। Hannibal-ও পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। **Ticinus** রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে Hannibal চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করিলেন। পরাজিত Scipio সৈন্যদলকে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিলে Sempronius (তিনি ইতিমধ্যে Carthage হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন) আসিয়া তাহার সহিত যোগদান করিলেন। Hannibal শত্রুপক্ষকে সময় ও সুযোগ দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি অবিলম্বে Po অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন এবং **Trebia** রণক্ষেত্রে Sempronius ও Scipio-র সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিলেন। উপর্য্যুপরি দুইটি যুদ্ধে সাফল্য লাভ করার ফলে Hannibal-এর সামরিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল এবং Gaul উপজাতি প্রকাশ্যে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

Ticinus-এর যুদ্ধ

Trebia-র যুদ্ধ

বিজয়ী Hannibal, Arno নদীর তীরবর্ত্তী জলাভূমির মধ্য দিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে Etruria অভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। পথিমধ্যে তাহাকে খাদ্যাভাবে ও শীতের তীব্রতায় অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি অদম্য শক্তিতে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইয়া **Trasimenae**-র যুদ্ধে Consul Flaminius পরিচালিত রোমানবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিলেন। এই যুদ্ধে রোমানপক্ষে অগণিত যোদ্ধা হতাহত ও বন্দী হইয়াছিল এবং Flaminius স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। Hannibal এক্ষণে ইচ্ছা করিলে Rome অভিমুখে সরাসরি অগ্রসর হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি প্রথমতঃ রোমের ইটালীয় মিত্রগণের সাহায্য লাভ কামনায় Rome আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখিয়া Apulia-তে তাহার প্রধান সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ ইটালীতে রোমের মিত্রগণের মধ্যে বিদ্রোহ সঞ্চার করাই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ক্রমাগত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে রোমানগণ উপলব্ধি করিল যে, সম্মুখ যুদ্ধে Hannibal-কে পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। নব নির্ব্বাচিত রোমান সেনাপতি **Fabius Maximus** নূতন রণকৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিবর্ত্তে আত্মরক্ষা-

Trasimenae-র যুদ্ধ

শোচনীয় হইয়াছিল। রোমানপক্ষের এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য Hannibal-এর জয়লাভ সহজসাধ্য হইয়াছিল। **চতুর্থতঃ,** ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইটালীতে Hannibal ছিলেন আক্রমণকারী। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধচালনা অপেক্ষা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ পরিচালনা অধিকতর সহজ। Hannibal তাহার সমগ্র শক্তি ও সামর্থ্য আক্রমণাত্মকনীতি অনুযায়ী যুদ্ধ পরিচালনায় নিয়োগ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে তিনি কার্পণ্য করেন নাই।

Hannibal-এর আক্রমণাত্মক নীতি-ইহার সুবিধা

যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্ব (**Second period of the War**)—(২১৬-২০৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)—দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্বে Rome ও Carthage-এর মধ্যে অধিকাংশ যুদ্ধ Italy, Sicily ও Spain-এ সংঘটিত হইয়াছিল। নিম্নে এই সকল যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :—

(ক) **ইটালীর যুদ্ধ** (**War in Italy**)—**Cannae**-তে রোমান পক্ষের শোচনীয় পরাজয়ের পর Samnite ও দক্ষিণ ইটালীর গ্রীক অধিবাসিগণ দলে দলে Hannibal-এর পক্ষাবলম্বন করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। Syracuse ও Macedon রাজ্যের অধিপতিদ্বয়ও Hannibal-এর পক্ষে যোগদান করিলেন। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে রোমানগণ অবিলম্বে Hannibal-এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক জ্ঞানে প্রথমতঃ সৈন্যবিভাগের পুনর্গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। Hannibal-এর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা আত্মরক্ষামূলক নীতি অনুযায়ী তাহাদের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটি রক্ষাকল্পেই তাহারা এইবার অধিক মনোযোগী হইল। তাহাদের এই নূতন রণনীতি অধিকতর কার্য্যকরী হইল। Cumae, Neapolis ও Nola নগরের বিরুদ্ধে উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালনা করিয়াও Hannibal ঐ সকল নগর দখল করিতে পারেন নাই। একমাত্র Tarentum ভিন্ন অপর কোন স্থান তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং Hannibal অপরাজেয়, রোমানদের এই ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং আত্মশক্তিতে তাহাদের আস্থা ফিরিয়া আসিল। তাহারা নূতনতর শক্তিতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং কার্থেজীয় বাহিনীকে পরাভূত করিয়া Capua ও Tarentum পুনরধিকার

Cannae-র যুদ্ধের পর হইতে Hannibal-এর ক্রমিক ভাগ্য বিপর্য্যয়

করিল। Beneventum-এর এক যুদ্ধে Hannibal পরাজিত হইলেন। সুতরাং ২১৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে Rome-এর ভাগ্যাকাশে যে দুর্য্যোগের ঘটা ঘনাইয়া অসিয়াছিল, ২১২ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে তাহা কাটিয়া গেল। খ্রীঃ পূঃ ২০৭ অব্দে Hannibal-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা Hasdrubal—ভ্রাতার সহিত যোগদান কামনায় সসৈন্যে উত্তর-ইটালী অভিমুখে অগ্রসর হইলে রোমানগণ তাহাকে বাধাদান করে এবং **Metaurus** রণক্ষেত্রে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে। Hasdrubal যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। Hannibal কার্থেজীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আশানুরূপ সামরিক সাহায্য পাইতেছিলেন না। তিনি Hasdrubal-এর আগমন প্রতীক্ষায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। Metaurus-এ অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে Hannibal-এর ইটালী জয়ের সম্ভাবনা চিরতরে তিরোহিত হইল। তিনি আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া Brutii অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ২০৪ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ইটালী ত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন।

Metaurus-এর যুদ্ধে Hasdrubal-এর পরাজয়

(খ) ***সিসিলির যুদ্ধ*** (War in Sicily)—খ্রীঃ পূঃ ২১৫ অব্দে Syracuse, Hannibal-এর পক্ষ অবলম্বন করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইলে রোমানগণ সেনাপতি Marcellus-এর নেতৃত্বে Sicily-তে এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করে। Marcellus অভিজ্ঞ ও রণকুশল সেনাপতি ছিলেন। তিনি ক্রমাগত দুই বৎসরের অধিককাল অবরোধের পর Syracuse অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। Syracuse-এর পতনের ফলে সমগ্র Sicily অঞ্চলে রোমান প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

Rome কর্ত্তৃক Syracuse পুনরধিকার

(গ) **Spain-এর যুদ্ধ** (War in Spain)—রোমানগণ Hannibal-এর বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ইটালীতে যুদ্ধ চালনা করিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিল না। তাহারা Spain-এও Carthage-এর আধিপত্য হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল। এই সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন Publius ও Gnaeus নামক Scipio ভ্রাতৃদ্বয়। তাহারা Ebro নদীর অপর তীরে অবস্থিত কার্থেজ-অধিকৃত অঞ্চলের অনেকাংশে রোমের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রতিরোধ হেতু Hasdrubal-এর পক্ষে বহুকাল পর্য্যন্ত Hannibal-এর সাহায্যার্থ ইটালী অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে

Scipio ভ্রাতৃদ্বয় ও Cornelius Scipio-র নেতৃত্ব

এই বীর ভ্রাতৃদ্বয় Spain-এর যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাহাদের মৃত্যুর পর সুদক্ষ নায়কের অভাব হেতু কিছুকাল পর্য্যন্ত রোমানগণের পক্ষে Spain-এর যুদ্ধে তেমন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর Publius Scipio-র পুত্র Publius Cornelius Scipio স্পেনে রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই P. Cornelius Scipio অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন। সেনাপতি মনোনীত হওয়ার অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শত্রু-সেনাকে পরাজিত করিয়া Nova Carthage নগরী অধিকার করিলেন। অতঃপর **Baecula**-র যুদ্ধে তিনি Hasdrubal-কে পরাজিত করিয়া Spain-এ রোমান প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার পথ প্রশস্ত করেন। খ্রীঃ পূঃ ২০৬ অব্দে তিনি *Gades* অধিকার করিয়া Spain-এ Carthage-এর প্রভাব প্রতিপত্তির বিলোপ সাধন করেন। এই বৎসরের শেষভাগে Cornelius Rome-এ প্রত্যাগমন করেন।

Baecula-র যুদ্ধে Hasdrubal-এর পরাজয়

যুদ্ধের তৃতীয় বা সর্ব্বশেষ পর্ব্ব (Third or Last Phase of the War; ২০৬-২০২ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)—Spain হইতে বিজয়গৌরবে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর Publius Cornelius Scipio রোমের অন্যতম Consul মনোনীত হইলেন। তিনি Spain দেশের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, Carthage আক্রমণ করিতে না পারিলে চূড়ান্তভাবে যুদ্ধ জয়ের আশা সুদূরপরাহত। এই কারণে তিনি Senate-এর বিশেষ অনুমতি লাভ করিয়া Sicily হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া Carthage আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। খ্রীঃ পূঃ ২০৫ অব্দে সৈন্যসংগ্রহ কার্য্য সমাপ্ত করিয়াই Scipio সসৈন্যে আফ্রিকাতে অবতরণ করিলেন। তিনি প্রথমেই Utica অবরোধ করিয়া Hasdrubal ও পূর্ব্ব Numidia-র অধিপতি Syphax পরিচালিত এক সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। তিনি পশ্চিম Numidia-র অধিপতি Massinassa-র সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া প্রচণ্ড ভাবে Carthage আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে কার্থেজীয় গভর্ণমেণ্ট আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া Hannibal-কে ইটালী হইতে স্বদেশ রক্ষাকল্পে অবিলম্বে Carthage-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই Hannibal, Rome বিজয়ের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে স্বদেশ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত তিনি ইটালী হইতে Carthage-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি কার্থেজীয় বাহিনীর সৈনাপত্য

আফ্রিকাতে Cornelius Scipio-র অগ্রগতি

গ্রহণ করিলে উভয় পক্ষে Zama-র রণক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় (খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দ)। এই যুদ্ধে Carthage-এর সৈন্যবাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী (ক) Carthage আফ্রিকার বাহিরে অবস্থিত অন্যান্য অঞ্চলের উপর আপন অধিকার প্রত্যাহার করিতে প্রতিশ্রুত হইল ; (খ) ভবিষ্যতে রোমের অনুমোদন ভিন্ন Carthage কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইল ; (গ) Carthage-এর ১০টি ভিন্ন সকল যুদ্ধ জাহাজ Rome কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং (ঘ) যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ Carthage Rome-কে প্রভূত অর্থদানে স্বীকৃত হইল।

Zama-এর যুদ্ধ—কার্থেজের পরাজয়

সন্ধির সর্ত্তাবলী

Hannibal-এর পরাজয়ের কারণ (Causes of Hannibal's ultimate failure) :—দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসরের ইতিহাস Hannibal-এর নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের ইতিহাস। Ticinus, Trebia, Trasimene, সর্ব্বোপরি Cannae-এর যুদ্ধজয় তাহার অবিনশ্বর সামরিক কীর্ত্তি। কিন্তু ২১৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দের পর হইতে Hannibal-এর পক্ষে কেবলমাত্র সাফল্য অর্জ্জন করাই সম্ভব হয় নাই, তাহাকে পরাজয়ও বরণ করিতে হইয়াছিল। Hannibal-এর সামরিক প্রতিভার অভাব ঘটিয়াছিল, ইহা বলা চলে না। তথাপি কি কারণে তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত চরম ব্যর্থতা বরণ করিতে হইল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। (প্রথমতঃ, Hannibal যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে যে সকল সুবিধা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইল। রোমের সামরিক বিভাগের পুনর্গঠন করা হইল, যোগ্য ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সেনাপতি পদে নির্ব্বাচিত হওয়া সম্ভব হইল না, সমক্ষমতাসম্পন্ন দুই ব্যক্তির উপর সৈন্যপরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের কুপ্রথাও পরিত্যক্ত হইল। সুতরাং রোমানগণের যে সকল ভুলভ্রান্তির সুবিধা লইয়া Hannibal প্রথম অবস্থায় জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সংশোধিত হওয়া মাত্র জয়ের আশা কমিয়া গেল। রোমের সেনাপতি-গণ পূর্ব্ববর্ত্তীগণের তুলনায় অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। Publius Cornelius Scipio বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাহার সুদক্ষ নেতৃত্বগুণেই রোমানগণের পক্ষে Spain হইতে কার্থেজীয়-অধিকার

Hannibal-এর পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ

(১) রোমানগণ কর্ত্তৃক সামরিক বিভাগের পুনর্গঠন

(২) Cornelius Scipio-র সমর কৌশল

উচ্ছেদ করিয়া আফ্রিকাতে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ নীতি অবলম্বন করা সম্ভবপর হইয়াছিল। Zama-র যুদ্ধে Hannibal-কে পরাজিত করার সৌভাগ্যও তিনিই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, Hannibal আশা করিয়াছিলেন যে, Samnite ও Gaul-গণের ন্যায় Latin জাতিও তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। তাহার এই আশা সফল হয় নাই। Latin জাতি অবিচলিত নিষ্ঠা সহকারে Rome-এর প্রতি অনুগত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে Rome-এর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছিল।

(৩) Rome-এর প্রতি Latin উপজাতির অবিচলিত নিষ্ঠা

তৃতীয়তঃ, Hannibal, Carthage গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত সাহায্য লাভ করেন নাই। যে স্বার্থান্ধ ধনিক সম্প্রদায়ের হস্তে Carthage-এর শাসনভার ন্যস্ত ছিল তাহারা মনে মনে Hannibal-এর প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিল। Hannibal—Rome জয় করিলে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং Carthage-এর শাসনভার তাহাদের হস্তচ্যুত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা Hannibal-কে আশানুরূপ সাহায্য করেন নাই। তাহাদের নিকট প্রয়োজনীয় সাহায্য পাইলে সম্ভবতঃ যুদ্ধের গতি অন্যরূপ হইত। চতুর্থতঃ, রোমানদের অনমনীয় মনোবল ও চরিত্রবল Hannibal-এর পরাজয় অনিবার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল। একাধিক যুদ্ধে পরাজিত এবং প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হওয়া সত্ত্বেও এক মুহূর্ত্তের জন্যও রোমান যোদ্ধা ও নাগরিকগণ তাহাদের সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই। স্বদেশ রক্ষার পবিত্র ব্রত পালনে তাহাদের মধ্যে শৈথিল্যের ভাব দৃষ্ট হয় নাই। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, দৃঢ়চেতা জাতিকে পরাজিত করা Hannibal-এর ন্যায় অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন যোদ্ধার পক্ষেও সম্ভব হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে, Cannae-র যুদ্ধের পর যদি কালক্ষেপ না করিয়া Hannibal সরাসরি Rome অভিমুখে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে তাহার ইটালী বিজয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইত না। তাহাদের মতে Capua-তে শিবির স্থাপন করিয়াই Hannibal চরম ভুল করিয়াছিলেন। Capua-তে একাদিক্রমে কয়েকমাস বাস করার ফলে সমগ্র কার্থেজীয় সৈন্য-বাহিনী হীনবীর্য্য, সমরবিমুখ ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিগতশৌর্য্য সৈন্যদল লইয়া Hannibal-এর পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

(৪) Hannibal কর্ত্তৃক Carthage গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য লাভের অভাব

Hannibal-এর সৈন্যবাহিনীর সামরিক খ্যাতি হ্রাস পায় নাই

এই মতবাদের যৌক্তিকতা সকল ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না। Prof. Wells বলেন যে, Hannibal-এর অনুচরগণের মধ্যে কোন কালেই সামরিক শক্তি হ্রাস পায় নাই। Hannibal যদি স্বদেশীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্যলাভ করিতেন তাহা হইলে এই সৈন্যদলের সাহায্যেই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সাফল্য লাভ করিয়া তাহার সামরিক গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের ফলাফল (Effects of the Second Punic War) :—দ্বিতীয় Punic যুদ্ধ রোম, তথা প্রাচীন জগতের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। রোমের আভ্যন্তরীণ জীবনে ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট। এই যুদ্ধের ফলে Carthage শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া রোমের অধীনে একটি করদ রাজ্যে পরিণত হইল। Sicily, Sardinia ও Corsica অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই রোমান প্রাধান্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। Spain-এর অধিকাংশ অঞ্চলেও রোমের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এই ভাবে Rome পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইল। এইখানেই রোমের ভবিষ্যৎ পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হইল। এই Punic যুদ্ধ উপলক্ষ্যেই Rome—Greece ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিল। কালক্রমে এই সকল অঞ্চলেও রোমান আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল। Rome বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইল।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে Rome-এর প্রাধান্য স্থাপন

রোমের **আভ্যন্তরীণ জীবনে** এই যুদ্ধের ফলে যে সকল বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত হইল তাহাদিগকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এই তিন দিক হইতে বিচার করা চলে।

(ক) অর্থনৈতিক :—বহুকাল ধরিয়া এই জীবনমরণ সংগ্রাম চলিয়াছিল। অধিকাংশ যুদ্ধই ইতালীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন বৃত্তি হিসাবে সৈনিকব্রত গ্রহণ করার প্রথা তেমন প্রচলিত ছিল না। সাধারণ শ্রেণীর নাগরিকগণই যুদ্ধকালে তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী ত্যাগ করিয়া সৈন্যদলে যোগদান করিত। শান্তির সময় ইহারা সাধারণতঃ কৃষিকার্য্যে অথবা ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিত। দ্বিতীয় Punic যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরিয়া

চলিয়াছিল। এই কারণে কৃষিকার্য্য অবহেলিত হইল এবং চাষের উপযোগী জমি নষ্ট হইয়া গেল। যুদ্ধশেষে বহু চাষী গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহর অঞ্চলে বাস করিতে লাগিল। অথচ শহরে ইহাদের জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ফলে দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এককালে Rome-এ কৃষক সম্প্রদায় বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় দিনপাত করিত। তাহারা যে স্বল্প পরিমাণ ভূমির মালিক ছিল তাহাতে তাহারা নিজেরাই চাষবাস করিত। এক্ষণে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। Egypt ও Sicily অঞ্চল হইতে স্বল্প মূল্যে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করা সম্ভব ছিল। এই কারণে Rome-এ উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং মূল্য উভয়ই কমিয়া গেল। কৃষককুল কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বনের আশায় শহরে বাস করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের মালিকরা কৃষিকার্য্যে লাভের আশা নাই দেখিয়া তাহাদের জমি বিক্রয় করিতে লাগিল। ফলে Rome-এর অধিকাংশ জমি এক শ্রেণীর ভূম্যধিকারীর দখলে চলিয়া গেল। যে কৃষককুল রোমানজাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল তাহারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম হইল।

রোমের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের প্রভাব—কৃষির অবনতি—অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্য—দাস শ্রমের অপকারিতা—বেকার সমস্যা বৃদ্ধি

যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে Rome-এ প্রভূত ধনাগম হইয়াছিল। অথচ এই ধন সমভাবে সকল শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে বণ্টন করা হয় নাই। দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক তাহারা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। ধনী ব্যক্তিরা আরও ধনসঞ্চয় করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে উত্তরোত্তর ক্ষমতা ও মর্য্যাদা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় শ্রেণী স্বার্থের সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইল এবং Rome-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিল।

(খ) **সামাজিক**—যুদ্ধে জয়লাভের ফলে রোমানগণের হস্তে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদলের যাহারা বন্দী হইয়াছিল তাহারা প্রায় সকলেই দাসত্ব বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দাসের (Slave) সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় Rome-এর স্বাধীন নাগরিকগণ এখন হইতে দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল হইয়া উঠিল। ফলে দৈহিক শ্রমের মর্য্যাদা কমিয়া গেল। শ্রমের প্রতি সাধারণ নাগরিকের যে অনুরাগ ছিল তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে লোপ পাইল। সামাজিক ক্ষেত্রে যে সকল অনাড়ম্বর জীবনযাপন

Rome-এর সমাজজীবনে পরিবর্ত্তন

প্রণালীর প্রচলন ছিল তাহা পরিত্যক্ত হইল এবং বিলাসিতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যভিচার সমাজজীবনে দুষ্ট ব্যাধির ন্যায় প্রসারিত হইল। গ্রাম্যসুলভ সরলতা এবং গ্রাম্য সমাজের মনোভাবের স্থানে নগরসুলভ আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন প্রণালী গৃহীত হইল। এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে রোমীয় সমাজ ও অর্থ নৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

(গ) **রাজনৈতিক**—রাজনৈতিক জীবনে দুইটি পরিবর্ত্তন উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, Senate-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি। Rome-এর আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক নানা সমস্যা দেখা দিতে লাগিল। জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিত না। ম্যাজিষ্ট্রেটগণও এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। Senate-এর সভ্যগণ ছিলেন প্রবীণ, বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি, এই কারণে Senate-এর পক্ষে নিত্য নূতন এই সকল সমস্যার সমাধান করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। ইহার ফলে Senate-এর ক্ষমতা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় এবং উহা শাসনতন্ত্রের সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয় অঙ্গে পরিণত হয়। এই যুগকে Senate-এর শাসন যুগ (Period of Senatorial Ascendancy) বলা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, রোমানগণ এই যুদ্ধের পর হইতে তাহাদের মিত্রপক্ষ-ভুক্ত অধীনস্থ উপজাতিসমূহের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় উদার ব্যবহার করে নাই। এই যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে, Gaul, Samnite, Ligurian প্রমুখ উপজাতি Hannibal-এর পক্ষাবলম্বন করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। অবশ্য যুদ্ধ শেষে Rome তাহাদিগকে পুনরায় স্ববশে আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু রোমানগণ আর তাহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় উদার ব্যবহার করিতে সম্মত হইল না। এমন কি, যে Latin উপজাতি সকল সময়ে Rome-এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করিয়াছিল, সেই Latin জাতির প্রতিও রোমানগণ যথোচিত সদ্ব্যবহার করে নাই। পূর্ব্বে Latin জাতির পক্ষে রোমান নাগরিকত্বের অধিকার অর্জ্জন করা বিশেষ কঠিন ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের অবসানে রোমান নাগরিকত্বের অধিকার বিস্তার সম্পর্কে অত্যন্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল এবং Latin ও অন্যান্য উপজাতিগণ রোমান নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকার ও মর্য্যাদা পাওয়ার আশা কার্য্যতঃ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। Carthage-এর ন্যায় প্রবল প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া রোমানগণ অহেতুক এবং অন্যায়ভাবে

Senate-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি

Rome-এর রাজনৈতিক অনুদারতা

আত্মসচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। এই আত্মসর্ব্বস্ব মনোবৃত্তির ফল ভবিষ্যতে রোমের পক্ষে শুভ হয় নাই।

Hannibal—চরিত্র ও কৃতিত্ব (**An estimate of his Career and Achievements**)—পৃথিবীর ইতিহাসে যে কয়টি শ্রেষ্ঠ রণনায়ক আবির্ভূত হইয়াছেন, নিঃসন্দেহে Hannibal তাহাদের মধ্যে আসন লাভ করিতে পারেন। রোমান ঐতিহাসিকগণ তাহাকে নিষ্ঠুর ও রক্তলোলুপ হত্যাকারীরূপে অঙ্কিত করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, তাহার চরিত্রে সকল বিরোচিত গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ ছিল। তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন। মাত্র নবমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন তিনি Rome-এর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। তিনি অসমসাহসী যোদ্ধা ছিলেন; Rome-এর বিরুদ্ধে যে সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি Alps-এর ন্যায় দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালা অতিক্রম করার দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া অসাধারণ সামরিক সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিখ্যাত জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক Mommsen লিখিয়াছেন যে, Hannibal যদি কোন যুদ্ধে জয়লাভ নাও করিতেন তথাপি একমাত্র Alps পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াই তিনি অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিতেন। তিনি যেরূপ তড়িৎগতিতে প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি লঙ্ঘন করিয়া ইটালী অভিমুখে বিরাট সৈন্যদল লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা রোমানদের পরম বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। ইটালীতে উপস্থিত হইয়া একটির পর একটি যুদ্ধে তিনি যেরূপভাবে শত্রু-বাহিনীকে পরাভূত করিলেন তাহাতে তাহার সামরিক প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। নানাজাতি ও নানা ভাষাভাষী লোক লইয়া তাহার বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য বোধের একান্ত অভাব ছিল। তথাপি Hannibal অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবে এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দুর্জ্জয় প্রেরণা সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত Hannibal-এর ইটালী বিজয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য তাহাকে দায়ী করা যায় না। কার্থেজীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইলে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

সেনাপতি Hannibal

Hannibal কেবল মাত্র রণকুশল সেনাপতিই ছিলেন না, তিনি কূটনীতি-বিশারদ রাজনৈতিকও ছিলেন। Zama-র যুদ্ধের পর তিনি Carthage-এর পুনর্গঠন কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় রোমানগণের বিরোধিতার ফলে তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু যে অল্প সময় তিনি নিরুপদ্রবে এই গঠনমূলক কার্য্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাহাতেই তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিকরূপেও গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিতেন। রোমানগণ Hannibal-এর প্রতি যথোচিত উদরতা প্রদর্শন করে নাই; কার্থেজীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট তাহারা Hannibal-এর আত্মসমর্পণ দাবী করিলে তনি Carthage ত্যাগ করিয়া Syria-র রাজদরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু রোমানগণের সহিত যুদ্ধে Syria-অধিপতি পরাজিত হওয়ার পর Hannibal, Syria ত্যাগ করিয়া প্রথমে Crete ও পরে Bithyniaতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। সেখানেও রোমানগণ তাহার অনুগমন করে। অবশেষে শত্রুপক্ষের হস্তে পতিত হওয়ার আশঙ্কায়, অপমান অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিয়া Hannibal বিষপানে আত্মহত্যা করেন (১৮৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)।

রাজনীতিক Hannibal

Hannibal-এর শেষ জীবন ও মৃত্যু

Studies and Questions

1. Sketch, in brief outlines, the early history and constitution of Carthage.

*2. "Rome and Carthage were equally matched when the struggle between them began." Explain.
(C. U. 1922, 1924, 1926, 1935, 1937, 1943, 1945)

3. What were the causes and results of the first Punic War? (C. U. 1933, 1947, 1949)

4. Describe the main incidents of the First Punic War.

5. Write notes on Hamilcar Barca. (C. U. 1933)

6. Describe, in brief, the main events in the history of Rome during the interval between the first two Punic Wars.

7. Is it true to say that the Second Punic War was the war of the family of Barca against Rome? (C. U. 1938)

8. What were the causes of the Second Punic War ? (C. U. 1934)

*9. Trace, in outline, the story of the adventures of Hannibal in Italy. (C. U. 1927, 1933, 1936, 1940, 1942, 1948)

10. How do you account for the early success and ultimate failure of Hannibal in Italy ? (C. U. 1922, 1924, 1927, 1932, 1934, 1940, 1945, 1948)

11. Account for Rome's success in the Second Punic War. (C. U. 1932)

12. What were the effects of the victory of Rome in the Punic Wars ? (C. U. 1950)

* Describe briefly the result of the Second Punic War. (C. U. 1921, 1925. 1930, 1932, 1936, 1941, 1946)

13. Show how the Second Punic War made Rome a Mediterranean power and led inevitably to her entanglement in the affairs of the East. (C. U. 1944)

14. The effects of the Second Punic War were left not only in external dominion or political organisation, but in the inner life of the people." Amplify (C. U. 1923, 1927)

15. The Second Punic War is a "turning point in the history of Rome both at home and abroad." Elucidate.

16. Form a critical estimate of the character and achievements of Hannibal.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে রোমের অধিকার বিস্তার—দ্বিতীয় পর্ব্ব

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে গ্রীক-অধ্যুষিত প্রাচ্যের অবস্থা (Condition of the Greek-East in the 3rd Century B. C.) :—Alexander the Great-এর মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য Syria, Egypt ও Mecedon এই তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। Alexander-এর অন্যতম সেনাপতি *Seleucos* এবং তাহার বংশধরগণ **Syria** রাজ্য শাসন করিতেন। এই রাজ্য পশ্চিমে Hellespont হইতে পূর্ব্বে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগ

Alexander-এর মৃত্যুর পরে প্রাচ্যের অবস্থা

হইতে এই রাজ্য ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া ইহার অধীনস্থ Pontus, Phrygia প্রমুখ প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। Mysia নামক ইহার অপর একটি প্রদেশে Attalus নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করা হয়। এই রাষ্ট্র Pargamus নামে পরিচিত।

(১) সিরিয়া

Egypt-এ Ptolemy উপাধিধারী গ্রীক রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাহাদের শাসনকালে Egypt-এর অন্তর্ভুক্ত Alexandria ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। Egypt-এর রাজকোষ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ থাকিত এবং উহার অধিকার আফ্রিকার বাহিরে Cyprus ও Cyclades দ্বীপপুঞ্জেও বিস্তৃত ছিল। অফুরন্ত শস্য সম্পদ ও অগাধ ঐশ্বর্য্যের জন্য Egypt স্বভাবতঃই Macedon, Syria প্রমুখ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঈর্ষ্যা উৎপাদন করিয়াছিল। সুযোগ সুবিধা পাইলে ইহারা Egypt আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কায় Egypt-এর রাজারা Rome-এর সহিত সর্ব্বদা সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।

(২) মিশর

গ্রীসের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে **Macedon** ছিল সর্ব্বপ্রধান। এই রাষ্ট্র আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামরিক গৌরবে গ্রীসের রাজনৈতিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। Thessaly ও Euboeaতে ইহা অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল এবং গ্রীসের বিভিন্ন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া গ্রীসের সামরিক ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল।

(৩) ম্যাসিডন

এই তিনটি প্রধান রাষ্ট্র ছাড়াও গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র অবস্থিত ছিল। Aegean সমুদ্র অঞ্চলে **Rhodes**-এর প্রজাতন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। রোমের প্রতি Rhodian-গণ মিত্রভাবাপন্ন ছিল। **Pergamus**রাষ্ট্রের সহিতও ইহাদের বন্ধুত্ব ছিল। Pergamus ও Rhodes উভয়েই Macedon-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত। গ্রীস অঞ্চলে ম্যাসিডন বিরোধী শক্তিসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল **Achaean League** নামে পরিচিত একটি রাষ্ট্রমণ্ডলী। Peloponnesus অঞ্চলের কয়েকটি নগর লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। মধ্য গ্রীসে **Aetolian League** নামে পরিচিত অপর একটি রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল। **Athens**

(৪) গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের অন্যান্য রাষ্ট্র

ম্যাসিডনের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু উহার পূর্ব্বেকার প্রভাব প্রতিপত্তির কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। **Sparta**তে এই সময় Nabis নামে এক অনধিকারী রাজা (Tyrant) শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। Sparta-র সহিত Aetolian League-এর সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। ইহারা সকলেই Macedon-এর প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল।

রোমের সহিত গ্রীক রাষ্ট্রসমূহের সম্পর্ক (Roman relations with the Greek world) :—Rome ও Egypt বহুদিন হইতেই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল; খৃষ্টপূর্ব্ব ২১০ অব্দেও তাহাদের মধ্যে নূতন করিয়া এক মিত্রতাসূচক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। মিশরবাসিগণ স্বভাবতঃই Syria ও Macedon-এর অধিপতিদ্বয় সম্বন্ধে বৈরীভাব পোষণ করিত। এই কারণে Rome-এর সহিত তাহারা সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে আগ্রহশীল ছিল। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে Rome, Samnite ও Carthaginian-দের বিরুদ্ধে Neapolis ও Syracuse-কে যেভাবে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব অঞ্চলের গ্রীকবাসিন্দাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে, বিপদে আপদে তাহারাও তাহাদের পশ্চিমাঞ্চলের স্বজাতীয়গণের ন্যায় Rome-এর নিকট হইতে সাহায্য পাইবে। এই কারণেই Rhodes ও Pergamus, Rome-এর সহিত মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। রোমান আধিপত্য বিস্তারের মূলে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি অনেক পরিমাণে ছিল, সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, একমাত্র সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই রোমান প্রভুত্ব দেশ দেশান্তরে স্থাপিত হইয়াছিল। অন্ততঃ গ্রীস জয়ের ব্যাপারে রোমানগণ সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃতির লীলাভূমি গ্রীসের প্রতি তাহারা আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিল। গ্রীসের দুর্দ্দিনে তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়ার সদিচ্ছার পশ্চাতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। Macedon-এর আক্রমণাত্মক মনোভাব হেতু রোমানগণের পক্ষে গ্রীসের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় নাই। Prof. Wells যথার্থই বলিয়াছেন যে, "Roman diplomacy was moved by fear; the Senate had trembled at Hannibal and his allies, and they could not rest secure till Macedon had been rendered harmless."

Rome-এর সহিত Egypt-এর মিত্রতা

Rhodes ও Pergamus-এর সহিত Rome-এর সদ্ভাব

রোম ও গ্রীসের সম্পর্ক

প্রথম Macedonian যুদ্ধ (First Macedonian War)

(২১৫—২০৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)

Macedon-অধিপতি পঞ্চম Philip (Philip V) ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। সমগ্র গ্রীসদেশে Macedon-এর সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্থাপন করাই তাহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। Pergamus, Rhodes ও Egypt এই তিনটি রাষ্ট্র সম্পর্কে Macedon যে মনোভাব পোষণ করিত তাহা শত্রু-ভাবাপন্ন ছিল। অথচ ইহারা প্রত্যেকেই Rome-এর আশ্রিত মিত্ররাষ্ট্র ছিল। সুতরাং Egypt, Pergamus প্রমুখ রাষ্ট্রের প্রতি Macedon-এর মনোভাব উপলক্ষ্য করিয়া Rome ও Macedon-এর মধ্যে শত্রুতা সঞ্চার হওয়া অসম্ভব ছিল না। Cannae-এর যুদ্ধের পর যখন রোমানগণ অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইল তখন ম্যাসিডন অধিপতি Philip তাহাদের বিপদের সুযোগ লইয়া Hannibal-এর সহযোগিতায় Rome-এর সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। Philip সসৈন্যে Adriatic অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া রোম অধিকৃত একাধিক অঞ্চল অবরোধ করিলে রোমান-গণ তাহার গতিরোধের চেষ্টা করে। উভয়পক্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। Hannibal-এর সহিত Italy, Spain ও Africa-তে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে রোমানগণের পক্ষে Macedon-এর বিরুদ্ধে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। দশ বৎসর পর্য্যন্ত অমীমাংসিতভাবে যুদ্ধ চলিবার পর উভয়পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী Philip ভবিষ্যতে Rome-এর মিত্রপক্ষভুক্ত কোন রাষ্ট্র আক্রমণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

যুদ্ধের কারণ ও ঘটনাবলী

দ্বিতীয় Macedonian যুদ্ধ (Second Macedonian War)

(২০০—১৯৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)

কারণ (**Causes**) :—প্রথম Macedon যুদ্ধের পর Macedon ও Rome-এর মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ম্যাসিডন অধিপতি Philip প্রথম যুদ্ধের পরাজয় চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি গোপনে শক্তিসঞ্চয় করিয়া Rome-এর সহিত পুনরায়

শত্রুতায় লিপ্ত হওয়ার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। **Hannibal**-এর সহিত রোমান-দের **Zama**-র রণক্ষেত্রে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া **Philip, Carthage**-এর সাহায্যার্থ সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর **Roman**-দের মিত্রপক্ষভুক্ত **Rhodes** ও **Pergamus** আক্রমণ করিয়াও **Philip** রোমানদের শত্রুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরিশেষে **Philip, Syria**-অধিপতি **Antiochus the Great**-এর সহযোগিতায় **Egypt** আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রোমানগণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক **Mommsen** বলেন যে, ইতিপূর্ব্বে **Rome** যতগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল তাহার কোনটাতেই এই প্রকার যুদ্ধঘোষণা করার ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না। এই হিসাবে দ্বিতীয় **Macedonian** যুদ্ধকে সর্ব্বাধিক ন্যায়সঙ্গত (**most righteous war that Rome ever waged**) যুদ্ধ বলা যাইতে পারে।

Rome-এর বিরুদ্ধে Philip-এর আক্রমণাত্মক নীতি

ঘটনা (**Incidents**) :—যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই **Philip, Athens** অবরোধ করিলে রোমানগণ উহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয়। প্রথম দুই বৎসরকাল অমীমাংসিতরূপে উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিবার পর **Consul Flaminius** রোমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। তিনি **Cynoscephalae**-র যুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলে ম্যাসিডন-অধিপতি সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ১৯৭ অব্দ)। সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী **Macedonian**-গণ (ক) গ্রীসের বিভিন্ন অধিকৃত অঞ্চল হইতে তাহাদের সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করিতে, (খ) **Rome**-এর নিকট তাহাদের যাবতীয় নৌ-বহর সমর্পণ করিতে, (গ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রভূত অর্থ দান করিতে এবং (ঘ) **Rome**-এর সম্মতি ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন অথবা যুদ্ধ ঘোষণা না করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

Cynoscephalae-র যুদ্ধে ম্যাসিডনবাহিনীর পরাজয়

সন্ধির সর্ত্তাবলী

ফলাফল (**Results**) :—Cynoscephalae-এর যুদ্ধে Macedon-এর পরাজয়ের ফলে ম্যাসিডনের বাহিরে **Philip**-এর আধিপত্য লোপ পাইল। **Macedon** অধিকৃত এই সকল অঞ্চল হইতে ম্যাসিডনীয় সামরিকবাহিনী প্রত্যাহার করায় উহার অধিবাসিগণ স্বাধীন বলিয়া গণ্য হইল। রোমানগণ ইচ্ছা করিলেই **Macedon** কবল-মুক্ত এই সকল অঞ্চলে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিত। কিন্তু গ্রীসের স্বাধীনতা লোপ করার কোন অভিপ্রায় তাহাদের ছিল

না। খ্রীঃ পূঃ ১৯৬ অব্দে গ্রীক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সম্মেলনে রোমান সেনানায়ক Flaminius দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, গ্রীসের সকল রাষ্ট্রকেই অতঃপর স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই ঘোষণার মর্ম্ম অনুযায়ী গ্রীস হইতে রোমান সৈন্যবাহিনীকে অপসারণ করা হইল।

গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা

রোমান সেনাপতি গ্রীসদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজনৈতিক মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। সমসাময়িক ইতিহাসে তাহাকে 'Liberator of the Hellenes' এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু মহান উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত এই নীতি কার্য্যক্ষেত্রে শুভফলপ্রসূ হয় নাই। গ্রীকজাতি তাহাদের পূর্ব্ব গৌরব হইতে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস এত অধিক মাত্রায় সঞ্চারিত হইয়াছিল যে, সহযোগিতার মনোভাব লইয়া স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে আত্মনিয়োগ করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে রোমান জাতি কৃপাপরবশ হইয়া যে স্বাধীনতা তাহাদিগকে দান করিয়াছিল সেই স্বাধীনতার মর্য্যাদা তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই।

গ্রীস সম্পর্কে Rome-এর উদারনীতি

তৃতীয় Macedonian যুদ্ধ (Third Macedonian War), ১৭১—১৬৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দ—দ্বিতীয় Macedonian যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও Philip Rome-এর প্রতি তাহার বৈরীভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই এবং তাহার পরাজয়কে চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি পুনরায় Rome-এর সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন। Antiochus-এর সহিত যুদ্ধে তিনি Romeকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার বিনিময়ে রোমানগণ তাহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করে নাই, এই অভিযোগক্রমে তিনি Rome-এর সহিত শত্রুতাচরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে শত্রুতা সাধনের পূর্ব্বেই Philip মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র **Perseus** Macedon-এর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া Perseus Rome-এর সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি Syria ও Bithynia-র অধিপতিদ্বয়ের সহিত মিত্রতা স্থাপন এবং গ্রীকজাতির সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্বীয় শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিলেন।

Macedon ও Rome-এর মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কারণ

তাহার কার্য্যকলাপে রোমানগণ স্বভাবতঃই ক্রমশঃ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় Pergamus-এর রাজা *Eumenes*, Perseus-এর বিরুদ্ধে রোমের Senate-অধিবেশনে প্রকাশ্য অভিযোগ আনয়ন করিলেন। Eumenes, Rome হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে Perseus-এর চক্রান্তে নিহত হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া Rome, Perseus-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে তৃতীয় Macedonian যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

Pergamus-রাজের হত্যা

ঘটনাবলী (Events):—যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে রোমানবাহিনী বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, বরং একাধিক যুদ্ধে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ১৬৯ অব্দে *Consul Q. Murcius Philippus* রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। পর বৎসর **Pydna**-র রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে রোমানবাহিনী সম্পূর্ণভাবে জয়ী হইল। এই যুদ্ধে রোমান-বাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন **Consul L. Aemilius Paullus.** তিনি বহুদর্শী, অভিজ্ঞ সেনানায়ক ছিলেন। তাহার নেতৃত্বগুণেই রোমান-বাহিনীর পক্ষে শত্রুসৈন্যকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছিল। কথিত আছে যে, এই যুদ্ধে ২০,০০০ Macedonian যোদ্ধা নিহত হইয়াছিল। Perseus পলায়নে অসমর্থ হইয়া রোমানগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। রোমের কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইল। রোমানগণ ম্যাসিডন রাজ্যকে চারিটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করিল।

Pydna-র যুদ্ধে Perseus-এর পরাজয়

ফলাফল (Results)—তৃতীয় Macedonian যুদ্ধের ফলে Macedon-এ রাজতন্ত্র শাসনের অবসান হইল এবং উক্ত রাজ্যকে চারিটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হইল। এই সকল প্রজাতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্র অতঃপর Rome-এর রাজকোষে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে কর প্রদান করিবে বলিয়া সাব্যস্ত হইল। গ্রীক ঐতিহাসিক Polybius-এর মতে Pydnaর যুদ্ধ হইতেই সার্ব্বভৌম রোমান সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হইল মনে করা যাইতে পারে। ("From the battle of Pydna Polybius dates the full establishment of the Roman Empire.") অতঃপর Rome-এর

Pydna-র যুদ্ধ সম্পর্কে Polybius-এর মন্তব্য

সার্ব্বভৌম শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারে এইরূপ আর কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র অবশিষ্ট রহিল না।

চতুর্থ বা শেষ Macedonian যুদ্ধ (Fourth or the Last Macedonian War, ১৪৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) Macedon-এর কোন কোন অংশে রোমান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ সংক্রামিত হইয়াছিল তাহার স্বযোগ লইয়া **Andriscus** নামক এক ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি Perseus-এর পুত্র ও উত্তরাধিকারীরূপে আত্মপরিচয় দিয়া Macedon-এর সিংহাসন দাবী করেন। এ দাবীর সমর্থনে তিনি রোমের সহিত যে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন তাহা চতুর্থ বা শেষ Macedonian-যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে রোমানগণ অতি সহজেই Andriscus-কে পরাজিত করিয়া সমগ্র Macedon অঞ্চলে তাহাদের সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্থাপন করে। অতঃপর Macedon রোমের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

শেষ Macedonian যুদ্ধের কারণ

Rome-এর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে Macedon প্রদেশ গঠন

রোম কর্ত্তৃক গ্রীস বিজয় (**Roman Conquest of Greece**) Pydna-র যুদ্ধের পর হইতে রোমানগণ গ্রীসের প্রতি তাহাদের পূর্ব্বাচরিত উদার নীতি পরিত্যাগ করিয়া শাসক-সুলভ কঠোর মনোবৃত্তি লইয়া নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে। Achaean League-এর সদস্যগণের মধ্যে Perseus-এর প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল, এই অভিযোগক্রমে রোমানগণ এক সহস্র স্বদেশ প্রেমিক Achaean-কে ইটালীতে নজরবন্দী অবস্থায় আটক করিয়া রাখে। সুদীর্ঘ ১৭ বৎসর কাল এই হতভাগ্য Achaean-গণ বন্দীদশায় কালাতিপাত করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে তাহারা যখন মুক্তিলাভ করিল তখন তাহাদের মধ্যে মাত্র তিনশত ব্যক্তি জীবিত ছিল। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বভাবতঃই Rome-এর প্রতি নানাভাবে তাহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। তাহাদের এই প্রচারকার্য্যের ফলে দক্ষিণ গ্রীসের সর্ব্বত্র রোমান শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল অসন্তোষ ঘনীভূত হইয়াছিল।

Achaean League-এর সহিত Rome-এর বিবাদের কারণ

মধ্য গ্রীস অঞ্চলে Aetolian League নামে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার সহিতও রোমানগণের সদ্ভাব ছিল না। অবশেষে সিরিয়া অধিপতি Antiochus-এর সহিত Rome এর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে

Aetolian League-এর সহিত Rome-এর বিরোধিতার কারণ

Aetolianগণ প্রকাশ্যে Syria-র সহিত যোগদান করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এই যুদ্ধে সিরিয়া পরাজিত হইলে রোমানগণ Aetolian League-এর প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র Ambracia অধিকার করিয়া লয় এবং Aetolian রাষ্ট্রসঙ্ঘ বে-আইনী ঘোষণা করিয়া বলপূর্ব্বক উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। অতঃপর মধ্য গ্রীস অঞ্চলে Rome-এর সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্থাপিত হয় (১৮৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)।

Achaean League-এর সহিত Sparta-র সদ্ভাব ছিল না। সীমানা লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রায়শঃই বিরোধ উপস্থিত হইত। ইটালী হইতে Achaean-গণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অব্যবহিত পরেই সীমানা লইয়া Sparta-র সহিত Achaean League-এর বিরোধ উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মীমাংসার জন্য উহা Rome-র নিকটে উত্থাপিত করা হয়। উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া রোমানগণ Sparta-র স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ইহাতে Achaean-গণ ক্রুদ্ধ হইয়া রোমান সালিশীদের অপমান করে।

Corinth-এর পতন

Corinth-এর অধিবাসিগণ এই ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। রোমানগণ প্রথমতঃ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু Corinthian-গণের দুর্ব্ব্যবহারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে Rome, Consul Metellus-এর অধীনে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। Metellus, Corinth-এর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াও কোন সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। পরবৎসর Mummius রোমানবাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করেন এবং Corinth নগরী অধিকার করিয়া উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। Corinth-এর পতনের পর Achaean League-এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ একটির পর একটি অধিকার করিয়া রোমানগণ সমগ্র

গ্রীসের স্বাধীনতা লোপ

Achaea অঞ্চলে আপন প্রভূত্ব স্থাপন করে। Achaea ও Aetolia-র পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অবসান হয় এবং গ্রীস রোমের শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয় (খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দ)।

রোমের সহিত Syria-র যুদ্ধ (Rome's war with Syria) :—

কারণ (Causes)—সিরিয়া-অধিপতি তৃতীয় Antiochus এশিয়া মাইনর ও Thrace অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হইলে রোমানগণের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইতিপূর্ব্বেই Hannibal-কে আশ্রয় দান করিয়া Antiochus রোমোনগণের শত্রুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

Antiochus-এর সহিত রোমানগণের শত্রুতার কারণ

অতঃপর Antiochus স্বীয় শক্তিবৃদ্ধি কামনায় ম্যাসিডন অধিপতি পঞ্চম Philip-এর সহযোগিতায় Egypt আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে Rome-এর সহিত তাহার শত্রুতার সম্ভাবনা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে Aetolian-গণ যখন Rome-এর প্রতি শত্রুতাবশতঃ Antiochus-কে গ্রীস হইতে রোমান প্রভুত্ব বিলোপ করিতে আহ্বান করে তখন Antiochus তাহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া Rome-এর সহিত সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলেন। দ্বিতীয় Macedonian যুদ্ধে Aetolian-গণ Philip-এর বিরুদ্ধে Rome-কে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে তাহারা Rome-এর নিকট হইতে আশানুরূপ পুরস্কার লাভ করে নাই। এই কারণে Aetolian গণ এক্ষণে Rome-এর সহিত শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হইতে অভিলাষী হইয়াছিল। একক অবস্থায় Rome-এর শক্তির সম্মুখীন হওয়া নিরাপদ নহে মনে করিয়া তাহারা Antiochus-এর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। Antiochus-এর সহিত পূর্ব্ব হইতেই Rome-এর অসদ্ভাব চলিতেছিল। এই কারণে সিরিয়া-অধিপতি বিনা দ্বিধায় তাহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Antiochus-এর গ্রীসে উপস্থিতি

খ্রীঃ পূঃ ১৯১ অব্দে Aetolian-গণের আহ্বান ক্রমে Antiochus সসৈন্যে গ্রীসে উপস্থিত হইলে রোমানদের সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে Sparta-র অনধিকারী রাজা Nabisও Syria-র পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন।

Thermopylae-র যুদ্ধে Syrian বাহিনীর পরাজয়

ঘটনাবলী (Incidents)—Antiochus যখন গ্রীসে অবতরণ করেন তখন তাহার সৈন্যবাহিনীতে দশ সহস্র যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধের প্রথম বৎসর রোমানগণ বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু পর বৎসর Consul *Acilius Glabrio* রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং **Thermopylae**-র রণক্ষেত্রে Antiochus ও মিত্রবাহিনী রোমানগণের হস্তে চূড়ান্তভাবে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। অতঃপর Antiochus এশিয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রোমানগণ তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া Consul *Lucius Scipio*-এর নেতৃত্বে তাহার সৈন্যবাহিনীকে পুনরায় **Magnesia**-র যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে (খ্রীঃ পূঃ ১৯০ অব্দ)। উপর্য্যুপরি পরাজয়ের ফলে Antiochus, Rome-এর সহিত শত্রুতা পরিহার করিয়া সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী তিনি Syria ভিন্ন সমগ্র Asia Minor

Magnesia-র যুদ্ধে Antiochus-এর পরাজয়

ছাড়িয়া দিতে, দশটি ভিন্ন সমুদয় যুদ্ধ জাহাজ সমর্পণ করিতে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৫,০০০ স্বর্ণ মুদ্রা (talents) দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। Rome-এর সর্ব্বপ্রধান শত্রু Hannibal, Syria-র রাজদরবার হইতে বহিষ্কৃত হইলেন।

সন্ধির সর্ত্তাবলী

এশিয়ার শাসন ব্যবস্থা (Administration of Asiatic Dominions):—Antiochus-এর পরাজয়ের ফলে Syriaসাম্রাজ্যের অধীনস্থ এশিয়া মাইনরে রোমান প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। রোমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি সমিতির উপর এশিয়া মাইনরের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করা হইল। রোম এই দূর অঞ্চলের প্রত্যক্ষ শাসনদায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার বিরোধী ছিল। কিন্তু পরোক্ষভাবে ঐ সমুদয় অঞ্চলে রোমান আধিপত্য বজায় রাখিবার অভিপ্রায়ে Rome বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য নীতি (Policy of balance of power) অবলম্বন করিল। ভবিষ্যতে যাহাতে পুনরায় Syria-র প্রাধান্য স্থাপিত না হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে Rome এশিয়া মাইনর অঞ্চলে Antiochus-এর অধীনে যে সকল প্রদেশ ছিল তাহা Pregamus ও Rhodes-এর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিল। এই দুইটি রাষ্ট্র Rome-এর প্রতি অনুগত ছিল এবং Syrian যুদ্ধে Rome-কে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল। Pergamus ও Rhodes ভিন্ন Asia Minor অঞ্চলে যে সকল গ্রীক নগর অবস্থিত ছিল তাহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইল। অন্যান্য যে সকল রাষ্ট্র Syria-র প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল তাহদের বিরুদ্ধে Rome শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিল। Cappadocia-র রাজার করের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং Bithynia ও Galatia রাজ্যের সামরিক শক্তি হ্রাস করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে এশিয়া মাইনর অঞ্চলে পরোক্ষভাবে রোমান প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

এশিয়াটিক অঞ্চলে প্রবর্ত্তিত রোমান শাসন পদ্ধতি

তৃতীয় Punic যুদ্ধ (Third Punic War, ১৪৯—১৪৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)

কারণ (Causes):—দ্বিতীয় Punic যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে Carthage-কে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কার্থেজবাসিগণ একেবারে ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। Hannibal-এর সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে তাহারা পুনর্গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল এবং অনতিকাল মধ্যে অসামান্য উৎসাহ ও কর্ম্মদক্ষতা-গুণে পুনরায় অর্থ ও বাণিজ্যসম্পদ বৃদ্ধি করিয়া Rome-এর অপরিসীম উদ্বেগ সৃষ্টি করিল। Carthage-এর এই অভাবনীয় শক্তিবৃদ্ধিতে রোমানগণ অত্যন্ত

শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল ; তাহারা গোপনে Carthage-এর প্রতিবেশী Numidia রাজ্যের অধিপতি *Masannasa*-কে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিয়া Carthage-এর অধিকৃত অঞ্চল ক্রমশঃ দখল করিয়া লইতে প্ররোচিত করিল। Rome-এর নিকট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া Masannasa, Carthage-এর অধিকারভুক্ত অঞ্চলে আপন প্রভুত্ব বিস্তারে উদ্যত হইলেন। কার্থেজবাসিগণ Numidia অধিপতির এই শত্রুতার বিরুদ্ধে Rome-এর নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে রোমানগণ তাহাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করিল না। এই অবস্থায় কার্থেজবাসিগণ নিজেদের দায়িত্বে Numidia-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্র Rome উভয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন কামনায় এক কমিশন (Commission) প্রেরণ করে। কিন্তু এই Commission-এর সিদ্ধান্ত Carthage-এর মনঃপূত হয় নাই। তাহারা Rome-র মধ্যস্থতা প্রত্যখ্যান করে। ইতিমধ্যে Rome-য়ে এক নূতন রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হয়, তাহারা মনেপ্রাণে অবিলম্বে Carthage-এর ধ্বংস কামনা করিত। এই দলের নায়ক ছিলেন Cato। Carthage-এর প্রতি তাহার বিদ্বেষ অপরিসীম ছিল। তিনি যখনই জনসমক্ষে কোন বক্তৃতা করিতেন তখনই '*Carthago delenaa est*' (Carthage নিপাত যাউক) এই কয়টি কথায় তাহার বক্তৃতা পরিসমাপ্তি করিতেন। রোমের রাজনীতিতে সাময়িকভাবে এই দলের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের আগ্রহাতিশয্যে রোমের Senate, Carthage-এর সহিত শক্তিপরীক্ষার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

Numidia-র সহায়তায় Rome কর্তৃক Carthage-এর বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

Carthage-এর প্রতি Cato-র আপোষ-বিরোধি মনোভাব

ইতিমধ্যে Masannasa, Carthage-এর অধিকারভুক্ত কতক অঞ্চল দখল করিয়া Carthage-এর অভিজাততান্ত্রিক দলের নেতৃত্বে নূতন শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন। এই অভিজাততান্ত্রিক দল রোমের সহিত সদ্ভাব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিল। তাহারা Rome-এর দাবী অনুসারে ৩০০ কার্থেজিয়ান যুবককে রোমে প্রতিভূ স্বরূপ প্রেরণ করিয়া আনুগত্য প্রকাশ করিল। কিন্তু ইহাতেও Rome-এর কার্থেজ-বিদ্বেষ প্রশমিত হইল না। তাহারা দাবী করিল যে, কার্থেজবাসিগণকে Carthage নগরী ত্যাগ করিয়া সমুদ্র উপকূল হইতে অন্ততঃ দশ মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গিয়া নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে হইবে।

Carthage-এর নিকট Rome-এর অযৌক্তিক দাবী

এই দাবী অত্যন্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ছিল। এইরূপ অযৌক্তিক দাবী Carthage-এর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাহারা এই দাবী প্রত্যাখ্যান করিলে Rome তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ তৃতীয় Punic যুদ্ধ নামে পরিচিত।

ঘটনাবলী (Incidents):—Rome, Carthage-এর প্রতি যেরূপ অসঙ্গত আচরণ করিয়াছিল তাহাতে কার্থেজবাসিগণ একযোগে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া Rome-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর অধিবাসী অদম্য মনোবল লইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। দুই বৎসর ধরিয়া কার্থেজবাসিগণ প্রচণ্ড বিক্রমে শত্রুবাহিনীর প্রতিরোধ করিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত Rome-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ সৈন্যবাহিনীর নিকট কার্থেজীয়বাহিনী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব করিয়াছিলেন Hannibal-বিজয়ী Scipio Africanus-এর ভ্রাতুষ্পুত্র Publius Scipio। তিনি যুদ্ধ জয় করিয়া সসৈন্যে Carthage নগরে প্রবেশ করিলেন ও অগ্নি সংযোগে উহা বিনষ্ট করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলেন (খৃঃ পূঃ ১৪৬ অব্দ)। এই ভাবে ইতিহাস-বিশ্রুত Carthage-নগরী নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে ধ্বংসস্তূপে পরিণতি লাভ করিল। Carthage-এর প্রতি আচরণে রোমান কর্তৃপক্ষ অকারণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

Carthage-এর পতন

ফলাফল—Carthage-এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে Rome-এর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। (*"With the fall of Carthage Roman history enters on a new period"*)। এতদিন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোম আপন আধিপত্য বিস্তারে চেষ্টিত ছিল। দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের অবসানে এই প্রচেষ্টা কতকাংশে সফলও হইয়াছিল। কিন্তু Carthage-এর অস্তিত্ব বজায় থাকা অবস্থায় সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে Rome-এর অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে Carthage-এর চূড়ান্ত পতনের ফলে Rome-এর প্রাধান্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এই প্রকার কোনও শক্তি আর অবশিষ্ট রহিল না। খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দ হইতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সর্ব্বত্র রোমের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। Macedon ইতিপূর্ব্বেই Rome-এর শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল এবং গ্রীসের অন্যান্য অঞ্চলেও রোমের সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। Syria অধিপতি Antiochus

Carthage-এর পতনের তাৎপর্য্য

পরাজিত হইয়া এশিয়া মাইনরে তাহার অধিকারভুক্ত অঞ্চল Rome-কে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এক্ষণে Carthage ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় Rome-এর সার্ব্বভৌম আধিপত্য ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

পশ্চিম অঞ্চলে রোমের যুদ্ধ (Rome's war in the West); উত্তর ইটালীতে রোমের অভিযান (Rome's war in North Italy, ১৩০-১৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ):—Rome যখন গ্রীক অধ্যুষিত প্রাচ্য জগতে আপন সার্ব্বভৌম আধিকার বিস্তারে রত ছিল তখন উত্তর ইটালীতে রোমান প্রভুত্বের বিরুদ্ধে Gaul ও Liguria অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন Hannibal. এই দুইটি অঞ্চল ভিন্ন রোমানগণকে এই সময়ে Spain, Sardinia ও Adriatic অঞ্চলেও বিদ্রোহীদলের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহীদলকে স্ববশে আনিবার জন্য রোমান-গণকে এই সময়ে যে সকল যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল :

দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী কালে Rome-এর সহিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের যুদ্ধ

(১) Gallic যুদ্ধ (The Gallic War, ২০০-১৯১ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)—দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই Hamilcar নামক জনৈক কার্থেজেনিয়ান নেতার প্ররোচনায় Gaul দেশের অধিবাসী Insubres, Boii ও Cenomani নামে পরিচিত তিনটি উপজাতি রোমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পূর্ব্ব হইতেই রোমের প্রতি ইহাদের আন্তরিক আনুগত্যের অভাব ছিল। ইহারা Placentia অধিকার করিয়া Cremona-র রোমান উপনিবেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে রোম ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং একাধিক যুদ্ধে Insubres ও Cenomani-দের পরাজিত করিয়া উহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে। Boii উপজাতি ইহার পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। পরাজিত শত্রুগণের প্রতি রোম অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল। রোমের অধীনে বাস করার ফলে কালক্রমে ইহারা রোমের ভাষা ও আচারব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা যে অঞ্চলে বাস করিত তাহা লইয়া রোমের অধীনস্থ Cisalpine Gaul নামক প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

রোমানগণের হস্তে Boii, Insubres প্রমুখ উপজাতির পরাজয়

(২) Ligurian যুদ্ধ (The Ligurian War):—Alps ও সমুদ্রোপকূলের মধ্যবর্ত্তী ভূ-ভাগে Ligurian উপজাতি বাস করিত। তাহারা

Gaul জাতির সহিত যোগদান করিয়া রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। এই কারণে Rome তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ আট বৎসর কাল ধরিয়া চলিয়াছিল। প্রথমভাগে কোন পক্ষেই চূড়ান্তভাবে জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় নাই। অবশেষে রোমানগণই জয়লাভ করে। ভবিষ্যতে যাহাতে এই অঞ্চলে শান্তির ব্যাঘাত না হইতে পারে এই কারণে Liguria-র বহু অধিবাসীকে তাহাদের পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া সমতল অঞ্চলে বাস করিতে আদেশ দেওয়া হইল। এই যুদ্ধের ফলে Po উপত্যকার সর্ব্বত্র Rome-এর অপ্রতিহত আধিপত্য পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল।

রোম কর্তৃক Liguria বিজয়

গল ও Ligurian উপজাতিদের সহিত এই যুদ্ধের ফলে উত্তর ইতালী অঞ্চলে কেবল যে রোমের রাজনৈতিক প্রভুত্বই স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নহে, এই অঞ্চলে রোমান সভ্যতার বিস্তারও হইয়াছিল।

(৩) **Spain-এ রোমের অভিযান (Roman Campaigns in Spain, প্রথম পর্ব্ব ১৯৫—১৭৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)** দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের ফলে Spain-এ কার্থেজের প্রভুত্বের অবসান হইয়া রোমান প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু Carthage-এর আধিপত্য লোপ পাওয়ার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত Spain-এর সমগ্র অঞ্চলে রোমান প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। Celtiberian, Cantabrian, Lusitanian প্রমুখ উপজাতি বহুদিন অবধি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া Rome-এর বশ্যতা স্বীকার করে নাই। Spaniard-গণের ধারণা হইয়াছিল যে, কার্থেজের আধিপত্য লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু রোম যখন Spain-এর অধিবাসিগণের উপর কর ধার্য্য করিল তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, Rome-এর নিকট হইতে তাহারা স্বাধীন জাতির মর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করিতে পারিবে না। রোমের পক্ষেও Spain-এর সর্ব্বত্র প্রাধান্য স্থাপন সহজসাধ্য ছিল না। Spain-এর এলাকা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। সমস্ত এলাকা জুড়িয়া রোমান উপনিবেশ স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিরূপে Spaniard-গণের সুনাম ছিল। Spain-এর প্রাকৃতিক অবস্থান বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর চলাচলের উপযোগী ছিল না। এই সকল কারণে Spain-কে শাসনাধীনে আনিতে রোমানগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৯৭ অব্দে Spain-এ রোমান শাসনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম

রোমান অগ্রগতির বিরুদ্ধে Spaniard-গণের বাধাদান

বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। বিদ্রোহ দমনের জন্য রোম হইতে যে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন **Marcus Porcius Cato**। তিনি বিদ্রোহীদলকে একাধিক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নানাপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। Cato-র পর Spain-এ রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন **Tiberius Sempronius Gracchus**। একদিকে সমরকুশল যোদ্ধা, অপরদিকে বিচক্ষণ রাজনীতিকরূপে তাহার প্রভূত খ্যাতি ছিল। তিনি বিদ্রোহী Spaniard-গণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা স্বেচ্ছায় রোমের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল তাহাদের সহিত তিনি অতিশয় ঔদার্য্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার সুশাসনগুণে Spain-এর অধিকাংশ অঞ্চলেই শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে ১৭৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে Spain-কে রোমের শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত করা হইল।

Spain-এ Cato-র শাসনকাল

T Sempronius-এর শাসন

Spain-এরোমান শাসন

(৪) **Sardinian যুদ্ধ, ১৭৭—১৭৫ খ্রীঃ পূঃ অব্দ** :—খ্রীঃ পূঃ ১৭৭ অব্দে Sardinia ও Corsica-তে রোমানগণের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। Tiberius Sempronius Gracchus-কে এই বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। তিনি দুই বৎসরকাল ক্রমাগত চেষ্টার ফলে বিদ্রোহীদের দমন করিয়া এই দুইটি দ্বীপে রোমান প্রাধান্য পুনরায় স্থাপিত করেন। বিদ্রোহীদলের বহুসংখ্যক লোক যুদ্ধবন্দীরূপে রোমে আনীত হইয়াছিল।

রোম কর্তৃক Sardinia-র বিদ্রোহ দমন

(৫) **The Istrian War, ১৭৮ খৃঃ পূঃ অব্দ**—Istrian উপজাতি Adriatic উপসাগরের উপকূল অঞ্চলে বসবাস করিত। প্রথম Punic যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই অঞ্চলে রোমান প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। Gaul প্রদেশের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই অঞ্চলে অবিসম্বাদী প্রাধান্য স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে খ্রীঃ পূঃ ১৭৮ অব্দে রোমানগণ প্রচলিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিলে **Istrian**গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। Rome কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া সমগ্র Adriatic অঞ্চলে

Istrianগণের বিদ্রোহ দমন

তাহাদের অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপন করে। ইহার পর এই অঞ্চলে রোমান শাসনের বিরুদ্ধে আর কোন বিদ্রোহ হয় নাই।

(৬) স্পেনে রোমান আধিপত্য বিস্তার—দ্বিতীয় পর্ব্ব, ১৭৯—১৩৩ খ্রীঃ পূঃ অব্দ

Spain-এ রোমান আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে উহাকে **Further Spain** ও **Hither Spain** নামক দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনভার একজন Praetor-এর উপর অর্পণ করা হইয়াছিল এবং প্রদেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিসমূহে সৈন্য সমাবেশের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও বহুকাল পর্য্যন্ত Spain-এ রোমান প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সময় ও সুযোগ পাইলেই Spain-এর অধিবাসিগণ Rome-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিত। Cato ও Tiberius Sempronius Gracchus এই সকল বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহারা দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। অবশ্য Tiberius নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ভূমিসংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা পঁচিশ বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

Spain-এর প্রদেশ বিভাগ

Gracchus-এর সংস্কারের ফলে অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ ১৫৪ অব্দে Further Spain-এ **Lusitanian** ও Hither Spain-এ **Celtiberian**-গণ রোমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। Lusitanian বিদ্রোহ দমনের ভার লইয়াছিলেন Praetor Galba। তিনি বিদ্রোহীদলের নায়কগণকে এক সম্মেলনে ডাকিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাহাদিগকে হত্যা করেন। এই ঘটনায় Lusitanianগণের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন **Viriathus** নামক এক স্বদেশপ্রেমিক যুবাপুরুষ। তিনি সাত বৎসরকাল অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুবাহিনীর সকল আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত করিয়াছিলেন। অবশেষে শত্রুপক্ষের চক্রান্তে ধৃত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে

Rome-এর সহিত Lusitanian-দের যুদ্ধ

Viriathus-এর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর কিছুকাল পরেই Lusitanian-গণ রোমের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় (১৩৮ খ্রীঃ পূঃ অব্দ)।

রোমের সহিত পূর্ব্বে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া **Segada** নামক নগরের অধিবাসিগণ তাহাদের নগরের চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে উদ্যত হইলে Rome-এর সহিত তাহাদের বিরোধিতা আরম্ভ হয়। এই বিরোধে **Celtiberian**গণ Rome-এর বিরুদ্ধে Segadaর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে রোমানগণ বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। বরং একাধিক যুদ্ধে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি পরাজিত রোমান সেনাপতিকে Celtiberianদের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু Senate এই সন্ধি গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহারা শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইল। এই যুদ্ধের পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন Scipio Africanus junior।

Numantine যুদ্ধে Rome-এর পরাজয়

তাহার সুদক্ষ নেতৃত্বগুণে শত্রুপক্ষ পরাজিত হইল। Celtiberianদের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল Numantia নগর। Scipio এই নগর অধিকার করিয়া উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিলেন। Celtiberianগণের আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এই যুদ্ধে সাফল্যলাভের ফলে সমগ্র Spain অঞ্চলে রোমান প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এশিয়ায় রোমান প্রভুত্ব স্থাপন—Syria-অধিপতি Antiochus-কে পরাজিত করিয়া Rome তাহার এশিয়া মহাদেশস্থ অধিকারভুক্ত অঞ্চল, Rhodes ও Pergamus-এর মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। Pergamus-এর শেষ রাজা Attalus মৃত্যুশয্যায় এক উইল করিয়া এশিয়াটিক অঞ্চল সহ তাহার সমগ্র রাজ্য রোমকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই দানপত্র অনুসারে রোম এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারে উদ্যত হইলে *Aristonicus* নামক Attalus-এর এক আত্মীয়

রোমের শাসনাধীনে এশিয়ার প্রদেশ

Attalus-এর উত্তরাধিকারীরূপে তাহার সম্পত্তি দাবী করেন। ইহার ফলে Rome তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। তিন বৎসরকাল যুদ্ধ চলিবার পর Aristonicus পরাজিত হইলেন এবং এশিয়াটিক অঞ্চল সহ Pergamus-রাজ্য রোমের শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হইল (খ্রীঃ পূঃ ১২৯ অব্দ)।

খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে ভূমধ্যসাগরের কেন্দ্রস্থলরূপে Rome:—খ্রীষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের মধ্যভাগে Tiber নদীর তীরে মাত্র পাঁচ মাইল পরিধি লইয়া যে

নগর স্থাপিত হইয়াছিল কালক্রমে তাহার আধিপত্য Latium ও উত্তর ইটালী অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসরকালের মধ্যে উহার অধিকার মধ্য ও দক্ষিণ ইটালী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ইটালীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে রোম ইটালীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর ইটালী অতিক্রম করিয়া রোমান আধিপত্য ক্রমশঃ চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। Carthage-এর সহিত যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রথমে Sicily দ্বীপ ও পরে Sardinia ও Corsica, Rome-এর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। অনতিকালমধ্যে Spain অঞ্চলেও রোমান প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে Macedon ও গ্রীস, রোমের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১৪৬ অব্দে তৃতীয় Punic যুদ্ধে Carthage-এর চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলে আফ্রিকা অঞ্চলেও রোমের সার্ব্বভৌম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। Pergamus-রাজ Attalus-এর মৃত্যুর পর এসিয়াটিক অঞ্চল রোমের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনীত হইল। এইভাবে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে Rome-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে Rome পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইল। এই সাম্রাজ্যস্থাপনে একদিকে রোমের সামরিক প্রতিভা ও অন্যদিকে রাজনৈতিক সংগঠন শক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে রোমান আধিপত্য

রোমান জাতি অপরিসীম অধ্যবসায় ও অনমনীয় মনোবলের জন্যই প্রাচীন জগতের জাতিসমূহের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্যের শাসনভার যাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল, শাসন ও সংরক্ষণ কার্য্যে তাহারা অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। রোমানদের এই সাফল্যলাভের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া Prof. Shuckburgh যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাহার বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—"Her career has been marked by much bloodshed, and what we may often call crime. But her people have shown great qualities,—not only dogged persistence and invincible perseverance in the face of disaster and defeat, but, what better accounts for her success, a real faculty of government, and on the whole, an enlightened view as to the management and improvement of her acquired dominions."

রোমের সাফল্যের কারণ

Studies and Questions

1. Bring out the salient features in the state of the Eastern world when Rome came into contact with it.

2. What was the political condition of Greece after the Second Punic War ? (C. U. 1912)

3. Why has the Second Macedonian War been described as the most righteous war that Rome ever fought ?

4. What was the policy announced by Flaminius at Cynoscephalae ? Was it followed ? (C. U. 1912)

5. Write a narrative of Roman relations with Macedon from 209 B. C. to 146 B. C. (C. U. 1916)

6. Briefly describe the part played by the Achaean and the Aetolian Leagues in the struggle for Greek independence against Rome. (C. U. 1915)

7. Discuss the causes and consequences of Rome's war with Antiochus III of Syria.

7. What led to the Third Punic War ? What were its results ?

9. With the fall of Carthage, Roman history enters on a new period." Elucidate.

10. Write a narrative of Rome's relations with Spain from 179 to 133 B. C.

সপ্তম অধ্যায়

রোমান রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য—(খ্রীঃ পূঃ ২৬৫-১৩৩ অব্দ)
(The Roman State and the Empire)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় Punic যুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তীকাল মধ্যে রোমের রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্য গঠন ও শাসন প্রণালীতে বিরাট ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিকে যেমন পৃথিবীব্যাপী রোমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই রোমের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ শাসন-প্রণালীতে নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। এই যুগের রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের ইতিহাসে যে কয়টি বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য, তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

(ক) **Senate-এর প্রাধান্য** (Ascendancy of Senate):—খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৮৭ হইতে ১৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত রোমের শাসনতন্ত্রে Senate সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে রোমকে অনবরত বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ পরিচালনার এই গুরু দায়িত্ব Senate ভিন্ন অপর কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে বহন করা সাধ্য ছিল না। যুদ্ধের ফলে দেশ দেশান্তরে রোমের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। প্রদেশ সমূহে শাসন সংক্রান্ত যে সকল জটিল সমস্যার উদ্ভব হইত ম্যাজিষ্ট্রেট বা জনপরিষদ কেহই Senate-এর ন্যায় নিপুণ ভাবে ইহাদের সমাধান করিতে পারিত না। Senate-এর সদস্যগণ সকলেই বহুদর্শী ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তাহারা প্রাদেশিক শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিতেন। পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনাও তাহাদের কৃতিত্ব সর্ব্বজনবিদিত ছিল। এই কারণে Senate-এর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া রাষ্ট্র মধ্যে উহা অদ্বিতীয় প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছিল।

Senate-এর প্রাধান্য লাভের কারণ

(খ) **Tribunate-এর ক্ষমতা হ্রাস**—Patrician-Plebeian সংগ্রাম চলিবার কালে Tribune পদের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহারা Plebeian কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন এবং Plebeianদের স্বার্থরক্ষা করা ইহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল। Patrician-Plebeian সংগ্রামের পর যখন দুইটি সম্প্রদায় সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইল, তখন Tribune পদের মর্য্যাদা ও গুরুত্ব কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও উহার লোপ সাধন করা হয় নাই। Tribuneগণ তখন সাধারণ শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সাধারণতঃ, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষাকল্পে যে সকল প্রস্তাব আনীত হইত তাহা Comitia Tributaতে Tribuneদের মারফত উত্থাপন করা হইত। তাহাদের Veto ক্ষমতাও অব্যাহত ছিল। রাষ্ট্র হইতে তাহাদের দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে Senate-এর আধিপত্য বিস্তারের ফলে Tribuneদের ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতার ক্ষেত্র বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। Tribuneগণ সংখ্যায় বহু ছিলেন। সর্ব্বদা সহযোগিতার মনোভাব লইয়া তাহারা একযোগে কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিতেন না। ইহা ব্যতীত Tribuneগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ব্বাচিত হইতেন। Senate-এর সদস্যগণ আজীবন স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। এই সকল কারণে রাষ্ট্র-শাসনক্ষেত্রে

ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতা হ্রাসের কারণ

উত্তরোত্তর Senate-এর ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে Tribuneদের ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতা হ্রাস পাইয়াছিল।

রোমান গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ (Character of the Roman Government) প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক Polybius রোমান গভর্ণমেণ্টের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রোমান শাসনতন্ত্রে—রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করা হইয়াছিল। নামে রোম প্রজাতন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্র হইলেও কার্য্যতঃ উহা অভিজাততন্ত্র বা Oligarchy ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। পূর্ব্বে একমাত্র সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণই রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। পরে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছিল, এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় ভিন্ন অপরাপর ব্যক্তিরাও রাষ্ট্রমধ্যে অধিকতর মর্য্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ সকল শ্রেণীর নাগরিক সমান অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। যাহারা বিত্তশালী তাহারাই রাষ্ট্রশাসনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেন। দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর পক্ষে শাসন কার্য্যে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। রোমের ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বেতনভুক ছিলেন না। এই কারণে সাধারণ শ্রেণীর লোকের পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করা সাধ্য ছিল না। Senate-এও সাধারণ লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। যাহারা এককালে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে শাসনকার্য্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন কেবল মাত্র তাহারাই Senate-এর সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন। Comitia Centuriata যে ভাবে গঠিত হইয়াছিল তাহাতেও ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্যই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে সংখ্যানুপাতে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রোম নামে প্রজাতন্ত্র (Republic) হইলেও কার্য্যতঃ উহাতে ধনী অভিজাতশ্রেণীর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রোমান গভর্ণমেণ্ট নামে প্রজাতন্ত্র কার্য্যতঃ অভিজাততন্ত্র

প্রাদেশিক শাসনপদ্ধতি (System of Provincial administration)—ইটালীর বাহিরে Rome-এর অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে Rome-এর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। Senate-এর নির্দ্দেশক্রমে রোমান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ এই সকল প্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ Senate কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং তাহাদের কার্য্যাবলীর জন্য তাহারা Senate-এর নিকট দায়ী থাকিতেন। যে সকল প্রদেশের জনসংখ্যা বিপুল এবং সামরিক গুরুত্ব অধিক ছিল,

তথায় সাধারণতঃ Consul পদবীধারী উচ্চপদস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইতেন। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশসমূহের শাসনভার Praetor-গণের উপর ন্যস্ত করা হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্ব স্ব এলাকার শান্তিরক্ষা ও কর সংগ্রহের জন্য দায়ী থাকিতেন। তাহারা এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। প্রদেশ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র এক শাসননীতি অবলম্বিত হইত না। সামরিক ও আর্থিক তারতম্য অনুসারে প্রদেশসমূহের শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত। কোন কোন প্রদেশের অধিবাসিগণকে করদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। অধিকাংশ প্রদেশেই শস্য অথবা নগদ অর্থ দ্বারা জনসাধারণকে Rome-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে বলা হইত। প্রদেশভেদে করের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইত। প্রদেশপালগণ সাধারণতঃ স্থানীয় প্রথা ও আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। কিন্তু বৈদেশিক-নীতি পরিচালনায় প্রদেশের অধিবাসিগণকে কোন প্রকার স্বাধীনতা দেওয়া হইত না। রোমের অনুমতি ভিন্ন তাহারা পরস্পরের সহিত বাণিজ্য সম্পর্কও স্থাপন করিতে পারিত না।

প্রাদেশিক শাসনপ্রণালী ও উহার বৈশিষ্ট্য

আইনতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা Senate-এর নির্দ্দেশ অনুযায়ী শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ প্রদেশপাল অনেক সময়ে স্বেচ্ছাচারী ভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। Rome হইতে দূরস্থিত প্রদেশসমূহে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল না। প্রাদেশিক শাসকের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করা দুঃসাধ্য ছিল। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া প্রদেশপালগণ অনেক সময় দায়িত্বহীনভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। বহু ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসন কুশাসনের নামান্তর মাত্র ছিল। কর সংগ্রহের প্রথাও বিশেষ ত্রুটীপূর্ণ ছিল। *Publicani* নামক কর্ম্মচারিগণের উপর কর আদায়ের ভার ন্যস্ত ছিল। ইহারা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চল হইতে কি পরিমাণ অর্থ রাজকোষে জমা দিবেন তাহা প্রতি বৎসর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া স্থির করিতেন। চুক্তিকৃত অর্থ রাজ সরকারে জমা হইল কিনা ইহাই মাত্র শাসকশ্রেণীর লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ অঞ্চল হইতে কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হইল এতৎসম্পর্কে তাহারা কোন অনুসন্ধান করিতেন না। ফলে কর আদায়কারিগণ অধিক পরিমাণে যত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতেন। ইহাতে জনসাধারণের নির্য্যাতনের সীমা থাকিত না।

প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার দোষত্রুটি

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার এই ত্রুটী দূরীভূত করার কোনও চেষ্টা হয় নাই। **Augustus** সর্ব্বপ্রথম সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রাদেশিক শাসন কার্য্য পরিচালনার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য দেশ বিজয়ের ফলাফল (**Effects of Eastern conquests of Rome**)—গ্রীক-অধ্যুষিত প্রাচ্যদেশে রোমান প্রাধান্য স্থাপনের ফল সুদূর-প্রসারী হইয়াছিল। সুপ্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া রোমানগণ সভ্যতর জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করিয়াছিল। রোমান শিক্ষার্থিগণের মধ্যে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের বহুল প্রচার হইয়াছিল। গ্রীক সভ্যতার নানাবিধ অবদান রোমের শিক্ষিত সমাজকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বিজয়ী রোমানজাতি বিজিত গ্রীকজাতির উন্নততর সংস্কৃতির প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারে নাই, এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে "*Captive Greece captured her Captor*". কিন্তু গ্রীক সভ্যতার এই প্রভাব রোমের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণের মধ্যে ইহা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয় নাই। সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে গ্রীক সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাহারা গ্রীক সভ্যতার বহিরাবরণ দেখিয়াই আকৃষ্ট হইয়াছিল; উহার অন্তর্নিহিত মূল্য অনুধাবন করিতে পারে নাই। এই কারণে গ্রীক জাতির সংস্পর্শে আসিয়া রোমান জনসাধারণের কোন নৈতিক উন্নতি হয় নাই; বরং এই সময় হইতে তাহাদের সমাজে নানা অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় আদর্শ ও ন্যায়ের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা তাহাদের মধ্যে আর ছিল না। গ্রীকজাতির অনুকরণে তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা ও আয়াসপ্রিয়তার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনপ্রণালী ত্যাগ করিয়া রোমানগণ কৃত্রিম ও ব্যয়বহুল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম ও পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত সংস্কারের প্রতি তাহারা ক্রমশঃই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছিল। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের রন্ধ্রে অনাস্থার বিষ ক্রমশঃ সংক্রামিত হইয়া সমগ্র জাতির জীবনকে দূষিত করিয়া তুলিয়াছিল। মল্লযুদ্ধ (**Gladiatorial Combat**) ও সুরা দেবতা বা **Bacchus**-এর উদ্দেশ্যে উৎসব করার প্রথা এই সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। রোমান সমাজে কি প্রকার অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

রোমে গ্রীক সভ্যতার প্রভাব

উহার কুফল

সামাজিক জীবনের উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব

Populare বনাম Optimate সংগ্রাম

দেশ দেশান্তরে রোমের প্রাধান্য বিস্তারের ফলে রাষ্ট্রে প্রভূত ধনাগম হইয়াছিল। কিন্তু এই ধন সকল শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয় নাই। ইহার ফলে রোমের সমাজে শ্রেণী সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। **Populare** বনাম **Optimate**-দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই শ্রেণীসংগ্রামের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

রাজনৈতিক জীবনের উপর গ্রীক সভ্যতার প্রভাব

গ্রীস বিজয়ের পর হইতে রোমের রাজনৈতিক জীবনেও দুর্নীতি ও অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল। যে কায়েমী স্বার্থের সমর্থক-দলের হস্তে শাসনকার্য্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহারা জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি একেবারেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। ফলে শাসক ও শাসিত শ্রেণীর মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। রাষ্ট্রের কর্ম্মচারিগণ পূর্ব্বের ন্যায় আচারনিষ্ঠ ছিলেন না। তাহাদের মধ্যে সততার অভাব ঘটিয়াছিল। তাহারা অসঙ্কোচে উৎকোচ গ্রহণ করিতেন ও দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতেন।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীক প্রভাবের ফল

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রোমের প্রাধান্য বিস্তারের ফল শুভ হয় নাই। দীর্ঘকাল সংগ্রামে লিপ্ত থাকার ফলে ইটালীতে কৃষির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছিল। নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত বহু ব্যক্তি কৃষি ত্যাগ করিয়া গ্রামাঞ্চল হইতে শহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অথচ শহরে ইহাদের জীবিকা অর্জ্জনের কোনও সুব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় ছিল না। ফলে দেশে বেকার সংখ্যা অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিজিত দেশসমূহ হইতে যুদ্ধবন্দী সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে জীবনযাপন করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। দাস-শ্রমের অবাধ প্রচলনের জন্য বেতনভুক শ্রমজীবী নিয়োগের প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। যে সকল নাগরিক দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জনদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা বেকার হইয়া পড়িল। ফলে Rome-এর অর্থনৈতিক জীবন এক নিদারুণ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইল।

Marcus Porcius Cato—জীবনী ও কৃতিত্ব (Career and achievements) :—গ্রীকজাতির সংস্পর্শে আসিবার পর Rome-এর রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে যে অভাবনীয় বিপর্য্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছিল তাহার প্রতিরোধকল্পে যে সকল প্রাচীন পন্থী রোমান নায়ক আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে Marcus Porcius Cato-র নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

খ্রীঃ পূঃ ২৩৪ অব্দে Tusculun নগরের এক দরিদ্র পরিবারে Cato

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এক প্রতিবেশী ধনাঢ্য ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে Cato শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। অল্প বয়সেই সামরিক ও অসামরিক সকল বিষয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। Hannibal-এর ইটালী অভিযান-কালে তিনি শত্রুবাহিনীর সহিত যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Catoর জীবনী

নিম্ন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হইতে স্বীয় প্রতিভাবলে Cato প্রথমে Consul এবং পরে Censcr পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। স্পেনে রোমক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে Catoর উপর বিদ্রোহ দমনের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল। এই দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিলেন। শাসন কার্যে সুবিধার নিমিত্ত তিনি স্পেনকে *Hither Spain* ও *Further Spain* নামে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। Spain হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে তাহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। সিরিয়া-অধিপতি Antiochus-এর সহিত Thermopylaeর যুদ্ধেও তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Spain-এ Cato

Catc-র কর্ম্মক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজনীতিবিদ্‌রূপেও তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Censor পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার দুর্নীতি ও অনাচার তিনি কঠোর হস্তে দমন করিয়াছিলেন। কোন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হইলে Cato কঠোরহস্তে তাহার শাস্তির বিধান করিতেন। Scipio ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণেরও শাস্তি বিধান করিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন নাই। পয়ঃপ্রণালী খনন ও জলসেচনের সুব্যবস্থা দ্বারা তিনি কৃষির উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার দোষত্রুটি দূর করিতেও তিনি যত্নবান ছিলেন। রাষ্ট্রের ব্যয়বাহুল্য কমানো এবং জনসাধারণের মধ্যে বিলাসিতা দমনের জন্য তিনি কয়েকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

Censor রূপে Catoর কার্য্যাবলী

Cato রক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থক ছিলেন। গ্রীক জাতির সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে Rome-এর জাতীয়জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন রীতিনীতি ও আচারব্যবহার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাহার মুখ্য অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বপ্রকার কঠোর ব্যবস্থা

Catoর মতামত

অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহার আদর্শ সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণতি হিসাবেই রোমের জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের ধারাকে রোধ করা কাহারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। Cato-র সততা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু তাহার মতবাদ অভ্রান্ত ছিল না। তিনি কৃষির উন্নতির কামনা করিতেন বটে, কিন্তু তিনি ক্রীতদাস প্রথার উগ্র সমর্থক ছিলেন। দাসশ্রম প্রচলিত থাকিলে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি হইতে পারে না, এই সহজ সত্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। গ্রীক ও বৈদেশিক সভ্যতার মধ্যেও গ্রহণযোগ্য অনেক কিছু থাকিতে পারে, এ সম্ভাবনা তাহার মনে স্থান পায় নাই। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়জীবনে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য, এই সহজ সত্য তিনি স্বীকার করিতে পারেন নাই। Carthage-এর প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুদার মনোভাব পোষণ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই Carthage-এর ধ্বংস কামনা করিয়া বক্তৃতা করিতেন।

Cato-র প্রচেষ্টা বিফল হওয়ার কারণ

Cato-র সংস্কার প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। নবীন প্রবীণের সংগ্রামে প্রবীণ পরাজিত হইল। Cato কেবল সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। সাহিত্যসেবীরূপেও তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি '*Origines*' নামে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু 'Origines' নামক গ্রন্থ পাঠে সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে আমরা বহু মূল্যবান তথ্য অবগত হইতে পারি। পরবর্ত্তী জীবনে Cato গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের খুব অনুরক্ত হইয়াছিলেন। Thucydides ও Demosthenes-এর রচনা তাহাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

সাহিত্যসেবীরূপে Cato

Studies & Questions

1. Describe the Constitution and Powers of the Senate before and after the Second Punic War (C. U. 1915)

2. 'Rome's history between the Licinian laws and the revolution of the Gracchii is mainly external.' (Wells) Elucidate.

3. Describe the main features of the Roman system of provincial organisation. (C. U. 1924)

4. To what extent was Roman life and ideas influenced by Rome's conquests in the East? (C. U. 1913, 1915, 1929, 1930)

5. Sketch the career and character of Marcus Porcius Cato. (C. U. 1917, 1929)

6. "Cato was great as a soldier, as a statesman and as a man of letters" Expand. (C. U. 1926)

7. "Cato's policy and career must be looked upon as a failure." (Wells) Do you agree?

8. Compare and contrast the aims of Tiberius Gracchus with those of his brother. Why did they fail? (C. U. 1947, 1949, 1953)

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে রোম

(The beginning of Revolution in Rome)

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে রোমের আভ্যন্তরীণ সমস্যা (Internal problems of Rome in the Second Century B. C.):—গ্রীক ঐতিহাসিক Polybius লিখিয়াছেন যে, রোমান জাতি প্রাচীন জগতে দৈবক্রমে অথবা কোন আকস্মিক-কারণে শীর্ষস্থান অধিকার করে নাই। তাহাদের জাতীয় চরিত্রে যে অসামান্য গুণাবলীর সমাবেশ হইয়াছিল তাহার সাহায্যেই রোমানগণের পক্ষে সমসাময়িক যুগে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করা সম্ভব হইয়াছিল।

রোমের ক্রমিক অবনতি

কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগ হইতেই Rome-এর জাতীয়জীবনে ক্রমিক অবনতির সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল। রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে নানাবিধ জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। রোমের শাসনকর্ত্তৃত্ব যাহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল তাহারা এই সকল সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা করেন নাই। ফলে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল। এই সকল সমস্যার মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যা সমূহের আশু সমাধান নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছিল :—

(১) Rome-এর আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যাই ছিল সর্ব্বাধিক তীব্র। দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিবার ফলে কৃষির অভাবনীয় অবনতি ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ ইটালী-জাত শস্য যে মূল্যে বিক্রীত হইত তদপেক্ষা কম মূল্যে ঈজিপ্ট ও সিসিলি হইতে শস্য আমদানী করা সম্ভব ছিল। এই কারণে বৃত্তি হিসাবে কৃষি লোভনীয় ছিল না। ফলে ইটালীতে যাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মালিক ছিল তাহারা কৃষিকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ও জমি বিক্রয় করিয়া শহরাঞ্চলে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিল। অথচ ইহারাই ছিল জাতির মেরুদণ্ড। শহরে আসিয়া ইহারা জীবিকানির্ব্বাহের কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিল না। ফলে ইহাদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দিল। ইহারা যে সকল জমি জমা বিক্রি করিয়া আসিয়াছিল তাহা ধনবান ভূম্যধিকারীশ্রেণীর লোকেরা ক্রয় করিয়া ক্রমশঃ অধিক সম্পত্তির মালিক হইলেন।

অর্থনৈতিক সমস্যা

(২) দেশ দেশান্তরে যুদ্ধ জয়ের ফলে রোমানগণের হস্তে যাহারা যুদ্ধবন্দী হইয়াছিল তাহারা দাসরূপে (Slave) জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একমাত্র Sardinia হইতেই ৮০,০০০ ক্রীতদাস সংগৃহীত হইয়াছিল। শ্রমের বিনিময়ে ইহারা নগদ কোন অর্থ পাইত না। পূর্ব্বে যাহারা স্বাধীন শ্রমজীবীরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহারা এখন বেকার হইয়া পড়িল। মালিক শ্রেণী এখন দাস-শ্রমের সাহায্যে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহার ফলে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে গুরুতর আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল।

দাস-প্রথার ব্যাপক প্রচলন

(৩) বহুকাল পূর্ব্বে Licinian Rogations দ্বারা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ager-publicus ভুক্ত সম্পত্তি বণ্টনের নীতি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানেও এই নীতি কার্য্যকরী করা হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় ধনিক সম্প্রদায় এই সকল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই সম্পত্তি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সমান-ভাবে ভাগ করিয়া দিলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত হইতে পারিত এবং শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সকলেই আর্থিক স্বচ্ছলতা ভোগ করিতে পারিত। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই কারণে দেশের জনমত ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল।

ভূমি বণ্টনের অব্যবস্থা

(৪) গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া বহুসংখ্যক লোক শহর অঞ্চলে চলিয়া আসার ফলে কেবল যে অর্থনৈতিক জীবনেই বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছিল তাহা নহে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ইহার প্রতিক্রিয়া অশুভজনক হইয়াছিল। শহরে বাস্তুহারা আগন্তুকদের জীবিকানির্ব্বাহের কোনও উপায় অবলম্বিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। ইহারা সম্পূর্ণরূপে ধনী অভিজাত শ্রেণীর উপর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভরশীল ছিল। তাহাদের নির্দ্দেশক্রমেই ইহারা চালিত হইত। পরস্পর বিরোধী রাজনীতিবিদগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহারাই সর্ব্বাধিক ইন্ধন যোগাইত। নাগরিক জীবনের গুরু দায়িত্ব পালন না করিয়া ইহারা রাজনৈতিক আত্মকলহে লিপ্ত থাকিত। ইহার ফলে রোমের রাষ্ট্রজীবনে সংহতি ও ঐক্যের একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশান্তির প্রাদুর্ভাব

(৫) ইটালিয়ান মিত্রগণের সহিত Rome, দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের পর হইতেই, অত্যন্ত অনুদার ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইটালিয়ানদের মধ্যে Rome এর বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্ট হইয়াছিল। রোমের শাসনকর্তৃপক্ষ এই অসন্তোষ দূর করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। মিত্রপক্ষের মধ্যে এই অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও শান্তি ব্যাহত হইবে, কর্তৃপক্ষ ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

মিত্রগণের মধ্যে রোমের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ

Tiberius Gracchus : জীবনী ও কৃতিত্ব (Career and achievements) :—Rome-এর রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল তৎসমুদয়ের সমাধানের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন Tiberius Gracchus। Tiberius, Rome-এর এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা Tiberius Sempronius Gracchus Spain-এর শাসনকর্ত্তারূপে অসাধারণ শাসনদক্ষতা ও সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার মাতা ছিলেন কার্থেজ বিজয়ী Publius Cornelius Scipio Africanus-এর কন্যা। ইনি সাতিশয় গুণবতী মহিলা ছিলেন। Tiberius পিতা মাতার নিকট উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদের সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। সামরিক ও অসামরিক উভয় ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৃতীয় Punic-যুদ্ধে এবং Spain-এর Numantia-র যুদ্ধে তিনি কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। Tiberius অভিজাত শ্রেণীভুক্ত হইলেও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিলেন না। জাতীর স্বার্থের নিকট শ্রেণী স্বার্থ বিসর্জ্জন

Tiberius Gracchus-এর জীবনী

দেওয়ার মত উদারতা তাহার চরিত্রে ছিল। ইটালীর নানা স্থানে পরিভ্রমণকালে তিনি দেশের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যাবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে গভীর বেদনা সৃষ্টি করিয়াছিল। এই ব্যবস্থার আশু প্রতিকার না করিলে রোমের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের ভিত্তি বিপন্ন হইয়া পড়িবে, ইহা তিনি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

তাহার আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা

এই অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত Tiberius খ্রীঃ পূঃ ১৩৪ অব্দে Tribune পদপ্রার্থী হইলেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

Tribune পদলাভ

ক্ষমতালাভ করিয়াই Tiberius অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন কামনায় কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই সকল প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, (১) কোন নাগরিকই সাধারণতঃ ৫০০ Jugera পরিমিত জমি অপেক্ষা বেশী জমি দখল করিতে পারিবে না। (২) কোন নাগরিকের দুইটি বয়স্ক পুত্র থাকিলে সে আরও ৫০০ Jugera জমি বেশী দখল করিতে পারিবে। কিন্তু কোনক্রমেই কেহ এক সহস্র Jugera-র অধিক জমি দখল করিতে পারিবে না। (৩) যাহারা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক জমি দখল করিয়া আছে তাহাদিগকে অতিরিক্ত জমি প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। (৪) এই জমি দরিদ্র শ্রেণীর নাগরিকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক নাগরিক ৩০ Jugera পরিমিত জমির অধিকারী হইতে পারিবে। (৫) যাহারা অতিরিক্ত জমি প্রত্যর্পণ করিবে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থদান করা হইবে। (৬) তিনজন সভ্য লইয়া একটি সরকারী কমিশন গঠন করা হইবে এবং এই কমিশনের উপর জমি বণ্টনের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে।

ভূমিসংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব

Tiberius উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহ Senate-এর নিকট পেশ না করিয়া জনপরিষদের সম্মুখে সরাসরি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। Senate-এ কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য ছিল। এই কারণে Senate এই সকল প্রস্তাব অনুমোদন করিবে না, এই আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া Tiberius জনপরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কার্য্যক্রম আইনানুমোদিত হয় নাই। আইন অনুসারে Senate-এর অনুমোদন লাভ করিবার পূর্ব্বে জনপরিষদে কোন প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিত না। প্রচলিত আইনের ধারা ভঙ্গ করিয়া Tiberius শাসনতন্ত্র-বিরোধী কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু Senate-এর বিরোধিতায় Tiberius নিরুৎসাহ হইলেন না।

Tiberius Gracchus-এর কার্য্যক্রম

বরঞ্চ ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে, পূর্ব্বেকার এই ধারাটি বাদ দিয়া তিনি সংশোধিত আকারে পুনরায় প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপিত করিলেন। বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাবসমূহ জনপরিষদে গৃহীত হইবে, ইহা আশঙ্কা করিয়া Senate, Tiberius-এর সহকর্ম্মী Octavius নামক অপর Tribune-কে বশীভূত করিয়া তাহাকে Veto প্রয়োগে প্ররোচিত করিল।

Octavius-এর পদচ্যুতি

Octavius-এর Veto প্রয়োগের ফলে প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী করার সম্ভাবনা লোপ পাইল। এই অবস্থায় Tiberius এক অসমসাহসিক কার্য্য করিলেন। তিনি Octavius-কে পদচ্যুত করিয়া তাহার কার্য্যক্রম সফল করিতে উদ্যোগী হইলেন। Octavius-কে পদচ্যুত করিয়া Tiberius শাসনতন্ত্রবিরোধী কার্য্য করিয়াছিলেন। কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তাহাকে আইনতঃ কর্ম্মচ্যুত করা যাইত না। তাহার কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তাহাকে আবশ্যকবোধে অভিযুক্ত করা যাইত। Tiberius এই শাসনতান্ত্রিক নীতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাহা হউক Octavius-এর পদচ্যুতির পর Tiberius তাহার মনোনীত তিনজন সদস্য লইয়া এক কমিশন গঠন করিলেন এবং ইহার উপর জমি বিলিবণ্টনের দায়িত্বভার অর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে Tiberius-এর কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিতেছিল। তাহার আশঙ্কা হইল যে, তিনি পুনরায় স্বপদে অধিষ্ঠিত না হইতে পারিলে তাহার সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই কারণে খ্রীঃ পূঃ ১৩৩ অব্দে তিনি পুনরায় Tribune পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। প্রচলিত আইনের বিধান এই ছিল যে, কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যকাল শেষ হইলে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি দ্বিতীয়বার পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। Tiberius পুনরায় Tribune পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া শাসনতান্ত্রিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন। Senate এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ লইয়া প্রচার করিল যে, Tiberius রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রবর্ত্তনের অভিলাষী ছিলেন। এক শ্রেণীর লোক Senate-এর এই প্রচারে বিভ্রান্ত হইল। অবশেষে Senate-এর প্ররোচনায় তাহারা Tiberius-কে হত্যা করিল।

Tiberius-কে হত্যা

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই Tiberius-কে হত্যা করা হইয়াছিল। তাহার হত্যাদ্বারা রোমের রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে রক্তরেখা অঙ্কিত হইয়াছিল পরবর্ত্তীকালে তাহা বিরাট রক্তক্ষয়কারী গৃহযুদ্ধে রূপান্তর লাভ করিয়াছিল।

মৃত্যুকালে Tiberius মাত্র ৩৫ বৎসর বয়স্ক ছিলেন। দরিদ্র জনসাধারণের

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু Senate-এর বিরোধিতায় তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাহার সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনতান্ত্রিক নিয়ম ভঙ্গ না করিলে হয়ত শোচনীয়ভাবে Tiberius-এর জীবনান্ত হইত না।

Tiberius-এর সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

Caius Gracchus—Caius Gracchus ছিলেন Tiberius-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি Sardiniaতে Quaestorরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শাসনকার্য্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুর পর Caius কিছুকাল রাজনীতির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়া অবসর জীবন যাপন করেন। অতঃপর খ্রীঃ পূঃ ১২৪ অব্দে তিনি Tribune পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন ও বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত পদে নির্ব্বাচিত হইলেন।

Caius Gracchus-এর Tribune পদলাভ

তাহার উদ্দেশ্য ও নীতি (His object and policy)—Caius তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্ত্তনে অভিলাষী ছিলেন না। ভ্রাতার অপেক্ষা তাহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অধিক বিপ্লবাত্মক ছিল। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইলেই রোমের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষিত হইবে Caius এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন না। Senate ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য খর্ব্ব করিয়া জনসাধারণকে শাসনকার্য্য পরিচালনার অধিকার না দিলে রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত হইবে না, ইহাই ছিল তাহার সুদৃঢ় অভিমত। ইটালিয়ান মিত্রপক্ষের সহিত ব্যবহারে রোমান শাসকশ্রেণী যে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও অবিলম্বে পরিত্যাগ করা আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সুতরাং Caius Gracchus যে সংস্কারমূলক কার্য্যক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন Tiberius-এর প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ অপেক্ষা উহা বহুগুণে অধিক ব্যাপক ছিল।

Caius-এর ব্যাপক সংস্কার প্রচেষ্টা

Caius Gracchus-এর প্রস্তাবিত সংস্কার (Reforms proposed by Caius Gracchus) :—ক্ষমতালাভ করিয়া Caius Gracchus যে সকল সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) ভ্রাতৃহত্যার সমর্থকগণের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা :— (Measures for revenge)

(ক) জনসাধারণের সম্মতি ও অনুমোদন ভিন্ন রোমান নাগরিকগণের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ নিজ দায়িত্বে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন না। এই সুপ্রচলিত বিধান ভঙ্গ করিয়া Consul Popillius, Tiberius-এর সমর্থকগণের বিরুদ্ধে নানাবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। Caius ক্ষমতা লাভ করিয়া Popillius ও তাহার কয়েকজন অনুচরকে আইনভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত ও অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া শাস্তি বিধান করিলেন।

Tiberius-এর হত্যাকারীদের শাস্তিবিধান

(খ) Caius অতঃপর প্রস্তাব করিলেন যে, জনসাধারণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে ব্যক্তিকে রাষ্ট্রশাসনের অনুপযোগী বলিয়া একবার ঘোষণা করা হইয়াছে তিনি পুনরায় কোনও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ফলে Octavius-এর পক্ষে পুনরায় ক্ষমতালাভের সকল সম্ভাবনা লোপ পাইল।

(২) Senate-এর ক্ষমতা হ্রাস অভিপ্রায়ে অবলম্বিত ব্যবস্থা (Measures directed against the Senate)

(ক) প্রদেশ সমূহের শাসনব্যবস্থায় এ পর্য্যন্ত Senate সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এতকাল Consul নির্ব্বাচনের পর কোন্ প্রদেশের শাসনভার কাহার উপর অর্পণ করা হইবে তাহা নির্দ্ধারণের দায়িত্ব Senate-এর উপর ন্যস্ত ছিল। Senate আপন ইচ্ছা অনুসারে উহার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণের উপর প্রধান প্রদেশসমূহের শাসনভার অর্পণ করিত। Caius প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় Senate এর কর্তৃত্ব হ্রাসের অভিপ্রায়ে *Lex de Provencis Consularibus* নামক আইন অনুসারে প্রস্তাব করিলেন যে, এখন হইতে কোন্ Consul কোন্ প্রদেশের শাসনভার পাইবেন তাহা Consul নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই স্থির করিতে হইবে।

প্রদেশিক শাসন ব্যবস্থার সংস্কার

(খ) এতকাল জরুরী বা বিশেষ আদালত (Quaestiones or Special Judicial Tribunals) গঠনে Senate-এর সদস্যগণের একচ্ছত্র অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। Senate-এর এই একাধিপত্য নাশ করিবার অভিপ্রায়ে Caius প্রস্তাব করিলেন যে, অতঃপর এই বিশেষ আদালত সমূহে Senate-এর সদস্যগণ বিচারক নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। হত্যাপরাধের বিচারের নিমিত্ত Caius এর প্রস্তাবক্রমে একটি নূতন স্থায়ী আদালত গঠন করা হইল। এই

Senate-এর বিচার ক্ষমতা হ্রাস

আদালতে Equite বা উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ বিচারকার্য্য পরিচালনার অধিকার লাভ করিলেন।

এশিয়াটিক অঞ্চলে কর সংগ্রহের নূতন ব্যবস্থা

(গ) রোমের শাসনাধীন এশিয়াটিক অঞ্চলে কর সংগ্রহের যে প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া Caius Gracchus, *Publicani* নামক কর্ম্মচারিগণের উপর রোমান গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উক্ত অঞ্চলে কর সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। ইহারা রাজকোষাগারে যে পরিমাণ অর্থ জমা দিতেন তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে আদায় করিতেন। এই ভাবে প্রতি বৎসর ইহাদের প্রভূত অর্থাগম হইত। Caius-এর প্রস্তাবক্রমেই ইহারা লাভবান হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলেন; সুতরাং ইহারা সর্ব্বদাই Senate-এর বিরুদ্ধে Caius-কে সমর্থন করিতে উদ্‌গ্রীব থাকিতেন।

স্বল্প মূল্যে শস্যক্রয়ের ব্যবস্থা

(ঘ) জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবার অভিপ্রায়ে Caius এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব আনয়ন করিলেন যে, যে কোন নাগরিক রাষ্ট্রের শস্য ভাণ্ডার হইতে প্রতিমাসে অর্দ্ধমূল্যে তাহার আবশ্যকানুযায়ী শস্য ক্রয় করিতে পারিবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা Caius জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়া Senate-এর সহিত সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হওয়ার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করিলেন।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানকল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা (Measures for the relief of economic distress)

(ক) দরিদ্র জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন কল্পে Caius Gracchus তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা Tiberius-প্রবর্ত্তিত বিধানসমূহ পুনরায় কার্য্যকরী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। Tiberius ভূমিসম্পর্কিত যে সকল প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন Caius তৎসমুদয় পুনরায় উপস্থাপিত করিলেন।

Tiberius প্রস্তাবিত ভূমিসংক্রান্ত আইনের পুনরুত্থাপন

(খ) এতদ্ব্যতীত তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে সমগ্র ইটালী অঞ্চলে বহু রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নির্ম্মাণ কার্য্যে বহু শ্রমজীবী নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বেকার সমস্যার তীব্রতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইল। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ব্যতীত Caius রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনাও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪) ইটালিয়ানদের অবস্থার উন্নতি কল্পে অবলম্বিত ব্যবস্থা। (Measures for the benefit of Italians) :—ইটালিয়ান ও রোমান এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃ যে ব্যবধান রচিত হইতেছিল তাহা দূর করিবার অভিপ্রায়ে Caius Gracchus ইটালীর নানাস্থানে রোমান উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল উপনিবেশে যে সকল রোমান নাগরিক বাস করিত তাহারা ইটালিয়ান-দের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ লাভ করাতে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

ইটালিয়ান ও ল্যাটিন-গণের অধিকার বৃদ্ধি

Caius Gracchus-এর পরিণাম—**(Fate of Caius Gracchus)** Caius Gracchus জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের সদুদ্দেশ্য লইয়া সংস্কার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রচেষ্টা ধনিক কায়েমী স্বার্থের মনঃপূত হয় নাই। Senate-এ ইহাদের প্রাধান্য ছিল। Caius-এর সংস্কারসমূহ প্রবর্ত্তিত হইলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের একাধিপত্য বিনষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে Caius-এর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীঃ পূঃ ১২২ অব্দে যখন Caius ল্যাটিন ও ইটালিয়ানগণকে যথাক্রমে রোমান ও ল্যাটিন নাগরিকত্বের অধিকার দান করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন তখন তাহার বিরোধীদল তাহার বিরুদ্ধে জনমত উদ্বুদ্ধ করিবার সুযোগ লাভ করিল। ল্যাটিন ও ইটালিয়ানগণ রোমের নাগরিক-দের সহিত একই রাজনৈতিক পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে ইহা আত্মসচেতন রোমান নাগরিকদের অভিপ্রেত ছিল না। এই প্রস্তাবের ফলে Caius-এর জনপ্রিয়তা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। Senate সুযোগ বুঝিয়া Livius Drusus নামক Tribune-কে Caius যে সকল প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন তদপেক্ষা আরও অধিক বিপ্লবাত্মক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে প্ররোচিত করিল। এই সকল প্রস্তাব আইনতঃ গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ইহার ফলে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে ধারণা হইল যে, Livius Drusus-ই তাহাদের অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী। Caius-এর প্রতি জনসাধারণের আস্থা কমিয়া গেল। ইতিমধ্যে তাহার কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া খ্রীঃ পূঃ ১২১ অব্দে Caius Tribune-পদের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। প্রকাশ্যে বিভিন্ন দলসমূহের মধ্যে সশস্ত্র বিরোধিতা

Caius Gracchus-এর জনপ্রিয়তা হ্রাসের কারণ

আরম্ভ হইলে রোমের নাগরিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া Consul-গণ Senate-এর সম্মতিক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিলেন। তাহারা Caius ও তাহার সমর্থকগণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। তাহাদের প্ররোচনায় Caius স্বয়ং এবং তাহার দলের প্রায় তিন সহস্র লোক নিহত হইলেন।

Caius-এর হত্যা

Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ:— Tiberius ও Caius Gracchus উভয়েই জনসাধারণের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। Tribune পদ লাভ করিয়া উভয়েই নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উভয়কেই Senate ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। উভয়ের সংস্কার প্রচেষ্টাই অবশেষে চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। উভয় ভ্রাতাই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের চক্রান্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাহাদের এই শোচনীয় পরিণাম ও ব্যর্থতার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। প্রথমত: Gracchii ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের প্রতিপক্ষের শক্তি সামর্থ্যের যথাযথ পরিমাপ করিতে পারেন নাই। Senate ছিল কায়েমী স্বার্থের প্রতীক। তাহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়া এই সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। আবশ্যক বোধে হিংসা ও রক্তপাতের আশ্রয় লইতেও তাহারা ইতস্ততঃ করে নাই। Senate-এর হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের ফলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে, এই প্রকার ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য Gracchii ভ্রাতৃদ্বয় প্রস্তুত ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, Tiberius Gracchus একাধিকবার শাসনতান্ত্রিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া তাহার সংস্কারপ্রচেষ্টা কার্য্যকরী করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Senate-এর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া তিনি তাহার প্রস্তাবসমূহ সরাসরি জনপরিষদে উপস্থাপিত করিয়া প্রচলিত বিধান ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই Octavius-কে পদচ্যুত করিয়া এবং নিজের কার্য্যকাল শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় Tribune পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়া Tiberius শাসনতন্ত্রবিরোধী কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি তাহার শত্রুপক্ষকে শক্তিসঞ্চয় করার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, Caius Gracchus যে সকল ব্যাপক সংস্কারমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রস্তাব অবিবেচনাপ্রসূত ছিল।

Senate-এর প্রবল প্রতিকূলতা

Tiberius কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র বিরোধী কর্ম্মপন্থা অবলম্বন

Latin ও Italianগণকে যথাক্রমে রোমান ও ল্যাটিন নাগরিকত্বের অধিকার দিতে চাহিয়া তিনি স্বভাবতঃই আত্মসচেতন, ক্ষমতাপ্রিয় রোমান নাগরিকগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এশিয়াটিক প্রদেশের কর সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত Caius যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। তিনি ফৌজদারী বিচারের জন্য যে পদ্ধতিতে স্থায়ী আদালত গঠন করিয়াছিলেন তাহাতেও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারকার্য্য পরিচালনার সম্ভাবনা ছিল না। Senate-এর আধিপত্য বিনাশ করিয়া তিনি যে নূতন শাসনতন্ত্র চালু করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে নানারূপ অসঙ্গতি ছিল। এই কারণে শেষ পর্য্যন্ত Caius জনমতের সমর্থন লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ জনমতের অকুণ্ঠ সমর্থন ভিন্ন কোন সংস্কার প্রচেষ্টাই সার্থক হইতে পারে না।

Caius-এর অপরিণামদর্শিতা

Tiberius ও Caius Gracchus-এর প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহের তুলনামুলক বিচার:—Tiberius ও Caius উভয়েই নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া রোম-রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন ছিল না। Tiberius রোমের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আগ্রহশীল ছিলেন। রোমের নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার প্রতিকার করিলেই রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই ছিল Tiberius-এর সুচিন্তিত অভিমত। জমিজমা সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া দরিদ্র শ্রেণীকে ager-publicus-এর অন্তর্ভুক্ত জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিলেই সাধারণশ্রেণীর লোকের দুঃখ দৈন্যের অবসান হইবে, ইহাই তিনি মনে করিতেন। তাহার তুলনায় Caius Gracchus-এর দৃষ্টিভঙ্গী অধিক বিপ্লবাত্মক ও উদার মতাবলম্বী ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলেই রোমের সমস্যাসমূহের সমাধান হইবে না। শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও তিনি আমুল পরিবর্ত্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। Senate-এর সর্ব্বময় প্রাধান্য বিলোপসাধন করিয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তিনি রাজনৈতিকক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিতে চাহিয়াছিলেন। ইটালিয়ান ও ল্যাটিন মিত্রপক্ষের সহিত রোমের শাসকশ্রেণী যে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া ব্যবহার করিতেন Caius উহা পরিবর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। নৈতিক ও সামাজিক সংস্কার অপেক্ষা শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের

Tiberius-এর সংস্কার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

Caius-এর প্রস্তাবসমূহের ব্যাপকতর ভিত্তি

প্রয়োজনীয়তা অধিক, ইহা তিনি মনে করিতেন। সুতরাং Caius যে সকল সংস্কারমূলক প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন, Tiberius-এর প্রস্তাবসমূহের তুলনায় তাহা ব্যাপকতর ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। উভয়েই হিংসামূলক কর্ম্মপন্থার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু Tiberius একাধিকবার শাসনতান্ত্রিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। Caius শাসনতন্ত্র বিরোধী কোনও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করেন নাই।

Tiberius অপেক্ষা Caius নিয়মতন্ত্রের প্রতি অধিক নিষ্ঠাবান

Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্কার প্রচেষ্টার ফলাফল—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, Gracchus-ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যার ফলে তাহাদের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহাদের কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই। Tiberius নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক মালিক (Peasant proprietor) শ্রেণী পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Caius রাজনৈতিক ক্ষেত্রে Senate-এর প্রাধান্য নাশ করিয়া জনসাধারণের অধিকার বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদের এই দুইটি প্রধান উদ্দেশ্যের কোনটিই সফল হয় নাই। তথাপি Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্দোলন সর্ব্বাংশে বিফল হইয়াছিল, ইহা বলা যায় না। রোমের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যে সকল অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল উহার প্রতি তাহারা সর্ব্বপ্রথম জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। Caius যে ভাবে Senate-এর প্রাধান্য নাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে জনসাধারণের চক্ষে Senate-এর মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই সময় হইতে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছিল। ফলে অদূর ভবিষ্যতে রোমের রাষ্ট্র-জীবনে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যাকাণ্ডে প্রমাণিত হইল যে, শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রোমের সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব হইবে না। Senate-এর সমর্থক দল হত্যাকাণ্ড ও হিংসামূলক কার্য্যকলাপ সমর্থন করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপ্রীতিকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল হিংসা ও হত্যার সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদলকে পর্য্যুদস্ত করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে রোমের নাগরিকগণের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা ও নৈতিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা একেবারে লোপ পাইয়াছিল;

সংস্কার প্রচেষ্টার অসাফল্যতা

অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে ইহার ফলাফল

শৃঙ্খলাবোধের অভাব হেতু রোমের প্রজাতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্দোলনকে প্রজাতন্ত্রের পতনের প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে। "Many regard the agitation of the Gracchii asthe beginning of the fall of the Republic. The Gracchii brothers are regarded as the precursors of the Revolution"। Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের অসাফল্য ও শোচনীয় পরিণাম হইতে শিক্ষালাভ করিয়াই পরবর্তী যুগে Sulla, Julius Caesar প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সামরিক বলের সাহায্যে শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

Studies & Questions

1. Discuss the main problems with which the government of Rome was confronted in the generation after the Eastern conquest.

2. What was there in the state of Italy that animated the policy of the Gracchii ? (C. U. 1915)

3. Sketch the career and character of Tiberius Gracchus. (C. U. 1911, 1917)

4. Explain the causes of civil dissensions in Rome that began with the tribunate of Tiberius Gracchus (C. U. 1942)

5. Review the career and reforms of Caius Gracchus.

6. What were the objects of the reforms of the Gracchii brothers ? (C. U. 1915, 1925)

7. Compare the Gracchii brothers as regards their aims and methods. (C. U. 1915)

8. In what respects were the reforms of Caius Gracchus more revolutionary than those of his brother ? (C. U. 1943) ৫৪

9. "Caius Gracchus was no mere economic reformer like Tiberius, he wished to change the whole constitution of the state" Discuss. (C. U. 1945)

10. Why did the Gracchii brothers fail ? (C. U. 1921, 1925, 1947, 1949, 1951) 58

11. "Many regard the agitation of the Gracchii as the beginning of the fall of the Republic". Why ? (C. U. 1924, 1926).

নবম অধ্যায়

একনায়কত্বের পথে রোম

(Rome on way to one-man rule)

একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা—Gracchus ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্কারপ্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার পর রোমের শাসনক্ষমতা লইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা প্রত্যেকেই অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে বঞ্চিত করিয়া স্বহস্তে সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল ছিলেন। জনসাধারণের উন্নতি সাধন তাহাদের কাম্য ছিল না। আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রধানতঃ Senate-এর সমর্থক দলের সহিত গণতান্ত্রিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। প্রথমোক্ত দল রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহাদের অধিকার অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট ছিল। শেষোক্ত দল Senate-এর প্রাধান্য বিলুপ্ত করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিতে চাহিয়াছিল। Senatorial বনাম গণতান্ত্রিক দলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধনিক বনাম দরিদ্র শ্রেণীর (Optimates *versus* Populares) সংগ্রামের একটি অধ্যায়মাত্র। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় দলই শক্তিহীন হইয়া পড়িলে উচ্চকাঙ্ক্ষী দলপতিগণ রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। Marius, Sulla, Catiline, Julius Caesar, Pompey প্রত্যেকেই সামরিক বলের উপর নির্ভর করিয়া শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। Sulla সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করিয়াও স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। Julius Caesar অপরাপর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া শাসন বিষয়ক সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করিয়া রোমে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহার ক্ষমতালাভের সঙ্গে সঙ্গেই রোমে প্রজাতন্ত্র শাসনের অবসান হইয়াছিল।

রোমে একনায়ক শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা

একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কারণ

Jugurthine যুদ্ধ (War with Jugurtha, ১১২-১০৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দ) :—

কারণ (Causes):—Numidia-রাজ Masannasa-র মৃত্যুর পর তাহার তিনপুত্র নিজেদের মধ্যে পৈতৃক রাজ্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার দুই পুত্রই অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অপর পুত্র

Micipsa রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেন। Micipsa ১১৮ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

Micipsa-র মৃত্যুর পর Numidia রাজ্য Micipsa-র দুইপুত্র এবং Jugurtha নামক এক অবৈধ ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। Jugurtha ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী; তিনি Micipsa-র পুত্রদ্বয়কে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং সমগ্র রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাহার চক্রান্তের ফলে Micipsa-র এক পুত্র নিহত হইয়াছিলেন। অপর পুত্র Jugurtha-র হস্তে পরাজিত হইয়া রোমের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিলে রোমের Senate এক তদন্ত কমিশন প্রেরণ করে। Jugurtha উৎকোচ প্রদান করিয়া কমিশনের সদস্যগণকে বশীভূত করিলেন এবং তাহাদের সুপারিশ ক্রমে রাজ্যের বৃহত্তর অংশের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। কয়েক বৎসর পরেই তিনি Micipsa-র পুত্রের অধিকৃত অঞ্চল অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই Jugurtha-র প্ররোচনায় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী নিহত হইলেন। উপর্য্যুপরি যে ভাবে Senate-এর নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া Jugurtha তাহার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে রোমের জনসাধারণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল।

Jugurtha-র বিরুদ্ধে রোমের জনমত—Sente কর্ত্তৃক যুদ্ধঘোষণা

Senate-এর অকর্ম্মণ্যতার জন্যই Jugurtha ক্রমাগত অন্যায় আচরণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া জনসাধারণ শাসনকর্ত্তৃপক্ষের নিকট অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী জানাইল। কর্ত্তৃপক্ষ এই দাবী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। খ্রীঃ পূঃ ১১২ অব্দে Rome, Jugurtha-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

ঘটনা (Events) :—Jugurtha-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া মাত্র Consul Bestia-র নেতৃত্বে রোমান সৈন্যবাহিনী Numidia আক্রমণ করিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে রোমানবাহিনী বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। Jugurtha উৎকোচ দানে Bestia-কে বশীভূত করিয়া তাহাকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিলেন। Senate-এর বিরোধীদল ইহাতে রোমান সেনাপতিগণের সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্ত দাবী করিলেন। তাহাদের এই দাবী অমান্য করিবার সাহস Senate-এর ছিল না। Senate, Jugurtha-কে রোমে উপস্থিত হইয়া এই অভিযোগ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য জানাইতে আদেশ

করিল। রোমে উপস্থিত হইলে তাহার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবে না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর Jugurtha রোমে আগমন করিলেন। কিন্তু তিনি তাহার পূর্ব্বাচরিত নীতি পরিবর্জ্জন করিতে পারিলেন না। উৎকোচ দানে তিনি Senate-এর সদস্যগণকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন। তাহার এই অন্যায় আচরণের কথা গোপন রহিল না। তাহার এই দুঃসাহসিক প্রবৃত্তি দেখিয়া জনমত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে Senate তাহার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতিমধ্যে Jugurtha-কে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রোমানবাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ***Consul Metellus***। দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধারূপে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালনা করিয়া Jugurtha-র অবস্থা অত্যন্ত বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই Metellus তাহার অধিনস্থ সেনাপতি **Marius**-এর স্বপক্ষে সৈন্যাপত্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। Marius-ও সুযোগ্য সেনানায়ক ছিলেন। ইতিমধ্যে Jugurtha, Mauretania অধিপতি Bocchus-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু Marius-এর সামরিক প্রতিভার নিকট Jugurtha-র সকল আয়োজন উদ্যোগই ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশেষে Bocchus-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে Jugurtha রোমানগণের হস্তে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় Jugurtha রোমে আনীত হইলেন। তথায় কিছুকাল পরে তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

Jugurtha-র বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ

Metellus কর্ত্তৃক রোমানবাহিনীর পরিচালনার ভার গ্রহণ

Metellus-এর পদচ্যুতি ও Marius-এর নিয়োগ

Jugurtha-র পরাজয় ও মৃত্যু

ফলাফল (Results) ঃ—Jugurtha-র সহিত যুদ্ধে রোমানগণ জয়লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ চালনায় Senate কোনও কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। যাহাদের উপর সৈন্যবাহিনীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল তাহারা একাধিকবার উৎকোচ গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কার্য্য করিয়াছিল। **Senate**-এর সদস্যগণের মধ্যেও দুর্নীতি-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় জনসাধারণের মনে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গভীর অনাস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া গণতান্ত্রিকদলের অন্যতম

Senate-এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ

নেতা Marius রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

Cimbri ও Teuton-দের সহিত রোমের যুদ্ধ:—Cimbri ও Teuton নামে পরিচিত উপজাতিদ্বয় জার্মাণীর Celtic জাতির শাখাভুক্ত ছিল। দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিরূপে উহারা প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। রোম যখন Jugurtha-র সহিত আফ্রিকাতে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তখন এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া Cimbri ও Teutonগণ উত্তরাঞ্চল হইতে ইটালীর অভ্যন্তরে সামরিক অভিযান চালনা করে। তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে যে সকল রোমানবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল তাহাদের কেহই যুদ্ধে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে Marius রোমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে Cimbri উপজাতি ইটালী ত্যাগ করিয়া Spain-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে Marius সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করিবার সুযোগ পাইলেন। দুই বৎসর পরে Cimbriগণ ইতালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া Teuton উপজাতির সহায়তায় একযোগে Rome-এর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে Marius তাহাদিগকে **Aquae Sextiae**র যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন। ইহার অত্যল্পকাল পরে **Vercellae** রণক্ষেত্রে Cimbri-বাহিনীও Marius-এর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। প্রচণ্ড শত্রু-বাহিনীর সহিত যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া Marius রোম-রাষ্ট্রকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কারণে জনসাধারণের নিকট তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রোমের অন্যতম 'মুক্তিদাতা' রূপে (Saviour of Rome) তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

Cimbri ও Teuton জাতির আক্রমণ—(ক) ইটালী, (খ) স্পেন্

Teutonগণের পরাজয়, Marius-এর সাফল্য

দ্বিতীয় Servile যুদ্ধ—Marius যখন Cimbri ও Teutonদের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তখন সিসিলীর ক্রীতদাসগণ রোমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন **Eunus** নামক জনৈক Syriaবাসী। তিনি সুদক্ষ সেনানায়ক ছিলেন এবং ক্রমাগত চারিবৎসরকাল রোমের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালনা করিয়াছিলেন। Cimbri ও Teuton গণের সহিত যুদ্ধে ব্যপৃত থাকায় রোমানগণ সিসিলির যুদ্ধে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারে নাই। অবশেষে Cimbri আক্রমণ প্রতিহত হইলে রোমানগণ **Eunus** ও

সিসিলীতে বিদ্রোহ

তাহার অনুচরগণকে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে (খ্রীঃ পূঃ ১০১ অব্দ)।

Social বা ইটালীয়ান যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৯০—৮৯ অব্দ)

কারণ :—Rome-এর ইটালীয়ান প্রজাগণকে বলা হইত Socii, এই কারণে খ্রীঃ পূঃ ৯০—৮৯ অব্দে তাহাদের সঙ্গে Rome-এর যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা Social War নামে পরিচিত। রোমান শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইটালীয়ানগণের কয়েকটি অভিযোগ ছিল। **প্রথমতঃ**, রোমান গভর্ণমেণ্ট প্রায়শঃই ইটালীয়ান নগরসমূহের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় অকারণে হস্তক্ষেপ করিত। অনেক সময় রোমের Senate যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিত, তাহা ইটালীয়ানগণের মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হইত। রোমের শাসকশ্রেণী ইটালীয়ানদের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

রোমের বিরুদ্ধে ইটালীয়ান জাতিসমূহের অভিযোগ

দ্বিতীয়তঃ, ইটালীয়ান নগরসমূহকে স্বাধীনভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে দেওয়া হইত না। **'All roads led to Rome'** এই নীতি অনুসরণ করিয়া রোমানগণ নির্দ্দেশ জারী করিয়াছিল যে, তাহাদের সম্মতি ভিন্ন কোন নগরই স্বাধীনভাবে অপর নগরের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে না। এই ব্যবস্থার ফলে ইটালীয়ানগণকে প্রভূত আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিতে হইত। **তৃতীয়তঃ**, রোমান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ অনেক সময় ইটালীয়ান নাগরিকগণের নিকট হইতে যথেচ্ছভাবে কর ও উপঢৌকনাদি সংগ্রহ করিতেন। **চতুর্থতঃ**, সামরিক ক্ষেত্রেও রোমান ও ইটালীয়ানগণের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের যে সকল অঞ্চলে বিপদের আশঙ্কা বেশী সেইসব অঞ্চলে ইটালীয়ান সৈন্য মোতায়েন করা হইত। রোমের যুদ্ধে ইটালীয়ানগণকে সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত, অথচ যুদ্ধজয়ের ফলে রোমের যাহা লাভ হইত ইটালীয়ানগণকে তাহার কোন অংশই দেওয়া হইত না। উপযুক্ত ইটালীয়ানগণকেও ইটালিয়ান ভিন্ন, রোমানবাহিনীর সেনানায়ক নির্ব্বাচন করা হইত না।

Senate-এর অনুদার-নীতি

এই সকল কারণে রোমের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইটালীয়ান নাগরিকগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ অনুভূত হয়। অথচ রোমের Senate এই সকল অভাব অভিযোগের প্রতিকার করার কোনই চেষ্টা করে নাই। সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী অত্যধিক মাত্রায় ক্ষমতালোভী হইয়া উঠিয়াছিল ; প্রজাসাধারণের অধিকার বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহারা উপলব্ধি করে নাই। বরং সমাজহিতৈষী

কোন ব্যক্তি তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিতে উদ্যোগ করিলে Senate সর্ব্বদাই উহার বিরোধিতা করিত। Caius Gracchus ও Livius Drusus উভয়েই ইটালীয়ানগণকে রোমের নাগরিকত্বের অধিকার দিতে চাহিয়া প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু Senate-এর বিরোধিতায় তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ইটালীয়ানগণ বুঝিতে পারিল যে, শান্তিপূর্ণভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। Drusus-এর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার কিছুকাল পরেই Senate-এর চক্রান্তে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল। অতঃপর Tribune Varius-এর নেতৃত্বে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল যে, যাহারা ভবিষ্যতে ইটালীয়ানগণের অধিকার বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাব আনয়ন করিবেন, তাহাদিগকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে।

সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ইটালীয়ানগণের অসন্তোষের মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। Asculum নগরে জনৈক রোমান কর্ম্মচারী নাগরিকগণের বিরুদ্ধে অত্যন্ত নির্য্যাতন-মূলক কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে উক্ত নগরের অধিবাসিগণ তাহাকে হত্যা করে। এই ঘটনাই রোম কর্ত্তৃক ইটালীয়ানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার প্রত্যক্ষ কারণ।

Asculum-এর ঘটনা—যুদ্ধ ঘোষণার প্রত্যক্ষ কারণ

ঘটনা (**Incidents**)—রোম কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার অব্যবহিত পরে Latin ভিন্ন ইটালীয়ান অন্যান্য সকল জাতি ঐক্যবদ্ধ হইয়া একটি শক্তিশালী সঙ্ঘ গঠন করে। Corfinium নগরে এই সঙ্ঘের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। রোমের অনুকরণে বিদ্রোহীদল একটি নূতন শাসনতন্ত্রও রচনা করে। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে রোমানগণ বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। বিদ্রোহী ইটালীয়ানবাহিনী রোমের সামরিক পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে অভিজ্ঞ, বহুদর্শী সেনানায়কেরও অভাব ছিল না। তাহারা Asculum ও Campania অঞ্চল হইতে রোমানবাহিনীকে বিতাড়িত করিল। এই অবস্থায় যুদ্ধে জয়লাভের আশা অনিশ্চিত দেখিয়া রোমানগণ কূটনীতির সাহায্যে শত্রুবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইল। রোমানগণ এই মর্ম্মে ঘোষণা জারি করিল যে, যে সকল নগর বিদ্রোহীদলে যোগদান করে নাই এবং যাহারা দুইমাসের অনধিককাল মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে, তাহাদিগকে রোমান

ইটালীয়ান সঙ্ঘ

রোম কর্ত্তৃক ভেদনীতি অবলম্বন ও শত্রুপক্ষের শক্তিহ্রাস

নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকার দান করা হইবে। এই ঘোষণার ফলে বিদ্রোহীদলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে Cornelius Sulla রোমান সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদলের বিভেদ ও দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া প্রচণ্ড তেজে শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হইলেন এবং অনতিকাল মধ্যে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিলেন। রোমের সহিত ইটালীয়ানদের এই যুদ্ধ **Marsic** যুদ্ধ নামেও পরিচিত, কারণ এই যুদ্ধে ***Marsi*** নামে পরিচিত ইটালীয়ান উপজাতি সর্ব্বপ্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

Social বা Marsic যুদ্ধ

ফলাফল (**Effects**) :—Social War-এর অবসানে রোমান ও ইটালীয়ান নাগরিকগণের মধ্যে যাবতীয় বৈষম্য দূরীভূত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে রোম ও রোমানগণের প্রাধান্য বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন হইয়াছিল। ইটালীয়ানগণ অস্ত্রবলের সাহায্যে রোমান নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহাদের এই সাফল্যে আশান্বিত হইয়া ইটালীয়ান ভিন্ন অন্যান্য অধিবাসিগণও তুল্য নাগরিক অধিকার লাভের দাবী উপস্থাপিত করিল। এই যুদ্ধে আনুমানিক ৩,০০,০০০ লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল। কৃষি উপযোগী ভূমিও অপূরণীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহ দমনের জন্য রোমকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে রাষ্ট্রের অশান্তি বৃদ্ধি পাইল এবং ভাবী গৃহযুদ্ধের পথ প্রশস্ত হইল।

রোমান ও ইটালীয়ান-গণের সম-মর্য্যাদা লাভ

ভাবী গৃহ যুদ্ধের সূচনা

Studies and Questions

1. Give a brief sketch of Rome's war with Jugurtha.
2. Write a brief narative of Rome's war with the Cimbri and the Teutons.
3. Give an account, together with some reflections on the significance of the Social War (C. U. 1911)
4. The Social War has been described as "perhaps the most dangerous conflict in which Rome had yet engaged". Why ?

দশম অধ্যায়

প্রথম গৃহযুদ্ধ ও Sulla-র শাসন

(First Civil War and Rule of Sulla)

গৃহযুদ্ধের পূর্ব্বে রোমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি (Political situation on the eve of the Civil War) :—Gracchii ভ্রাতৃদ্বয় রোমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমূহের সমাধানের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। ইহাতে রোমের জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা হইল যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান হইবে না। Senate-এ অভিজাতশ্রেণীর সর্ব্বময় প্রাধান্য ছিল। শ্রেণীস্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া এবং জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া শ্রেণীনির্ব্বিশেষে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করার উপযোগী উদারতা ইহাদের একেবারেই ছিল না। ইহাদের সঙ্কীর্ণ, স্বার্থান্ধনীতি শাসন সম্পর্কিত বিষয়ে আপন শ্রেণীগত প্রাধান্য রক্ষা কল্পেই নিঃশেষে নিয়োজিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় নিষ্পেষিত জনসাধারণ শাসন পরিচালনায় আপন ন্যায্য অধিকার দাবী করিতে উদ্যত হইল। ফলে Senate-এর সমর্থক ও গণতন্ত্রের উপাসক এই দুই পরস্পর বিরোধী দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। প্রথমোক্ত দল **Optimates** নামে পরিচিত ছিল।

Senate-এর স্বার্থান্ধ অনুদার নীতি

শাসনকার্য্য পরিচালনায় Senate-এর একাধিপত্য অব্যাহত রাখাই এই দলের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শেষোক্ত দল **Populares** নামে পরিচিত ছিল। ইহারা Senate-এর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লোপ করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। ইটালীয়ানদের আশাআকাঙ্খার প্রতিও ইহারা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। ব্যাপকতর ভিত্তিতে রোমের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের পুনর্গঠন ইহাদের প্রধান কাম্য ছিল। কিন্তু কর্ম্মপন্থা সম্পর্কে Populares দলের নায়কগণের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। ইটালীয়ানগণকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে কি পরিমাণ মর্য্যাদা ও অধিকার দেওয়া হইবে এই সম্পর্কে তাহারা পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করিতেন। ইহার ফলে তাহাদের পক্ষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। এই অনৈক্যের সুযোগ লইয়া Senate-এর সমর্থক দল বহুকাল পর্য্যন্ত নিজেদের আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

Optimates বনাম Populares শ্রেণীবিরোধ

Populares দলের অনৈক্য ও দুর্ব্বলতা

Optimates ও Populares এই দুইটি ছাড়াও এই সময়ে রোমে অপর একটি দলের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া এই দল গঠিত ছিল। ইহারা Equestrian নামে পরিচিত ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহারা মধ্যপন্থী ছিল। Senate-এর ক্ষমতা হ্রাস করা সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে কোনও মতবিরোধ ছিল না। কিন্তু ইটালিয়ানগণকে রোমের নাগরিকগণের ন্যায় সমান মর্য্যাদা ও অধিকার দিতে হইবে, গণতন্ত্রবাদী দলের এই মত ইহারা সমর্থন করিত না। এই তিনটি পরস্পর বিরোধী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রোমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। রোমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সময়ে যে সকল নেতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন গণতন্ত্রবাদী দলের অধিনায়ক Caius Marius ও অভিজাত শ্রেণীর অবিসম্বাদী নায়ক Cornelius Sulla। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার বিরোধ রোমের সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।

Senatorial বনাম Equestrian শ্রেণী-বিরোধ; শেষোক্ত দলের কর্ম্মপন্থা

পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন দলের নায়ক

Caius Marius, জীবনী ও কৃতিত্ব (Career and achievements)—খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫৭ অব্দে Arpinum-এর এক দরিদ্র বংশে Marius জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই সামরিক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। Numantine যুদ্ধে তিনি সর্ব্বপ্রথম তাহার সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। Scipio Africanus Minor প্রমুখ নায়কগণের দৃষ্টি যুবক Marius-এর উপর পতিত হইয়াছিল। তাহাদের আনুকূল্যে তিনি সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। Marius গণতান্ত্রিক দলের প্রার্থীরূপে Tribune নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে তিনি গণতান্ত্রিক দলের অন্যতম প্রভাবশালী নায়করূপে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Jugurtha-র সহিত Rome-এর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে Marius রোমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক Consul Metellus-এর সহকারীরূপে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় জনপরিষদের নির্দ্দেশক্রমে Metellus-এর স্থলে Marius সৈন্যবাহিনী পরিচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত যুদ্ধ চালনা করিয়া Jugurtha-কে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আফ্রিকাতে রোমান প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করেন। ইহার অনতিকাল পরে দুর্দ্ধর্ষ Cimbri

Marius-এর সামরিক কৃতিত্ব

ও Teuton জাতির প্রচণ্ড আক্রমণহেতু রোমের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইলে Marius-এর উপর শত্রুদমনের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এই দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিলেন। Jugurtha-র সহিত যুদ্ধ চালনা কালে তিনি সর্ব্বপ্রথম Consul নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। Teuton-দের সহিত রোমের তিন বৎসর যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সময়ে প্রতি বৎসরই রোমের নাগরিকগণ Marius-কে Consul নিযুক্ত করিয়া দেশের নিরাপত্তা রক্ষার সর্ববিধ দায়িত্ব অর্পণ করিত। Aquae Sextiae-র যুদ্ধে Teuton-গণকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পর খ্রীঃ পূঃ ১০১ অব্দে Marius পঞ্চম বারের জন্য Consul নির্ব্বাচিত হইলেন। Teuton আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের নিকট তিনি রোমের অন্যতম ত্রাণকর্ত্তারূপে (Saviour of Rome) স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত Marius-এর জীবনে কোন কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। গণতান্ত্রিক দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে তিনি জনগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাস নৃশংসতা ও অত্যুগ্র ক্ষমতাপ্রিয়তার সমাবেশহেতু কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। উপর্য্যুপরি Consul নির্ব্বাচিত হইয়াও তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। Saturninus ও Glaucia নামক সুবিধাবাদী, স্বার্থসর্ব্বস্ব দুই রাজনৈতিক নেতার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া Marius ষষ্ঠ বারের জন্য Consul নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাহার জনপ্রিয়তা ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। এই সময় Pontus-রাজ Mithridates-এর সহিত রোমের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে Senate, Cornelius Sulla-কে রোমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে। Sulla, Marius অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাহার নিয়োগ Marius-এর মনঃপূত হয় নাই। তিনি জনপরিষদের সমর্থন লাভ করিয়া স্বয়ং Mithridates-এর বিরুদ্ধে সৈন্য-বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া Marius ও Sulla-র মধ্যে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। Sulla সসৈন্যে রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলে Marius পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। কিছুকাল আফ্রিকায় কালাতিপাত করার পর Marius, Sulla-র অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া ইটালীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং গণতান্ত্রিকদলের অন্যতম নেতা Cinna-র সহযোগিতায় ক্ষমতালাভে উন্মত হইলেন। যাহারা

Marius—Rome-এর ত্রাণকর্ত্তা

Marius-এর পলায়ন

রোমে প্রত্যাবর্ত্তন

তাহার বিরোধিতা করিবে বলিয়া আশঙ্কা ছিল তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করিয়া Marius ও Cinna রোমে প্রবেশ করিলেন এবং প্রচলিত বিধান ভঙ্গ করিয়া নিজেদের Consul বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু হত্যা ও রক্তপাতের সাহায্যে Marius যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অধিককাল ভোগ করিতে পারেন নাই। খ্রীঃ পূঃ ৮৬ অব্দের প্রথম ভাগে ৬১ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

Marius-এর ক্ষমতা লাভ

Marius-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and Achievements of Marius)—Marius-এর সামরিক প্রতিভা সর্ব্বজন স্বীকৃত। Jugurtha ও Teuton-দের সহিত যুদ্ধে তিনি অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। শেষোক্ত দলের আক্রমণে রোমের অস্তিত্ব যখন নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন Marius-ই অসামান্য সামরিক কৌশল ও প্রতিভাবলে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রোম-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার প্রভাবপ্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসী তাহাকে উপর্য্যুপরি ছয় বার Consul নির্ব্বাচিত করিয়া সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কিন্তু Marius-এর চরিত্রে রাজনৈতিক সংগঠনী প্রতিভার একান্ত অভাব ছিল। যোদ্ধারূপে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারূপে তিনি কোন কৃতিত্বই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাহার সংগঠনী প্রতিভা যুদ্ধ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। রোমের রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে তাহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। Saturninus ও Glaucia-র ন্যায় স্বার্থপর, বিবেকবুদ্ধিরহিত, সুবিধাবাদী ব্যক্তিদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া তিনি রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সামরিক প্রতিভার অনুরূপ রাজনৈতিক প্রতিভার অধিকারী হইলে Marius অনায়াসে স্থায়ীভাবে সর্ব্বোচ্চ শাসনক্ষমতা লাভ করিতে পারিতেন। জনৈক ঐতিহাসিক যথার্থই বলিয়াছেন যে, "Had Marius been great statesman as well as a great general, he might have anticipated the triumph of his cause afterwards won by Caesar." Merius-এর জীবনের শেষ কয়েক মাস অকারণ নরহত্যা ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল; অতিরিক্ত ক্ষমতালোভ তাহার চরিত্রের প্রধান দুর্ব্বলতা ছিল।

Marius-এর সামরিক প্রতিভা

রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব

ব্যক্তিগত স্বার্থের নিকট তিনি বৃহত্তর জনস্বার্থ বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। এই কারণেই শেষ জীবনে তিনি জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতা সামরিক ক্ষেত্রে তাহার সকল গৌরবকে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল।

Sulla—জীবনী ও কার্য্যাবলী (Career and achievements)

প্রথম জীবন (Early life) :—খ্রী: পূ: ১৩৮ অব্দে Cornelius Sulla রোমের এক প্রাচীন অথচ দরিদ্র সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত বিলাসী, আড়ম্বর প্রিয় ও অমিতাচারী ছিলেন। খ্রী: পূ: ১০৭ অব্দে তিনি Quaestor নির্ব্বাচিত হইয়া Africa-তে শাসনকার্য্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। Marius-এর অধিনায়কত্বে তিনি Spain-এ কয়েকটি যুদ্ধেও যোগদান করিয়াছিলেন। Cimbri ও Teutonদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রী: পূ: ১০২ অব্দে Sulla, Marius-কে ত্যাগ করিয়া Consul Catulus-এর নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে Praetor নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। Jugurtha-র বিরুদ্ধে যুদ্ধে (Jugurthine War) এবং ইটালিয়ান প্রজাগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (Social War) Sulla অসাধারণ সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, শেষোক্ত যুদ্ধে তিনি যেরূপ অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে তিনি অনায়াসে Rome-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রণনায়করূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। খ্রী: পূ: ৮৮ অব্দে Sulla, Consul নির্ব্বাচিত হইয়া রোমে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার অনতিকাল পরেই ক্ষমতা লইয়া Marius ও Sulla-র মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল।

ব্যক্তিগত জীবন

সামরিক কৃতিত্ব

ক্ষমতালাভ

Marius ও Sulla-র মধ্যে প্রথম গৃহ যুদ্ধ (Frist Civil War between Marius and Sulla, খ্রী: পূ: ৮৮-৮৬ অব্দ)

কারণ (Causes) :—Pontus রাজ Mithridates-এর সহিত Rome-এর সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইলে Senate-এর নির্দ্দেশক্রমে Sulla রোমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন। Marius, Sulla অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং সামরিক অভিজ্ঞতাও তাহার অধিক ছিল। সুতরাং Sulla-র নিয়োগ Marius-এর মনঃপূত হয় নাই।

Marius বনাম Sulla

Mithridates-এর সহিত যুদ্ধের নেতৃত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এই মনোমালিন্য ক্রমে এক ধ্বংসাত্মক গৃহযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। Sulla অভিজাত বংশীয় ছিলেন। এই কারণে Senate তাহাকেই প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের পদে মনোনীত করিয়াছিল। Marius গণতান্ত্রিক দলের আস্থাভাজন ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে রোমানবাহিনীর সর্ব্বময়কর্তৃত্ব লাভ করিবেন, ইহাই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু Sulla-র নিয়োগে তাহার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা লোপ পাইল। তথাপি Marius নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি Sulpicius নামক Tribune-এর সহায়তা লাভ করিয়া Sulla-র নিয়োগ অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং স্বয়ং Mithridates-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। সৈন্যবাহিনীর উপর Sulla-র অপরিসীম প্রভাব ছিল। তিনি Marius-এর ঘোষণা অনুযায়ী প্রধান সেনাপতির পদ ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া সসৈন্যে রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। Marius তাহাকে বাধা দানে প্রস্তুত হইলেন। ফলে Marius ও Sulla-র মধ্যে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল।

সংঘর্ষের কারণ

ঘটনাবলী (Incidents)—Sulla এত শীঘ্র সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়া রোম অভিমুখে অগ্রসর হইবেন, ইহা Marius ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং তাহার পক্ষে সাফল্যের সহিত Sulla-র গতিরোধ করা সম্ভব নাও হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া Marius রোম ত্যাগ করিয়া নিরাপদ আশ্রয় লাভের জন্য আফ্রিকাতে চলিয়া গেলেন। Sulla রোমে প্রবেশ পূর্ব্বক Marius-এর সমর্থকগণকে হত্যা করিয়া শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। Sulpicius, Sulla-র হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অতঃপর Senate-এর অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রে যথাসম্ভব শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিয়া Sulla, Mithridates-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার অভিপ্রায়ে গ্রীস অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

Sulla-র সাফল্য

Sulla-র অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া Consul Cinna-র নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক দল আপন প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইলে Senate-এর সমর্থক দলের সহিত গণতান্ত্রিক দলের সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইল। এই সঙ্ঘর্ষে একাধিক ইটালিয়ান জাতি Cinna-র পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রোমে পুনরায় অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করিল। সুযোগ বুঝিয়া Marius আফ্রিকা হইতে

Cinna ও Marius-এর যোগাযোগ

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং Cinna-র সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া Senate ও অভিজাত শ্রেণীর প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করা Senate-এর সমর্থকগণের সাধ্য ছিল না। তাহারা Marius ও Cinna-কে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়া সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিলে Marius উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং রোমে প্রবেশ করিয়া সপ্তম বারের জন্য নিজেকে Consul বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ক্ষমতা লাভ করিয়াই Marius অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে Sulla ও Senate-এর সমর্থকদলভুক্ত বহুসংখ্যক নাগরিকের প্রাণনাশের আদেশ দিলেন। তাহার অত্যাচারের ফলে রোমে রক্তস্রোত বহিয়া গেল এবং বহু নিরপরাধ ব্যক্তিও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার ফলে Marius-এর জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। সুখের বিষয় ইহার অল্পকাল পরেই Marius মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

Marius-এর মৃত্যু

Sulla ও Marius-এর সমর্থক দলের মধ্যে দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ (Second Civil War between Rome and the partisans of Marius)। **কারণ:** Mithridates-এর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া Sulla Rome-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই Marius-এর সমর্থক দলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইলেন। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে প্রতিদ্বন্দ্বীদল Sulla-র সমর্থকগণের বিরুদ্ধে নির্য্যাতনমূলক যে সকল বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল তজ্জন্য Sulla তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষাদান করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। Senate প্রকাশ্যে Sulla-র পক্ষ অবলম্বন করিল। Cinna ও Garbo পরিচালিত গণতান্ত্রিক দল Marius-এর পক্ষভুক্ত ছিল। এইবার ইটালিয়ান জাতিসমূহ Senate ও Sulla-র বিরুদ্ধে Marius-এর সমর্থক দলের পক্ষে যোগদান করিল। পরস্পর-বিরোধী এই দুইটি যুধ্যমান দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতেই রোমের দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হইল।

Marius ও Sulla-র মধ্যে ক্ষমতা লইয়া সঙ্ঘর্ষের কারণ

দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ

ঘটনাবলী (Incident):—Sulla সসৈন্যে Brundisium-এ অবতরণ পূর্ব্বক ইটালীর একাধিক জাতিকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার পক্ষে যোগদান করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর তিনি Campania অভিমুখে অগ্রসর হইলে Cinna-র সমর্থকদলের সহিত যুদ্ধ হয় এবং তাহাদিগকে পরাজিত করেন। এই সময় Marius-এর পুত্র **Younger Marius** গণতান্ত্রিক

বাহিনীর অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি Sulla-র গতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে ইটালী ত্যাগ করিয়া আফ্রিকাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে Marius-এর সমর্থক Samniteগণ সসৈন্যে রোম আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে Sulla তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

Marius-এর সমর্থক দলের পরাজয়

Colline Gate নামক স্থানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইলে Sulla উহাতে জয়লাভ করেন। অতঃপর Samniteগণ আরও কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। Sulla ইহাদের প্রতি কোন দয়া প্রদর্শন করেন নাই। অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত বহু Samnite-কে হত্যা এবং বহু সহস্রকে বন্দী ও তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি Marius-এর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। Younger Marius উপর্য্যুপরি পরাজয়ে নিরুৎসাহ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিলেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইটালীতে গৃহযুদ্ধের অবসান হইল। Marius-এর সমর্থক দলের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিলেন তাহারা Spain ও Africa-তে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন এবং তথা হইতে Sulla ও Senate-এর সমর্থক দলের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

গৃহযুদ্ধের অবসান

ইতিমধ্যে Sulla রোমে আপন সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে, যাহারা তাহার বিরোধিতা করিতে পারে, এইরূপ নাগরিকগণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রকাশ্য স্থানে এইরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের একটি তালিকা (Proscription) প্রস্তুত করিয়া টাঙ্গাইয়া দিলেন। তালিকায় যাহাদের নাম লিখিত ছিল তাহাদিগকে আইনের বহির্ভূত (outlaw) বলিয়া ঘোষণা করা হইল এবং যে কোন নাগরিক তাহাদিগকে দেখিবামাত্র হত্যা করিবার অবাধ অধিকার লাভ করিল। এই সকল ব্যক্তিদের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইল এবং ঘোষণা করা হইল যে, ভবিষ্যতে ইহাদের কোন বংশধর সরকারী কোন চাকুরীর প্রার্থী হইতে পারিবে না। এই নিষ্ঠুর ব্যবস্থা অনুযায়ী আনুমানিক পাঁচ সহস্র ব্যক্তির জীবনান্ত হইয়াছিল। অতঃপর সকল বিরোধ দমন করিয়া Sulla শাসনক্ষেত্রে আপন সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিলেন।

Sullaর নিষ্ঠুরকার্য্যাবলী proscriptions

Sulla-র ক্ষমতালাভ—

Sulla-র ক্ষমতালাভ—নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বীদলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া Sulla রোমের শাসনতন্ত্র পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার স্বহস্তে

গ্রহণ করিলেন। রাজনীতিতে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন এবং Senate-এর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে Senate স্বেচ্ছায় তাহাকে রোম-রাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া মানিয়া লইল। খ্রীঃ পূঃ ৮২ অব্দে Senate, Sulla-কে Dictator মনোনীত করিল। সাধারণতঃ কেহ ছয় মাসের অধিককালের জন্য Dictator নিযুক্ত হইতেন না। কিন্তু Sulla-র ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল। তিনি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য Dictatorরূপে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।

Sulla-র Dictator পদে নিয়োগ

Sulla-র **উদ্দেশ্য**—Sulla রাজনীতিতে অভিজাততন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাহার কোনই সহানুভূতি ছিল না। ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ারও তিনি বিরোধী ছিলেন। তাহার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া Senate-এর হস্তে শাসন কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিলেই রোমে শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। গণতান্ত্রিকদলের আক্রমণে Senate যে সকল অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল তৎসমুদয় পুনরুদ্ধার করিয়া শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে Senate-এর একচ্ছত্র আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি রোমান শাসনতন্ত্রের আমূল সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

Senate-এর প্রাধান্য স্থাপন—Sulla-র প্রধানতম উদ্দেশ্য

Sulla-র সংস্কার—Senate-এর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিয়া অভিজাত শ্রেণীকে শাসনযন্ত্র পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার দিতে চাহিয়া Sulla যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে।

(ক) **Constitutional Reforms :**—শাসনকার্য্য পরিচালনায় Senate-এর সার্ব্বভৌম আধিপত্য স্থাপন করিতে হইলে জনপরিষদ ও ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতা হ্রাস করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। জনপরিষদসমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য Sulla দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি এই মর্ম্মে এক ঘোষণা জারি করিলেন যে, Senate-এর সম্মতি ব্যতীত কোন নূতন আইনের প্রস্তাব জনপরিষদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, Comitia Tributa আইন প্রণয়ন ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ে যে সকল অধিকার

Senate-এর ক্ষমতাবৃদ্ধি

লাভ করিয়াছিল তাহার বিশেষ সঙ্কোচ সাধন করা হইল এবং এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দান করা হইল যে, অতঃপর Comitia Tributa, Senate-এর নির্দ্দেশ অনুমোদন এবং Plebeian ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন করা ভিন্ন অন্য কোন ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিবে না। জনপরিষদসমূহের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াই Sulla নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটগণের ক্ষমতা হ্রাস করার অভিপ্রায়ে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, Quaestor না হইয়া কেহ Praetor হইতে পারিবেন না এবং Praetor না হইয়া কেহ Consul পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি এই মর্ম্মে এক বিধান জারি করিলেন যে, কোন নাগরিক একবার কোন পদ অধিকার করিয়া থাকিলে দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি উক্ত পদের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না। তৃতীয়তঃ, Tribuneগণের ক্ষমতা সঙ্কোচ সাধনের জন্য Sulla এই মর্ম্মে এক আইন করিলেন যে, কেবলমাত্র Senate-এর সভ্যশ্রেণীর মধ্য হইতে Tribune নির্ব্বাচন করিতে হইবে এবং Senate-এর সম্মতি ব্যতীত Tribune নিজ দায়িত্বে কোন প্রস্তাবের খসড়া উপস্থাপিত করিতে পারিবেন না। আরও নিয়ম করা হইল যে, অতঃপর Tribuneগণ আর ভেটো (Veto) দানের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না এবং কোনও নাগরিক একবার Tribune নির্ব্বাচিত হইলে তিনি ভবিষ্যতে অপর কোন সরকারী পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না। এই শেষোক্ত ব্যবস্থার ফলে কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি Tribune পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন এইরূপ সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল। চতুর্থতঃ, Sulla, Tribune ভিন্ন Consul-দের ক্ষমতা খর্ব্ব করার অভিপ্রায়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। এতকাল পর্য্যন্ত Censorগণ Senate-এর সভ্য মনোনীত করিবার অধিকারী ছিলেন। Sulla নূতন আইন প্রবর্ত্তন করিয়া Censorগণের এই ক্ষমতা কাড়িয়া লইলেন। এইভাবে ম্যাজিষ্ট্রেট ও জনপরিষদসমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া Sulla শাসনক্ষেত্রে Senate-এর অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন।

জনপরিষদের ক্ষমতাহ্রাস

Tribune-দের অধিকার লোপ

(খ) **Administrative Reforms :**—Senate-এর অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধার করিয়া Sulla শাসনযন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি একই ব্যক্তির হস্তে সামরিক ও অসামরিক বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করার প্রথার লোপ

সাধন করিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, Consul ও Praetorগণ তাহাদের কার্য্যকালে রোমে উপস্থিত থাকিয়া অসামরিক বিভাগ পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করিবেন। এই সময়ের মধ্যে তাহারা কোন কারণেই রোম ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর Senate-এর সম্মতিক্রমে তাহারা Pro-Consul অথবা Pro-Praetorরূপে রোমের বাহিরে প্রদেশসমূহে সামরিক দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে Sulla, Praetor ও Quaestor-গণের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেন। এই সময় হইতে ৮ জন Praetor এবং অন্যূন ২০ জন Quaestor নিয়োগ করার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। তৃতীয়তঃ, Sulla, Comitia-র বিচার বিষয়ক ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য Senate-এর সদস্যদের লইয়া একটি স্থায়ী ফৌজদারী আদালত গঠন করিলেন। এই আদালতের বিচারকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত জুরী নিয়োগের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইল। জুরীগণের অধিকাংশই Senate-এর সদস্য ও তাহাদের সমর্থকদলের মধ্য হইতে নিয়োগ করা হইত। চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ যাহাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে শাসন পরিচালনা না করিতে পারেন, এতদুদ্দেশ্যে Sulla এই মর্ম্মে বিধান জারী করিলেন যে, তাহারা Senate-এর সম্মতি ভিন্ন নিজ দায়িত্বে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা বা সন্ধি স্থাপন করিতে পারিবেন না এবং তাহাদের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার অনধিক একমাস কালের মধ্যে তাহাদিগকে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রের ব্যয়বাহুল্য কমাইবার জন্য এবং ভবিষ্যতে যাহাতে স্বৈরতন্ত্র স্থাপিত হইতে না পারে এই কারণে Sulla নাগরিকগণের মধ্যে নামমাত্র মূল্যে শস্য বিক্রয়ের প্রথা রহিত করিয়া দিলেন এবং নেতাদের পক্ষে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিলেন।

সামরিক ও অসামরিক বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ

Praetor ও Quaestor গণের সংখ্যাবৃদ্ধি

Comitia Tributaর অধিকার হরণ

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্ত্তন

শস্য আইনের সংস্কার

Sulla-র শেষ জীবন ও মৃত্যু—Sulla অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য Rome-এর Dictator নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি আজীবন এই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। Senate ও অভিজাতশ্রেণীর আধিপত্য স্থাপনই ছিল তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন

তাহাতে Senate-এর ক্ষমতা ও মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়া মাত্র Sulla স্বেচ্ছায় সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা ত্যাগ করিলেন। রক্তপাত ও নিষ্ঠুর নরহত্যা দ্বারা তিনি যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, মাত্র তিন বৎসর তাহা ভোগ করার পর তিনি স্বেচ্ছাক্রমে এই ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ক্ষমতা লাভ করিয়া অল্পকাল মধ্যে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত রোমের ইতিহাসে বিরল। ক্ষমতা ত্যাগ করার পর Sulla মাত্র তিন বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই সময় মধ্যে তিনি রোমের রাজনৈতিকক্ষেত্রে আর কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। প্রধানতঃ সাহিত্য চর্চা করিয়াই তিনি জীবনের শেষ তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৬০ বৎসর হইয়াছিল। সংযত জীবনযাপনপ্রণালীতে অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়াই তিনি অপরিণত বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

Sullaর স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ—শেষ জীবন ও মৃত্যু

Sulla-র সংস্কার প্রচেষ্টার স্বরূপ (Character of Sulla's Reforms):—Sulla যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার ফলে Rome-এর শাসনক্ষেত্রে Senate-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আভ্যন্তরীণ শাসনবিষয়ক সমস্যাসমূহের সমাধান হয় নাই। Sulla রাজনৈতিক দল ও উপদলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থাকিয়া জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কোনও সংস্কারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তিনি শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাকল্পেই আপন শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যে প্রতিক্রিয়াশীল উপদলীয় স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্য দ্বারা Sulla অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে জনমতের কোনই সমর্থন ছিল না। এই কারণে তাহার সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহার পদত্যাগের দশ বৎসর কালের মধ্যেই তাহার অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে তিনি যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন উহাই একমাত্র দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার বিচার বিভাগীয় সংস্কার ও প্রাদেশিক শাসন বিষয়ক নূতন বিধান বহুকাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু তাহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ Senate-এর প্রাধান্য স্থাপন, কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

Sulla-এর সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতা

উহার আংশিক সাফল্য

✓Sulla-র সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ:—রোমের সর্ব্বময় শাসনকর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া Sulla যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তাহার পদত্যাগের পর দশ বৎসরকাল মধ্যেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কেবলমাত্র শাসনতন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তিনি যে সকল বিধান জারী করিয়াছিলেন তাহাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত যে সকল সংস্কার তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা অধিককাল স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। অতএব এই ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করা কষ্টকর নহে। প্রথমতঃ, Sulla যে প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য লইয়া শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার পশ্চাতে দেশের জনমতের সমর্থন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিচার বিষয়ক ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তিনি জনসাধারণের এক অতি প্রভাবশালী অংশের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, Tribune-প্রমুখ ম্যাজিষ্ট্রেট ও জনপরিষদসমূহকে চিরাচরিত ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তিনি সাধারণ শ্রেণীর বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, Senate-এর অধিকার বৃদ্ধি করিয়া তিনি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় শতকে Senate-এর সদস্যগণ যে অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন বর্ত্তমানে Senatorsদের মধ্যে ঐ সকল গুণাবলীর একান্ত অভাব দেখা গিয়াছিল। Senate-এর সভ্যগণের মধ্যে শ্রেণীগত স্বার্থবুদ্ধি এক্ষণে অতি প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এই কারণে Sulla তাহার শাসনসংস্কার দ্বারা Senateকে যে প্রাধান্য দিয়াছিলেন Senate তাহা রক্ষা করার সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, "The new constitution as set up by Sulla contained within itself the germs of dissolution ; for it invited attack from every side."

জনসাধারণের বিরোধিতা

Senate-এর অকর্ম্মণ্যতা

Sulla-র চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and achievements of Sulla):—Sulla রোমের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অসামান্য প্রতিভা ও কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য। বাল্যজীবনে তিনি সামরিক বিদ্যার সহিত গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অমিতাচারী ছিলেন। গ্রীক সংস্পর্শ হেতু রোমান চরিত্রে যে সকল দোষগুণের সমাবেশ হইয়াছিল তাহার সব কয়টিই Sulla-র চরিত্রে বর্ত্তমান ছিল। রাজনৈতিকজীবনে তিনি নরহত্যা ও

রক্তপাত করিয়া নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিষ্ঠুর ও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন ভিন্ন রোমের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাবিধান সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Marius-ও যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। Sulla-কে *"a statesman of blood and iron"* বলা হইয়া থাকে। ইহা সাধারণভাবে সত্য হইলেও সর্ব্বাংশে সত্য নহে। নিছক ব্যক্তিগত ক্ষমতালাভ কামনায় তিনি নিষ্ঠুরতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। ইচ্ছা করিলে তিনি আজীবন সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন। কিন্তু মাত্র তিন বৎসর স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবার পর তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিয়া রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ ক্ষমতা ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

Sulla—'a statesman of blood and iron'

Sulla নিষ্ঠুরতার দ্বারা দলীয় ও উপদলীয় কলহ দমন করিয়া রাষ্ট্রে শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্থায়ীভাবে রোমের সমস্যাসমূহের সমাধান করিতে পারেন নাই। তাহার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারসমূহ নিতান্ত একদেশদর্শী ছিল। দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া তিনি জাতীয় সংহতির অনুকূল কোনও কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তরবারির সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তিনি "জোর যার মুলুক তার" এই নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন। তাহার এই সামরিক বল প্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী কালে একদিকে Catiline ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করিতে এবং অন্যদিকে Julius Caesar অস্ত্র শক্তির সাহায্যে সর্ব্বোচ্চ শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। "The natural result of the methods of Sulla was, on the one hand, the conspiracy of Catiline, and, on the other, the despotism of Caesar"—Wells.

পরবর্ত্তী যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে Sulla-র কর্ম্মপন্থার প্রভাব

Studies and Questions

1. Analyse the principal features in the political life of Rome on the eve of the Civil War between Marius and Sulla.

2. Briefly sketch the life of Caius Marius with special reference to his quarrel with Cornelius Sulla.

3. Form an estimate of the character and achievements of Marius.

4. Explain the causes of the quarrel between Marius and Sulla. (C. U. 1911)

5. Write a critical review of the reforms of Sulla. (C. U. 1928, 1934, 1938, 1943, 1948, 1952)

6. "Sulla's object was to re-instate the Senate in its old position of power and influence." Illustrate. (C. U. 1920, 1925, 1927)

7. What was the essential character of Sulla's reforms ?
(C.U. 1917, 1950)

8. How far is it true to say that the Sullan constitution contained within itself the germs of dissolution ? (C. U. 1922, 1930.)

9. Form an estimate of Sulla as a Dictator. (C. U. 1912)

10. Append a character-sketch of Sulla as a man. (C. U. 1917)

একাদশ অধ্যায়

Mithridatic ও অপরাপর যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৮৮-৬৩ অব্দ

(The Mithridatic and other wars of Rome)

Mithridates VI. Eupater :—Mithridates VI. ছিলেন কৃষ্ণ-সাগরের তীরবর্ত্তী Pontus রাজ্যের অধিপতি। তিনি Alexander-এর সেনাপতি সিরিয়া-অধিপতি Seleucos-এর বংশধর ছিলেন। মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি Pontus-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার মাতা, তাহার ও তাহার ভ্রাতার পক্ষে, অভিভাবিকাস্বরূপ রাজ্যের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। খ্রীঃ পূঃ ১১৪ অব্দে সাবালক হওয়া মাত্র Mithridates ভ্রাতার দাবী ও মাতার কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া স্বয়ং শাসনকর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। শাসনকার্য্য পরিচালনায়

Mithridates-এর সিংহাসনারোহণ

তিনি অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্ব ও উত্তর উপকূলে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকা জয় করিয়া পশ্চিমে Danube নদী পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি কেবল শাসনদক্ষ, রণনিপুণ নরপতিই ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুপণ্ডিতরূপেও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি পঁচিশটি বিভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহ ও কূটনীতির সাহায্যে Armenia, Chersonesus, Bosphorus প্রভৃতি অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া Mithridates এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি প্রাচ্যদেশ হইতে রোমান প্রভুত্বের বিলোপ সাধন করিয়া এশিয়াতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের অভিলাষী ছিলেন। Rome বনাম Mithridates-এর সংগ্রামকে এই কারণে পাশ্চাত্য বনাম প্রাচ্যের সংগ্রাম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

Pontus রাজ্যের সীমা ও আয়তন

প্রথম Mithridatic যুদ্ধ (খৃঃ পূঃ ৮৮–৮৪ অব্দ)

কারণ (Causes) :—Mithridates VI-এর সিংহাসন আরোহণের অব্যবহিত পরেই তাহার নাবালক অবস্থার সুযোগ লইয়া রোমানগণ Pontus-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত Phrygia প্রদেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ইহাতে Pontus ও রোমের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ইহার কিছুকাল পরে Cappadocia রাজ্যের রাজার মৃত্যু হইলে Mithridates তাহার জনৈক আত্মীয়কে উক্ত রাজ্যের অধিপতি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রোমানগণ ইহার বিরোধিতা করায় তাহার চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। এই কারণে Mithridates ও রোমানগণের মধ্যে শত্রুতার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। Bithynia-র সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলে রোম ও Mithridates পরস্পর বিরোধী দুইজন প্রার্থীর মনোনয়ন সমর্থন করেন। ইহাতে উভয়পক্ষের মধ্যে শত্রুতা আরও বৃদ্ধি পাইল। রোমানগণ Mithridates-এর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সমর্থিত ব্যক্তিকে Bithynia-র সিংহাসনে স্থাপন করিয়াই নিশ্চেষ্ট রহিল না, তাহারা তাহাকে Pontus রাজ্য আক্রমণ করিতেও প্ররোচিত করিল। Rome-এর সুস্পষ্ট নির্দেশক্রমেই

রোম কর্ত্তৃক Phrygia অধিকার

রোম কর্ত্তৃক Bithyniaর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

Bithynia-রাজ Pontus আক্রমণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। এই কারণে Mithridates রোমের নিকট এই শত্রুজনোচিত ব্যবহারের কৈফিয়ৎ চাহিয়া প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রোমানগণ কেবল কৈফিয়ৎ দিতেই অসম্মত হইল না, পরন্তু তাহারা Pontus-এর প্রতিনিধিগণের সহিত অত্যন্ত অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া Mithridates রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। (খ্রীঃ পূঃ ৮৮ অব্দ)

ঘটনাবলী (Incidents of the First Mithridatic War)—যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে Mithridates সসৈন্যে Bithynia ও Cappadocia অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই রাজ্যের অধিবাসিগণ তাহার আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করিল। Mithridates উভয় রাজ্যের অধিপতিদ্বয়কে বিতাড়িত করিয়া উক্ত অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিলেন। অতঃপর বিজয়ী Pontus-রাজ Phrygia ও Galatia প্রদেশদ্বয় স্বীয় অধিকারভুক্ত করিলেন। এশিয়ায় রোমান শাসন কোন কালেই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ Mithridates-কে অযাচিতভাবে যে সাহায্য করিয়াছিল তাহাতেই তাহার পক্ষে যুদ্ধে সাফল্য অর্জ্জন করা সহজতর হইয়াছিল। এশিয়ার বিভিন্নস্থানে যে সকল রোমান ও ইটালিয়ান নাগরিক ছিল, Mithridates-এর আদেশের ফলে তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আনুমানিক ৮০,০০০ ব্যক্তির প্রাণনাশ হইয়াছিল।

Mithridates-এর সাফল্য

Mithridates-এর এই সাফল্যে গ্রীসদেশেও জনসাধারণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। গ্রীসেও রোমান শাসন জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। উপর্য্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে Mithridates জয়লাভ করাতে গ্রীসের অধিবাসিগণের মনে ধারণা হইল যে, রোমের সামরিক শক্তিসামর্থ্য লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই সুযোগে তাহারা Pontus-এর পক্ষে যোগদান করিলে সহজে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে এই আশায় গ্রীকগণ Mithridates-কে 'প্রাচ্যের মুক্তিদাতা' (Liberator of the East) জ্ঞান করিয়া প্রকাশ্যে তাহার পক্ষ অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। Mithridatesও এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি গ্রীকগণের নিকট হইতে সমর্থন লাভের প্রতিশ্রুতি পাইয়া অবিলম্বে সেনাপতি **Archelaus**-এর নেতৃত্বে গ্রীসে এক বিশাল স্থল ও নৌবাহিনী প্রেরণ

'প্রাচ্যের মুক্তিদাতা' Mithridates

করিলেন। এই সময় রোমানবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন Cornelius Sulla। Sulla সসৈন্যে Athens ও Piraeus অভিমুখে অগ্রসর হইয়া উহা অবরোধ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে **Chaeronea**-র যুদ্ধে Mithridates ও গ্রীসের সম্মিলিত বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই Mithridates-এর অপর এক বাহিনী **Orchomenus**-এর যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। এশিয়াতেও রোমানবাহিনীর অধিনায়ক Fimbria ইতিমধ্যে একাধিক যুদ্ধে শত্রুসৈন্যদলকে পরাভূত করিয়াছিলেন। উপর্যুপরি কয়েকটি যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হওয়ার ফলে Mithridates খ্রীঃ পূঃ ৮৪ অব্দে রোমের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাতে স্থির হইল যে, (ক) Mithridates-এর পৈতৃক রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে; (খ) কিন্তু এশিয়ার যে সকল বিভিন্ন স্থানে তিনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন তথায় তাহার শাসনকর্তৃত্বের অবসান হইবে; (গ) যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তিনি রোমকে ২০০০ talents বা স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাধ্য থাকিবেন এবং (ঘ) সাজসরঞ্জামসহ Pontus নৌবহরের ৭০টি জাহাজ রোমের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।

গ্রীসে যুদ্ধ

Chaeronea ও Orchomenus-এরযুদ্ধে রোমান পক্ষের জয়লাভ

সন্ধির সর্ত্তাবলী

দ্বিতীয় Mithridatic যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৮৩-৮২ অব্দ) :—Rome-এর সহিত Mithridates-এর সন্ধি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। রোমানবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক Sulla যুদ্ধশেষে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন কালে Pontus রাজ্যের সেনাপতি Licinius Muraena-র নেতৃত্বে একদল সৈন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন। Muraena অতিশয় উচ্চাভিলাষী ও দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রোমের কর্তৃপক্ষের সম্মতি না লইয়াই সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে Cappadocia প্রদেশ আক্রমণ করিলে Mithridates আত্মরক্ষার্থ দ্বিতীয়বার রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই দ্বিতীয় Mithridatic যুদ্ধ স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। কোন পক্ষেই চূড়ান্তভাবে জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হওয়ার পূর্ব্বেই উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এক স্থিতাবস্থাচুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই যুদ্ধে যুবক Julius Caesar কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Mithridates-এর সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ—স্বল্পকালস্থায়ী

তৃতীয় Mithridatic যুদ্ধ (খ্রীঃ পূঃ ৭৪-৬৩ অব্দ)

কারণ (Causes) :—Mithridates দুইবার Rome-এর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি পুনরায় Rome-এর সহিত শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার অভিলাষী ছিলেন এবং গোপনে যুদ্ধার্থ প্রস্তুতও হইতেছিলেন। Sulla-র মৃত্যুতে রোমের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছিল। Mithridates এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অবহেলা করেন নাই। এশিয়াতে রোমের শাসনের বিরুদ্ধে সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাসাধারণের মধ্যে যে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল, Mithridates তাহারও সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈজিয়ান উপসাগরীয় অঞ্চলে যে জলদস্যুদল অবাধ লুণ্ঠন দ্বারা রোমের ব্যবসায় বাণিজ্য ও ধনপ্রাণের ক্ষতি করিয়া বেড়াইত তাহাদের নিকটেও সাহায্য ভিক্ষা করিতে Mithridates পরাঙ্মুখ হন নাই। এইভাবে যখন Pontus-রাজ পুনরায় রোমের সহিত শক্তিপরীক্ষার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখন Bithynia-রাজ Nicomedes-এর মৃত্যু হয়। Nicomedes অপুত্রক ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে তাহার রাজ্য রোমানগণকে দান করিয়া গিয়াছিলেন। রোমানগণ এই দানপত্র অনুসারে Bithynia-রাজ্য দখল করিতে উদ্যত হইলে Mithridates প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রোমানগণ এই প্রতিবাদে কোন প্রকার কর্ণপাত করিল না। Mithridates অনন্যোপায় হইয়া রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন। ইহাই তৃতীয় বা শেষ Mithridatic যুদ্ধ।

Mithridates-এর সহিত জলদস্যুগণের মিত্রতা

Bithynia-র অধিকার লইয়া বিরোধ সৃষ্টি

ঘটনাবলী (Incidents)—তৃতীয় Mithridetic যুদ্ধে রোমানবাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন **Consul Licinius Lucullus** ; তিনি রণ-কুশল সেনাপতিরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Cyzicus আক্রান্ত হইলে তিনি Pontus বাহিনীকে পরাজিত করিয়া উক্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি Bithynia অধিকার করিয়া Pontus রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে Mithridates অনন্যোপায় হইয়া তাহার জামাতা Armenia-অধিপতি Tigranes-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের চক্রান্তে রোমের কর্ত্তৃপক্ষ Lucullus-এর পরিবর্ত্তে **Pompey**-কে Mithridates-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ

Lucullus-এর নেতৃত্ব

করিলেন। Pompey অনন্যসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি Parthia-র অধিপতির সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া প্রচণ্ড তেজে Pontus রাজের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলেন। তাহার প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছিল। তিনি একাধিক যুদ্ধে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করিয়া Mithridates-কে Bosphorus অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিলেন। অতঃপর Pompey, Armenia অধিপতি Tigranesকে পরাজিত করিয়া Mithridates-এর শক্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিলেন। পরাজিত Mithridates রাজ্য ত্যাগ করিয়া Bosphorus অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করায় Pompey বিনাবাধায় Pontus রাজ্যের অভ্যন্তরে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় Rome-এর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে একটি প্রদেশ গঠন করিলেন। অতঃপর Pompey—Syria, Palestine ও Jerusalem অধিকার করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে রোমের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। Mithridates বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াও নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি পুনরায় শক্তিসংগ্রহ করিয়া রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাহার সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তাহার অনুচরগণের মধ্যেও অনেকে প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। তাহার সৈন্যদলও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় জয়লাভ ও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত দেখিয়া Mithridates বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় Mithridatic যুদ্ধের অবসান হইল (খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দ)। Hannibal-এর পর রোমানগণকে Mithridates-এর ন্যায় এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সম্মুখীন হইতে আর হয় নাই।

Pompey-র সাফল্য

Mithridates-এর পরাজয়, পলায়ন ও আত্মহত্যা

Asia-প্রদেশের পুনর্গঠন (Settlement of Asia after the death of Mithridates)—Mithridates-এর পরাজয় ও মৃত্যুর পর Pompey সমগ্র এশিয়া অঞ্চল পুনর্গঠন করেন। Mithridates-এর রাজ্যটিকে রোমের শাসনাধীনে Bithynia ও Syria নামে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদ্বয়কে সাহায্য করিবার নিমিত্ত বহুসংখ্যক বিভাগীয় রোমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হয়। সাধারণতঃ প্রদেশসমূহের অন্তর্ভুক্ত নগরসমূহের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হইত না। নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। যে সকল

Mithridatic যুদ্ধের অবসানে রোম কর্ত্তৃক এশিয়ার পুনর্গঠন

অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রকাশ্যভাবে রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল।

Bithynia ও Syria ভিন্ন Asia-র অপরাপর অঞ্চলের স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। ঐ সকল অঞ্চলে যে সকল রাজতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্র অবস্থিত ছিল তাহাদের স্বাধীনতা আইনতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ ইহারা রোমের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারিল না। এই সকল রাষ্ট্রের মধ্যে Armenia, Cappadocia, Colchis ও Bosphorus-এর নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

Spain-এ বিদ্রোহ (খ্রীঃ পূঃ ৮৩-৭২ অব্দ)

Marius ও Sulla-র মধ্যে যখন গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল তখন Marius-এর সমর্থক দলের এক অংশ প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া Spain-এ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই দলের নেতা ছিলেন Sertorius। তিনি Spaniard-গণের সহায়তা লাভ করিয়া Sulla-র অনুচরগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইলে রোম হইতে Metellus-এর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। Metellus এই যুদ্ধে বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে Pompey রোমানবাহিনীর সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। তিনিও সম্মুখ যুদ্ধে Sertorius-কে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে জনৈক অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় Sertorius নিহত হইলেন। তাহার মৃত্যুর পর Pompey সহজেই তাহার অনুচরগণকে দমন করিয়া Spain-এ Senate পরিচালিত দলের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

Sertorius-এর নেতৃত্বে স্পেনে রোমান শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

Lepidus-এর বিদ্রোহ (খ্রীঃ পূঃ ৭৮-৭৭ অব্দ)—Sulla-এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংস্কারসমূহ ব্যর্থ করার জন্য রোমে যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল Consul Aemilius Lepidus তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নামমাত্র মূল্যে নাগরিকগণের মধ্যে শস্যবিতরণ প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়া ছিলেন। Sulla-র শাসনকালে যে সকল নাগরিক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, Lepidus তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু Senate তাহার এই সকল প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংস্কার প্রবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অবশেষে Lepidus সামরিক বলের সাহায্যে ক্ষমতালাভে উদ্যোগী হইলেন। তিনি

বিদ্রোহী Lepidus Catulus-এর হস্তে পরাজয়

তাহার অনুচরদল লইয়া Rome-অভিমুখে অগ্রসর হইলে Consul Catulus তাহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষে Milvian Bridge-এ যুদ্ধ হইলে Lepidus পরাজিত হইলেন। অতঃপর তিনি Sardinia-তে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। কিছুকাল পরে Sardinia-তেই তাহার মৃত্যু হয়।

Gladiatorial যুদ্ধ (খৃঃ পূঃ ৭৩-৭১ অব্দ)—দেশ দেশান্তরে যুদ্ধে জয়লাভ করাতে একদিকে রোম রাষ্ট্রের সীমা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অপর দিকে রোমানগণের হস্তে শত্রুপক্ষীয় বহু সৈন্য যুদ্ধবন্দীরূপে ধৃত হইয়াছিল। এই সকল বন্দীর অনেকে ক্রীতদাসরূপে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; আবার অনেকে মল্লযোদ্ধা বা Gladiator-এর বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রীস বিজয়ের পর হইতেই মল্লযুদ্ধ রোমে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। মল্লযোদ্ধাগণ কেবল নিজেরাই পরস্পর যুদ্ধ করিতেন না, সিংহ প্রমুখ হিংস্রপ্রাণীদের সহিতও তাহাদিগকে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইত। মল্লক্রীড়া শিক্ষাদানের নিমিত্ত রোমে বহু ব্যায়ামাগার স্থাপিত হইয়াছিল। মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য অগণিত জনতার ভিড় হইত। তাহারা ইহাতে নিষ্ঠুর আনন্দ ভোগ করিত। যোদ্ধাদের শারীরিক নিরাপত্তার প্রতি তাহারা বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করিত না। একবার **Spartacus** নামক জনৈক ব্যক্তির নেতৃত্বে একদল যোদ্ধা Capua-র শিবির হইতে পলায়ন করে। ক্রমাগত রোমান কর্ত্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া Spartacus দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিয়া থাকেন এবং দলে দলে বহু নির্য্যাতিত ক্রীতদাস ও মল্লযোদ্ধা তাহার পক্ষে যোগদান করে। দুইবৎসর কাল রোমান কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে Consul Crassus, Spartacus-কে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাহার অনুচরবর্গকে দমন করেন (খ্রীঃ পূঃ ৭১ অব্দ)।

Spartacus কর্ত্তৃক Gladiatorial যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ

যুদ্ধের গতি ও পরিণতি

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের জলদস্যুগণের বিরুদ্ধে রোমের অভিযান— ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূল ও দ্বীপাঞ্চলে বহুকাল হইতে জলদস্যুগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। Sulla ও Marius-এর গৃহযুদ্ধের ফলে যখন বহির্জ্জগতে রোমের সামরিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছিল, তখন জলদস্যুগণের অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। অনেক সময় ইহারা ইটালীর উপকূলভাগেও আক্রমণ চালাইত। ইহাদের অত্যাচারের ফলে রোমের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইতেছিল। এই অবস্থায় রোমের

পক্ষে উদাসীন থাকা সম্ভবপর ছিল না। Metellus ও M. Antoninus-এর উপর যথাক্রমে ইহাদের অত্যাচার দমনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহারা কেহই বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৬৭ অব্দে Senate-এর নির্দ্দেশক্রমে Pompey ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। Pompey অত্যন্ত সমরকুশল সেনাপতি ছিলেন। তিনি মাত্র তিন মাস কালের মধ্যে জলদস্যুগণের সকল ঘাঁটি দখল করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। এই সাফল্য লাভ করার ফলে Pompey-র সামরিক প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

Pompey কর্তৃক জলদস্যুগণের উপদ্রব দমন

Studies and Questions

1. Write notes on Mithridates VI.
2. Give an account of Rome's war with Mithridates.
3. Write notes on Rome's war with the Mediterranean Rirates.

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রজাতন্ত্রের পতনের সূচনা

(The Beginning of the Break-down of the Republic)

রোমের সমস্যা (Problems of Rome)—Sulla-র মৃত্যুর পর হইতে রোমের ঘটনাচক্র যেরূপ দ্রুতগতিতে আবর্ত্তিত হইতেছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে রাষ্ট্রবিপ্লব অত্যাসন্ন হইয়া উঠিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম্ শতকের শেষ-ভাগ হইতে রোমের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যে সকল সমস্যা দেখা দিয়াছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে তৎসমুদয়ের সমাধানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। নিম্নে এই সকল সমস্যার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল :—

(১) **ইটালীর জনসংখ্যার হ্রাস**—ইটালীর অধিকাংশ ভূসম্পত্তি ধনিক অভিজাতশ্রেণীভুক্ত মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীর করায়ত্ত ছিল। ইহারা ক্রীতদাসের সাহায্যে কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। স্বাধীন শ্রমজীবী ও দরিদ্র কৃষকশ্রেণী গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করিয়া সহরে চলিয়া আসিয়াছিল। সহরে স্থায়ীভাবে জীবিকা সংগ্রহের ইহাদের কোনও উপায় ছিল না। সুতরাং বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহারা বেকার জীবন যাপন করিত। অন্নবস্ত্রের সংস্থানের জন্য ইহাদের ধনিকশ্রেণীর উপর সম্পর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত। ধনী ব্যক্তিগণ তাহাদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষা কল্পে যথেচ্ছভাবে ইহাদিগকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিত। ইহাতে একদিকে যেমন ইটালীর গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল, অপরদিকে তেমনই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার হ্রাস, সহর অঞ্চলে জনতার বৃদ্ধি—

(২) **প্রাদেশিক শাসনের অব্যবস্থা**—রোমের কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা সম্ভবপর ছিল না। প্রদেশসমূহ রোম হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। গমনাগমন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। এই অবস্থায় প্রাদেশিক শাসকগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া প্রায়শঃই নিজ নিজ দায়িত্বে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। অনেক সময় ইহাদের শাসন কুশাসনের নামান্তর ছিল। ইহারা প্রজাসাধারণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া এবং আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে যথেচ্ছভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এই অব্যবস্থার আশু প্রতিকার না করিলে প্রদেশসমূহে রোমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

প্রাদেশিক কুশাসন

(৩) **দলীয় স্বার্থসংঘাত**—রোমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সময়ে বহু দল ও উপদল আবির্ভূত হইয়াছিল। ধনতন্ত্রের সমর্থক Optimates ও গণতন্ত্রের সমর্থক Populares-দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতু রোমের জাতীয় সংহতি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। জাতীয় অপেক্ষা দলীয় স্বার্থই জনসাধারণের নিকট অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই অবস্থায় রোমের জনমত ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠিয়া জাতীয় সংহতির অনুকূলে কোন কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিবে, এইরূপ আশা সুদূরপরাহত ছিল। Senate যে ভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিতে বদ্ধপরিকর ছিল,

দলীয় স্বার্থের নিকট জাতীয় স্বার্থের আত্ম-বিলোপ

দরিদ্র জনসাধারণ ও ধনিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় স্বভাবতঃই ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এই অবস্থায় রোমের রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে দুর্যোগ অত্যাসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

সমসাময়িক যুগে রোমের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা (Principal Leaders in the State)– তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

Pompey :—Gnaeus Pompeius রোমের সমসাময়িক ইতিহাসে Pompey নামেই অধিক পরিচিত। তিনি খ্রীঃ পূ ১০৬ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা Social War-এ কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

Pompey-র সামরিক কার্য্যকলাপ ও অভিজ্ঞতা

পিতার নিকটেই Pompey সামরিক বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া তাহার সহকারীরূপে মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। Sulla ও Marius-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি Sulla-র পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। Africaতে Marius-এর সমর্থক দলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া তিনি Sulla-র নিকট হইতে Magnus অথবা The Great উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। Sulla-র মৃত্যুর পরে তিনি Senatorial party-র অন্যতম নায়ক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। Spain-এ Sertorius-এর নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ হইয়াছিল Pompey কঠোর হস্তে তাহা দমন করিয়াছিলেন। Gladiatorial যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়াও তিনি অসামান্য সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

রোমের গণতান্ত্রিক দলের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে Pompey, Senatorial দলত্যাগ করিয়া গণতান্ত্রিক দলের সমর্থনক্রমে Consul পদের

Consul Pompey

জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। খ্রীঃ পূঃ ৭০ অব্দে বিপুল ভোটাধিক্যে Consul নির্ব্বাচিত হইয়া Pompey পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, Sulla জনসাধারণের অধিকার খর্ব্ব করিয়া যে সকল বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটি ধারার পরিবর্ত্তন সাধন করেন। বিশেষতঃ, Tribune-গণের যে সকল অধিকার হরণ করা হইয়াছিল, Pompey তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করেন। ইহাতে জনসাধারণের নিকট তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। অতঃপর **Gabinian Law** নামে পরিচিত বিধান অনুযায়ী Pompey-কে ভূমধ্যসাগরের জলদস্যুগণের উপদ্রব দমনের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়। এই দায়িত্ব তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছিলেন। মাত্র

তিনমাস কালের চেষ্টায় তিনি জলদস্যুগণকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন।

Mithridates ও জলদস্যুগণের বিরুদ্ধে Pompey-র সাফল্যপূর্ণ অভিযান

এই সাফল্যলাভের অনতিকাল পরেই **Lex Manilia**-র বিধান অনুযায়ী Pompey-কে Mithridates-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই দায়িত্বও তিনি যথাযথভাবে পালন করিয়াছিলেন। তাহার সুদক্ষ নেতৃত্বগুণে রোমানবাহিনী Mithridates-এর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও পরাজিত করিয়া এশিয়া অঞ্চলে রোমের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। Mithridates-এর সহিত যুদ্ধ চালনার ফলে Pompey— Armenia, Pontus ও Syria অঞ্চলেও রোমান প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সকল বিজিত দেশ লইয়া রোমের শাসনাধীনে একটি প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল।

First Triumvirate গঠন

এশিয়া হইতে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর Pompey-র প্রভাব প্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অতঃপর Caesar ও Crassus-এর সহায়তায় Pompey একযোগে রোমের সর্ব্বময় শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার অভিপ্রায়ে যে মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাই ইতিহাসে **First Triumvirate** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

Julius Caesar—খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে রোমের এক সম্ভ্রান্ত বংশে Julius Caesar-এর জন্ম হইয়াছিল। সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও Caesar অভিজাততন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না। গণতান্ত্রিক দলের নেতা Marius-এর সহিত তাহার আত্মীয়তা ছিল। তিনি স্বয়ং গণতান্ত্রিক দলের অন্যতম নেতা Cinna-র কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাল্যজীবনেই তিনি অসামান্য সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। অল্পবয়সেই তিনি সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার বাগ্মিতাশক্তি অসাধারণ ছিল। দ্বিতীয় Mithridatic যুদ্ধে তিনি তাহার সামরিক কৃতিত্বের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় দিয়াছিলেন। Sulla-র মৃত্যুর পর তিনি Rome-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অনতিকাল মধ্যে গণতান্ত্রিক দলের অবিসম্বাদী নেতারূপে মনোনীত হইলেন। কিছুকাল Military Tribune-এর পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর খ্রীঃ পূঃ ৬৮ অব্দে তিনি Quaestor নির্ব্বাচিত হইলেন। Pompey-কে Mithridates ও জলদস্যুগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দান করিয়া Gabinian ও Manilian Law নামে

Julius Caesar-এর রাজনৈতিক মতবাদ ও কার্য্যকলাপ

যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল Caesar সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৫ অব্দে Caesar, Curule Aedile-এর পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে Marius-এর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তিনি জনসাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬২ অব্দে তিনি Praetor রূপে Spain-এর শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। Lusitanian বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া তিনি Spain-এ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। Spain হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তিনি বিপুল ভোটাধিক্যে রোমের Consul নির্ব্বাচিত হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ৬০ অব্দ)। Caesar বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রে শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে রোমরাষ্ট্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। Senate ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিকূলতা হেতু শান্তিপূর্ণ উপায়ে রোমের সমস্যাসমূহের সমাধানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণে সামরিক শক্তির সাহায্যে Caesar রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর Pompey এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী Crassus-এর সহায়তা লাভ করিলে এই উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে মনে করিয়া Caesar ইহাদের সহায়তায় First Triumvirate গঠন করেন।

Caesar-এর সামরিক ও শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা

Cicero—ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের শেষভাগে রোমে যে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল Cicero ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাহার বাগ্মিতাশক্তি অসাধারণ ছিল। তিনি রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মীরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। Social যুদ্ধে তিনি সর্ব্বপ্রথম সামরিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সামরিক ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই; তথাপি পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবলের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। Sicily-র শাসনকর্ত্তা Verres-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও অভিযোগ আনয়ন করিয়া Cicero অকৃত্রিম ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬১ অব্দে তিনি Consul পদলাভ করিয়াছিলেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি Catiline-এর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ও তাহার সমর্থক দলের বিদ্রোহ দমন করিয়া রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন। Cicero বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপন্থার সমর্থক ছিলেন না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকার বৃদ্ধি করিয়া Senate-এর

Cicero-র জীবনী, মতবাদ ও কার্য্যকলাপ

নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের পুনর্গঠনই ছিল তার অভিপ্রায়। একদিকে তিনি যেমন Senate-এর একচ্ছত্র আধিপত্য সমর্থন করিতেন না, অপর দিকে তিনি তেমনই জনসাধারণের হস্তে সর্ব্বময় শাসনকর্তৃত্ব দানের বিরোধী ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন মধ্য পন্থী।

Catiline—ইনি ছিলেন রোমের Anarchist দলের নায়ক। তিনি Rome-এর এক অভিজাত অথচ দরিদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। Sulla ও Marius-এর মধ্যে যখন গৃহযুদ্ধ চলিতেছিল তখন তিনি Sulla-র দলে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় প্রতিপক্ষকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে Sulla যে সকল নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন Catiline-এর উপর তাহা কার্য্যকরী করার ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শাসকরূপে Catiline জনসাধারণের নিকট প্রভূত কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিতান্ত অমিতাচারী ছিলেন।

Anarchist দলের নায়ক Catiline—তাহার রাজনৈতিক মতবাদ

Sulla-র মৃত্যুর পর রোমের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্বযোগ লইয়া শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করাই ছিল Catiline-এর একমাত্র উদ্দেশ্য। খ্রীঃ পূঃ ৬৭ অব্দে তিনি Paetor-রূপে Africa-র শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। Africa হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তিনি Consul পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। পর পর দুইবার নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হওয়ার পর Catiline ষড়যন্ত্র পূর্ব্বক রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সর্ব্বময় শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহার ষড়যন্ত্রের বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

Catiline-এর ষড়যন্ত্র (Catilinarian conspiracy)—

ষড়যন্ত্রের পূর্ব্বে রোমের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি (Internal condition of Rome on the eve of the conspiracy) :—রোমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকজীবন Catiline এর ষড়যন্ত্রেব উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল। **প্রথমতঃ**, গৃহযুদ্ধের অবসানে বহুসংখ্যক নাগরিক সৈনিক বৃত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সৈনিকরূপে নিযুক্ত থাকিয়া লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড দ্বারা পরস্বাপহরণে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধশেষে তাহাদের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

সৈনিক ও সাধারণ শ্রেণীর চরিত্রের অবনতি—লুণ্ঠন স্পৃহা

অপর দিকে দীর্ঘকাল যাবত লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তাহাদের পক্ষে এক্ষণে শান্তিতে ও নিরুপদ্রবে কালাতিপাত করা সম্ভবপর ছিল না। রাষ্ট্রমধ্যে কোনও আভ্যন্তরীণ বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহারা পুনরায় ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবে এই আশায় তাহারা প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা করিতে সর্ব্বদাই উৎসুক ছিল। **দ্বিতীয়তঃ,** দীর্ঘকাল যাবত গৃহযুদ্ধ চলিবার ফলে রোমের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিল। রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ভিন্ন ইহাদের লুপ্ত প্রভাবপ্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর নহে, এই বিবেচনায় ইহারা বিপ্লবপন্থী হইয়া উঠিয়াছিল। **তৃতীয়তঃ,** কৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামসমূহ হইতে বহুলোক সহরঅঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল। অথচ সহরে ইহাদের স্থায়ীভাবে জীবিকা সংস্থানের কোন উপায় ছিল না। এই অবস্থায় বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাইল এবং রোমের অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিল; অর্থ নৈতিক জীবনের এই অসন্তোষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আসন্ন করিয়া তুলিল। **চতুর্থতঃ,** বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলসমূহের মধ্যে অনবরত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকার ফলে রোমের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব দেখা দিয়াছিল। জাতীয়স্বার্থের পরিবর্ত্তে তাহারা দলীয়স্বার্থের প্রাধান্যই মানিয়া চলিত। এই অবস্থায় দলীয়স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, রোমে এই প্রকার নাগরিকের বিশেষ অভাব ছিল। দলীয় স্বার্থের খাতিরে তাহারা যে কোনও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিল। **পঞ্চমতঃ,** এই সময়ে রোমান গভর্ণমেণ্টের হস্তে যথেষ্ট সামরিক বল ছিল না। তখন Mithridates-এর সহিত রোমের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই যুদ্ধ উপলক্ষে Pompey-র নেতৃত্বাধীনে রোমান সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশ এশিয়ার রণাঙ্গনে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। রোমে তখন অল্পসংখ্যক সৈন্যই মোতায়েন ছিল। এই সময়ে কোন সশস্ত্র অভিযান চালনা করিলে গভর্ণমেণ্ট উহা দমন করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাস Catiline-এর ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষকে ষড়যন্ত্রের পথে সহজেই পরিচালিত করিয়াছিল।

অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়

বেকার সমস্যার তীব্রতা

দলীয় স্বার্থসংঘাত

রোমের সৈন্যদলের অনুপস্থিতি

ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা :—খ্রীঃ পূঃ ৬৬ অব্দে Catiline যখন নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া Consul পদ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ক্ষমতা-লাভের আশায় এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। রোমের রাষ্ট্রশাসন

ক্ষমতা উচ্চপদস্থ যে সকল কর্ম্মচারী ও Senate-এর সদস্যগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহাদের সকলকে একসঙ্গে হত্যা করিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বসম কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করাই ছিল Catiline ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার এই ষড়যন্ত্র সফল হইতে পারে নাই। কোন কোন প্রাচীন লেখক এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিক দলের নেতা Julius Caesar-এর সম্মতিক্রমে এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ করা হইয়াছিল। ইহার মূলে কতখানি সত্য আছে, বলা যায় না।

প্রথম ষড়যন্ত্র

প্রথম ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার পরেও Catiline নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি অধিকতর সতর্কতার সহিত নূতন উদ্যমে পুনরায় এক নূতন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইহা **দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র** (Second Catilinarian conspiracy) নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করিবার নিমিত্ত তিনি নিঃস্ব ও শোষিত শ্রেণীর সাহায্য লাভ করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার অনুচরগণ প্রচার করিল যে, যদি Catiline ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন তবে তিনি ধনী ব্যক্তিদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তাহা দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন এবং যাবতীয় ঋণ মকুব করিয়া দিবেন। এই প্রচারকার্য্যে বিভ্রান্ত হইয়া বহুসংখ্যক নাগরিক তাহাকে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। ইহাদের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া Catiline পর বৎসর পুনরায় Consul পদের জন্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইলেন। কিন্তু এবারেও তিনি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হইলেন। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Cicero বিপুল ভোটাধিক্যে Consul নির্ব্বাচিত হইলেন।

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র—ইহার উদ্দেশ্য

Catiline-এর রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতি ইতিপূর্ব্বেই Cicero-র দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। Consul পদ লাভ করার পর তিনি অধিকতর সতর্কতার সহিত Catiline-এর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। বহু সংখ্যক গুপ্তচর নিয়োগ করিয়া Cicero গোপনে Catiline সম্পর্কে প্রতিটি জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিতে ছিলেন। অবশেষে তাহার রাষ্ট্র-বিরোধী কার্য্যাবলীর সুস্পষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হওয়া মাত্র Cicero, Senate-এর এক প্রকাশ্য অধিবেশনে Catiline-এর বিরুদ্ধে প্রমাণাদি সহ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করেন। Senate অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া Cicero-কে এই ষড়যন্ত্র দমন করিবার উপযোগী সর্ব্ববিধ ক্ষমতা দান করিয়া Dictator নিযুক্ত করিল। Catiline তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া রোম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। Cicero-র

Cicero-র সতর্কতা

নির্দ্দেশক্রমে তাহার অনুচর সন্দেহে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং Senate-এর আদেশে তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিলে উহাদের প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়া Senate শাসনতান্ত্রিক নিয়মভঙ্গ করিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত আদালতের বিচার ভিন্ন কাহাকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইবে না, ইহাই ছিল প্রচলিত বিধি। তথাপি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার দিক হইতে বিচার করিলে ইহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। ইতিমধ্যে Catiline-কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রোম হইতে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সামান্য যে কয়জন অনুচর ছিল তাহাদের সাহায্যেই Catiline রোমান গভর্ণমেণ্টের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। উভয়পক্ষে যে খণ্ডযুদ্ধ হইল তাহাতে Catiline ও তাহার অনুচরবর্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ৬২ অব্দ)।

ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা

Catiline-এর পরিণাম

রোমের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি (Internal politics of Rome) :—(**প্রথম Triumvirate গঠন, খ্রীঃ পূঃ ৬০ অব্দ**)—Catiline-এর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার অনতিকাল মধ্যে Caesar, Pompey ও Crassus রোম রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃক নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ে যে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে **First Triumvirate** নামে পরিচিত। Senate-এর অনুদার নীতি ও অদূরদর্শিতার ফলেই Sulla-র ভূতপূর্ব্ব সমর্থক Pompey, Senate-এর পক্ষ ত্যাগ করিয়া গণতান্ত্রিক দলের নেতা Julius Caesar-এর সহিত একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রোমের ধনকুবের Crassus তাহাদের পক্ষে যোগদান করিয়া Senate-বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রথম Triumvirate

প্রথম Triumvirate-এর কার্য্যাবলী :—প্রথম Triumvirate গঠিত হওয়ার পরেই Crassus ও Pompey-র সহায়তাক্রমে Caesar রোমের Consul নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। Mithridatic যুদ্ধের শেষে এশিয়া অঞ্চল Pompey যে ভাবে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন, Caesar ক্ষমতালাভ করিয়াই Senate-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহা আইনতঃ কার্য্যকরী করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। ইহাতে

ইহার কার্য্যাবলী

Caesar ও Pompey-র মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইল। অতঃপর কর আদায়কারীগণ চুক্তিপত্র দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে পরিমাণ কর সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল Caesar তাহার পরিমাণ অনেক কমাইয়া দিলেন। কর আদায়কারীর দল সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে মনোনীত করা হইত। ইহাদের প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া Caesar মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি Cicero ও Cato প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে অর্থাৎ যাহারা তাহার বিরোধিতা করিতে পারিতেন তাহাদিগকে কৌশলক্রমে রোম হইতে বাহিরে প্রেরণ করিয়া পাঁচ বৎসরের জন্য Gaul প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

Crassus ও Pompey-র মধ্যে মতানৈক্য

Luca-র সম্মেলন (Conference of Luca) :—Gaul প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া Caesar রোম ত্যাগ করার কিছুকাল পরেই Crassus ও Pompey-র মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইল। এই মতানৈক্য অবিলম্বে দূর করিতে না পারিলে তাহাদের অনৈক্যের সুযোগ লইয়া Senate আপন আধিপত্য পুনরুদ্ধার করিবে, ইহা আশঙ্কা করিয়া Caesar, Gaul হইতে আসিয়া Luca নগরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুযায়ী Crassus ও Pompey তথায় তাহার সহিত মিলিত হইলেন (খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দ)। Caesar বহু চেষ্টার পর তাহাদের মতানৈক্য দূর করিতে সমর্থ হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, পরবর্ত্তী বৎসরে Crassus ও Pompey উভয়েই Consul নির্ব্বাচিত হইবেন এবং Consul-রূপে তাহাদের কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পর তাহারা যথাক্রমে Syria ও Spain-এর শাসন ক্ষমতা লাভ করিবেন। আরও স্থির হইল যে, Caesar পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য Gaul প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

Caesar-এর চেষ্টায় মতানৈক্যের অবসান

Caesar-এর গল অভিযান (Caesar's campaigns in Gaul) :— Caesar খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দে গল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর কাল উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি গল অধিবাসীগণের বিরুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি সামরিক অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। *Helvetii* নামে পরিচিত উপজাতির বিরুদ্ধে তাহার প্রথম অভিযান চালিত হইয়াছিল। এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। পর বৎসর দ্বিতীয় অভিযান

Helvetii ও Belgae উপজাতীর পরাজয়

চালনা করিয়া Caesar মধ্য-গল অঞ্চলের বাসিন্দা একাধিক উপজাতিকে রোমের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। পরাজিত উপজাতিগণের মধ্যে *Belgae*-গণের নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় অভিযান কালে Caesar *Veneti* উপজাতিকে সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ জাতির অগ্রগতি রোধ করাই ছিল Caesar-এর চতুর্থ অভিযানের উদ্দেশ্য। এই অভিযান চালনাকালে Caesar-কে ব্রিটনজাতির সহিত শত্রুতায় লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। পরবৎসর Caesar পুনরায় অধিক সৈন্যবল লইয়া ব্রিটেন আক্রমণ করিলেন এবং একাধিক যুদ্ধে তথাকার অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে রোমের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন। পরাজিত ব্রিটেনগণ রোমকে বাৎসরিক কর দিতে প্রতিশ্রুত হইল। পরবৎসর গলে রোমান আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিলে Caesar কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করিয়া Gaul-এ শান্তি স্থাপন করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৫২ অব্দে Caesar-এর সপ্তম এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযান চালিত হইয়াছিল। Vercingetorix নামক জনৈক যুবাপুরুষের নেতৃত্বে Gaul দেশের বিভিন্ন উপজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে রোমের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে Caesar তাহার সৈন্যদল লইয়া বিদ্রোহীদলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং প্রবল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিদ্রোহীদলকে দমন করিয়া রোমান প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। বিদ্রোহীদলের নায়ককে বন্দীকৃত অবস্থায় রোমে প্রেরণ করা হইল। পরবর্ত্তী দুই বৎসর কাল Caesar-কে কয়েকটি স্থানীয় বিদ্রোহ দমনে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। এই সকল বিদ্রোহ দমন করার পর Caesar গল প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিতে তৎপর হইলেন। Caesar দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অস্ত্রবলের সাহায্যে গলদেশ জয় করিয়া থাকিলেও, উহা দ্বারা তিনি বিজিত প্রদেশে রোমান আধিপত্য সুদৃঢ় করিতে পারিবেন না। রোমান প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বিজিত জাতির হৃদয় জয় করিতে হইবে। এই কারণে Caesar পরাজিত গল অধিবাসিগণের প্রতি ঔদার্য্যপূর্ণ ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তিনি তাহাদিগকে রোমান নাগরিকত্বের অধিকার দিতেও

Veneti উপজাতির পরাজয়

Caesar কর্ত্তৃক ব্রিটেন আক্রমণ

Caesar কর্ত্তৃক গল-দেশে ব্যাপক বিদ্রোহ দমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা

কার্পণ্য করেন নাই। এই উদারনীতির ফলে শাসিত জাতি ক্রমশঃ রোমের প্রতি আন্তরিক ভাবে অনুগত হইয়া পড়িল।

Caesar কর্তৃক Gaul বিজয়ের ফলাফল :—Caesar কর্তৃক Gaul দেশে সার্ব্বভৌম রোমান প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত এবং রোম রাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত সুরক্ষিত হইয়াছিল। ইহার ফলে জার্ম্মাণী ও উত্তর ইউরোপের বর্ব্বর অধিবাসিগণ বহুকাল পর্যান্ত রোম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। একদিকে যেমন রোম রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষিত হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই গল সীমান্ত অবধি রোমান সভ্যতা বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল। গল দেশের বিজয় সম্পূর্ণ করার ফলে Caesar-এর সামরিক প্রভাব প্রতিপত্তি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গল জাতীয় লোকদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া Caesar যে প্রবল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন, তাহাতে তাহার ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথ সুগম হইয়াছিল। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্য লাভ না করিলে Caesar তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাভূত করিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিতেন কিনা, সন্দেহজনক।

রোমান সভ্যতার প্রসার ও Caesar-এর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি

Caesar ও Pompey-র মধ্যে গৃহযুদ্ধ (Civil War between Caesar and Pompey) :—কারণ (Causes)—First Triumvirate গঠিত হওয়ার ফলে রোমে Senate-এর একচ্ছত্র শাসন কর্তৃত্বের অবসান হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে তিন শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় এই Triumvirate গঠিত হইয়াছিল, তাহারা বেশীদিন একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করিতে পারেন নাই। Caesar গলদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরেই Crassus ও Pompey-র মধ্যে গভীর মতানৈক্য উপস্থিত হয়। Caesar-এর চেষ্টায় Luca সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী সাময়িক ভাবে এই মতানৈক্য দূর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই Syria-য় অবস্থান কালে Crassus মৃত্যুমুখে পতিত হন। Crassus-এর মৃত্যুর ফলে Caesar ও Pompey-র মধ্যে কোন কারণে বিরোধ উপস্থিত হইলে, তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় তাহা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না। ইতিমধ্যে Caesar-এর কন্যা ও Pompey-র পত্নী Julia মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি জীবিত থাকিলে স্বামী ও পিতার মধ্যে কোন মতবিরোধ হইলে তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। তাহার মৃত্যুতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।

Caesar-এর বিরুদ্ধে Pompey-র ঈর্ষ্যা

Caesar যে-ভাবে একটির পর একটি উপজাতিকে জয় করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র Gaul প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতে জনসাধারণের নিকট তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। Caesar-এর এই মর্য্যাদা বৃদ্ধিতে Pompey-র মনে ঈর্ষ্যা সঞ্চারিত হইয়াছিল। Caesar-এর উন্নতির গতিরোধ করিতে না পারিলে তাহার মান মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, ইহা আশঙ্কা করিয়া Pompey অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। একা Caesar-এর সহিত প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইলে সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না, ইহা আশঙ্কা করিয়া Pompey, Senate-এর সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। Senate এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। Senate-এর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া Pompey, Caesar-এর ক্ষমতা হ্রাস করার অভিপ্রায়ে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। প্রথমতঃ, তিনি Senate-এর অনুমোদনক্রমে এই মর্ম্মে এক আইন প্রবর্ত্তন করিলেন যে, রোমে অনুপস্থিত এইরূপ কোনও ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না। এই আইন দ্বারা Caesar-এর ক্ষমতালাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। কারণ Caesar তখন Gaul দেশের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পক্ষে স্বয়ং রোমে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাচন প্রার্থী হওয়া সম্ভব ছিল না।

Pompey-র Caesar বিরোধী কার্য্যকলাপ

দ্বিতীয়তঃ, Pompey, Senate-এর নিকট হইতে বিশেষ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় পাঁচ বৎসরের জন্য Spain প্রদেশের শাসনভার লাভ করিলেন। ইহার ফলে Caesar-এর কার্য্যকাল উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও Pompey যাহাতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা-রূপে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী থাকিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইল। তৃতীয়তঃ, Spain-এর শাসনভার তিনি লাভ করিবেন এই ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া মাত্র Senate-এর অনুমতি লইয়া Pompey এই মর্ম্মে অপর একটি আইন জারি করিলেন যে, কোন ব্যক্তি একবার প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া থাকিলে তাহার কার্য্যকালীন মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে তিনি অন্য কোন প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবেন না। এই আইনটি স্পষ্টতঃই Caesar-কে ক্ষমতা লাভের সকল সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে অবলম্বিত হইয়াছিল। এই আইন গৃহীত হওয়ার ফলে Pompey-র Caesar-বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

Pompey, Spain প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াও রোমেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ, বিশেষতঃ Caesar-এর সমর্থকদলের মধ্যে

তাহার অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করার জন্যই Pompey Spain-এ না যাইয়া রোমে থাকিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে Pompey-র প্ররোচনায় Senate, Caesar-কে গলপ্রদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ জ্ঞাপন করিল। Caesar জানাইলেন যে, Pompey-ও যদি পদত্যাগ করেন তবেই তিনি শাসন কর্তৃত্ব ত্যাগ করিবেন—অন্যথায় নহে। ইহাতে Senate ক্রুদ্ধ হইয়া এই মর্মে নূতন আদেশ জারি করিল যে, Caesar যদি নির্দ্দিষ্ট তারিখ মধ্যে তাহার সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিয়া শাসন কর্তার পদে ইস্তাফা না দেন, তবে তাহাকে রাষ্ট্রের শত্রু (Public enemy) বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইতিমধ্যে Caesar-এর সমর্থক দুইজন Tribune-এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার উদ্যোগ হইলে, তাহারা Gaul দেশে পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। এই অবস্থায় Caesar স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন যে, Senate ও Pompey-র সহিত তাহার শক্তি পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। Caesar সসৈন্যে Rubicon অতিক্রম করিয়া শত্রুদলের সম্মুখীন হইবার অভিপ্রায়ে রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। Pompey ও Senate তাহার গতিরোধ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে, উভয়পক্ষে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় (খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দ)।

Caesar কর্ত্তৃক Senate-এর বিরোধিতা করার সঙ্কল্প গ্রহণ

গৃহযুদ্ধের সূচনা

প্রধান ঘটনাবলী (Chief incidents)—Caesar, Rubicon অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে ইটালী সীমান্ত হইতে দক্ষিণে রোম অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে দলে দলে বহুলোক আসিয়া স্বেচ্ছায় তাহার পতাকাতলে সমবেত হইল। তাহার শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া Senate-এর নায়কগণ প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া রোম ত্যাগ করিয়া নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় লাভের নিমিত্ত আত্মগোপন করিলেন। Pompey-ও রোমে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি প্রথমে দক্ষিণ ইটালী ও পরে তথা হইতে জলপথে গ্রীসে পলায়ন করিলেন। Caesar বিনাবাধায় রোম অধিকার করিয়া স্বহস্তে উহার সর্ব্বময় শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে Pompey-র সমর্থকদল Spain-এ ঘাঁটি স্থাপন করিতেছিল, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র Caesar সসৈন্যে Spain অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় *Ilerda*-র যুদ্ধে Pompey-র সমর্থকগণকে পরাভূত করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র Spain অঞ্চলে স্বীয় অপ্রতিহত আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। Spain-এ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া Caesar সদলবলে গ্রীসে উপস্থিত

Spain-এ যুদ্ধ

হইলেন এবং তথায় *Dyrrachium*-এ শত্রুবাহিনীর প্রথম ঘাঁটি অবরোধ করিলেন। সংখ্যাল্পতা হেতু তাঁহার এই অবরোধ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই তিনি **Pharsalus**-এর যুদ্ধে Pompey-র অনুচরগণকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া তাহার পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দ)। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া Pompey মিশরে পলায়ন করিলেন।

গ্রীসে যুদ্ধ

Caesar পলায়িত Pompey-র ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার অনুসরণ করিয়া মিশর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি মিশরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Pompey এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। মিশরে Caesar মিশর-রাণী Cleopatra-র সংস্পর্শে আসিয়া আট মাসেরও অধিককাল তাহার প্রাসাদে অতি সম্মানিত অতিথিরূপে বাস করেন। এই সময় তিনি Cleopatra-র প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাকে মিশরের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। মিশর হইতে Caesar এশিয়ায় আগমন করিয়া তথায় **Zela**-র যুদ্ধে Mithridates-এর পুত্র **Pharnaces**-কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া এশিয়াতে রোমান প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত করেন।

মিশরে যুদ্ধ—Pompey-র মৃত্যু

Zela-র যুদ্ধ

খ্রীঃ পূঃ ৪৬ অব্দে Caesar সসৈন্যে আফ্রিকা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া Pompey-র সমর্থকদলকে **Thapsus**-এর যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করিলেন। অতঃপর Pompey-র পুত্রগণ Spain-এ শক্তিসঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিলে Caesar পরবৎসর Spain অভিমুখে অগ্রসর হইয়া **Munda**-র যুদ্ধে তাহার বিরোধীদলকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৫ অব্দ)।

Thapsus ও Munda-র যুদ্ধ—গৃহযুদ্ধের অবসান

Caesar-এর ক্ষমতালাভ :—Munda-র যুদ্ধই Caesar ও Pompey-র সমর্থকদলের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সর্ব্বশেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে Caesar-এর বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার বিরোধিতা সমূলে উৎপাটিত হইল এবং তিনি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র কর্ণধাররূপে জনগণের চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। Senate তাহার শক্তিবৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হইয়া পূর্ব্ব শত্রুতা পরিহার করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া Senate-এর সদস্যগণ Caesar-এর অনুগ্রহ লাভ কামনায় তাহার হস্তে রাষ্ট্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাহাকে নিত্য নূতন ক্ষমতা ও উপাধি দান করিতে

লাগিলেন। তাহার এই শক্তিবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া Prof. Wells যথার্থই বলিয়াছেন যে, "*The career of Caesar during the Civil War is the transition from Republic to Empire.*" যখন Pompey-র সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়, তখন Caesar রোমের প্রজাতন্ত্রের অধীনে একটি প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে মাত্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু একটির পর একটি যুদ্ধে যখন বিজয়লক্ষ্মী তাহার গলায় বরমাল্য অর্পণ করিতেছিলেন, তখন শাসন কর্ত্তৃপক্ষও সঙ্গে সঙ্গে একটির পর একটি করিয়া নূতন সম্মান ও পদবীতে তাহাকে ভূষিত করিতে লাগিলেন। Munda-র যুদ্ধ শেষে Caesar রোমান রাষ্ট্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র অধিপতিরূপে গৃহীত হইলেন। গৃহযুদ্ধের প্রথম দুই বৎসরকাল Caesar প্রজাতন্ত্র বিরোধী কোন কার্য্যকলাপ অবলম্বন করেন নাই।

Caesar-এর ক্রমিক শক্তিবৃদ্ধি

কিন্তু Pharsalus যুদ্ধে Pompey-কে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার পর হইতে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রজাতন্ত্রের স্বার্থবিরোধী কার্য্যক্রম গ্রহণ করেন। নূতন বিধান অনুযায়ী ঘোষণা করা হইল যে, বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত রোমের কি সম্পর্ক হইবে তাহা একমাত্র Caesar-এর নির্দ্দেশক্রমেই নিরূপিত হইতে পারিবে। যুদ্ধ ঘোষণা এবং সন্ধিস্থাপন বিষয়েও Caesar একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করিবেন। ইহাও স্থির হইল যে, অতঃপর রাষ্ট্রের অধীনে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন তাহাও Caesar-এর সম্মতি লইয়া করিতে হইবে। Thapsus যুদ্ধ বিজয়ের পর তাহার ক্ষমতা আরও বর্দ্ধিত হইল। Caesar কেবল নিয়োগেরই একচ্ছত্র অধিকার পাইলেন তাহা নহে, তিনি ইচ্ছা করিলে শাসনতন্ত্রের প্রচলিত বিধান ভঙ্গ করিয়া যে কোন কর্ম্মচারীর উপর যে কোন অধিকার ন্যস্ত করার অপ্রতিহত অধিকারও লাভ করিলেন।

Caesar-এর অধীনে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

এই সময় তাহার ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা এত অধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, প্রকাশ্য রাজপথে তাহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার উদ্দেশ্যে "To the Demi-God" এই কয়টি কথা উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। Munda-র যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর Caesar-এর মর্য্যাদা ও ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইলেন, সাধারণ কর্ম্মচারী ভিন্ন Plebeian ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের একচ্ছত্র অধিকারও লাভ করিলেন এবং যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন Imperator ও Dictator-রূপে রোম রাষ্ট্রের একমাত্র নিয়ামকরূপে অধিষ্ঠান করিবেন বলিয়া Senate-এ প্রস্তাব গৃহীত হইল। এইভাবে Senate-এর অনুমোদনক্রমে Caesar-এর হস্তে সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তৃত্ব

ন্যস্ত হইল। প্রজাতন্ত্র নামেই রহিল। কার্য্যতঃ, শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা Caesar-এর হস্তে কেন্দ্রীভূত হইল। Caesar-এর নেতৃত্বে রোমে যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাকে একনায়কতন্ত্র ভিন্ন অপর আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে না।

১৭। **Caesar-এর কার্য্য ও নীতির সমালোচনা**:—Caesar যখন রোমান শাসন-কর্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এবং Rubicon অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে রোম অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে রোম রাষ্ট্রের ভাগ্যবিধাতা হওয়ার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি গৃহযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যেই তিনি যে Senate তথা প্রজাতন্ত্রের সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রজাতন্ত্রের স্বার্থবিরোধী কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়া Caesar অন্যায় করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনিই যে এ বিষয়ে একমাত্র অপরাধী ছিলেন, তাহা নহে। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Pompey-ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি কামনায় Senate-এর সহিত একযোগে অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। Consul পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তিনি যে Caesar-বিরোধী কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন-ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে। Caesar-এর সমর্থক Tribune-গণের বিরুদ্ধে Pompey ও Senate যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিচার করিলে তাহাও সমর্থন করা যায় না। Senate-এর সদস্যগণও রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে কোন সংস্কার প্রবর্ত্তনে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাহারা শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখিয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতেই ব্যগ্র ছিলেন। এই অবস্থায় রাষ্ট্রের জনসাধারণের পক্ষে হিতকারী কোন কার্য্যক্রম গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আইনের দিক হইতে বিচার করিলে Caesar-এর আচরণ সমর্থন করা যায় না বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় যে, Caesar প্রচলিত আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়া কোন অন্যায় করেন নাই। যে আইন অনুসারে রোমের জনসাধারণ শাসিত হইতেছিল তাহাতে আইনের উদ্দেশ্য রক্ষিত হইতেছিল না। যে আইন মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া দেশের বৃহত্তর জনস্বার্থ অবহেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সে আইনের বিধান ভঙ্গ করিতে গিয়া নীতির দিক হইতে Ceasar কোন অন্যায় করেন নাই। Gracchii ভ্রাতৃদ্বয়ের সংস্কার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, কায়েমীস্বার্থের বিরোধিতার জন্যই

Caesar-এর উদ্দেশ্য ও কৃতিত্ব

রোমের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হয় নাই। এই অবস্থায় Caesar স্বহস্তে শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া জনগণের কল্যাণ কামনায় শাসনতন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিয়া যে মনোবল ও আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অবিমিশ্র প্রশংসার যোগ্য। Caesar-এর উত্থান আকস্মিক ঘটনার পরিণতি নহে; ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা তাহার উত্থানের একমাত্র কারণ নহে। প্রজাতন্ত্রের ভুলভ্রান্তি ও শ্রেণীস্বার্থপরায়ণ নেতৃবৃন্দের সংস্কারবিমুখ মনোভাব, Caesar-এর ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।)

রোমের ভাগ্যবিধাতারূপে Caesar (Caesar as Master of Rome) :—প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে একে একে পরাজিত করিয়া Caesar রোম রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকারী হইয়া বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দে শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের ফলে তাহার জীবনান্ত হইয়াছিল। এই স্বল্প কালের মধ্যে তাহাকে অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী আভ্যন্তরীণ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া তাহার অসামান্য প্রতিভার ও গভীর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার সংস্কার সমূহকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার (Constitutional Reforms :— (ক) Senate-এর অধিকার ও মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়া জনসাধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে Caesar, Senate-এর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৯০০ করিলেন এবং এই মর্ম্মে নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন যে, Gaul, Spain প্রমুখ প্রদেশসমূহের অধিবাসিগণও Senate-এর সভ্য মনোনীত হইতে পারিবে।

Senate-এর ক্ষমতাহ্রাস ও জনসাধারণের ক্ষমতাবৃদ্ধি

(খ) রোমান অভিজাতশ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্কোচ সাধন করিয়া তিনি সাধারণশ্রেণীর অধিকার বৃদ্ধি করিলেন। (গ) ইটালীর সমগ্র অঞ্চলে তিনি একই ধরণের মিউনিসিপ্যাল শাসনপদ্ধতি প্রচলন করিলেন। **Lex Julia Municipalis** নামে পরিচিত আইন অনুযায়ী তিনি মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের উপর রোমান ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আধিপত্যের বিলোপ সাধন করিলেন।

(২) অর্থনৈতিক সংস্কার (Economic Reforms) :—রোমের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার অভিপ্রায়ে Caesar কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, (ক) তিনি ঋণসংক্রান্ত আইনের কঠোরতা হ্রাস করিয়া সুদের পরিমাণ কমাইয়া দিলেন এবং এই মর্ম্মে আদেশ জারি

করিলেন যে, সুদ বাবদ যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা আসল (Principal) হইতে বাদ দিতে হইবে। (খ) মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর হস্তে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হইতে না পারে, এই কারণে Caesar এই মর্ম্মে বিধান দিলেন যে, কোন এক ব্যক্তি ১৫,০০০ denarii-র বেশী পরিমিত অর্থ জমা করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। (গ) কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দারিদ্র্যবশতঃ তাহার ঋণের টাকা শোধ করিতে না পারিলে, মহাজন তাহার জমি বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু এই জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার অধিকারী হইবেন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিযুক্ত ঋণসালিসী বোর্ডের সদস্যগণ। উক্ত বোর্ড গৃহযুদ্ধের পূর্ব্বে জমির কি মূল্য ছিল তাহার ভিত্তিতে জমির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন। (ঘ) দরিদ্রশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান করিবার জন্য Caesar ইটালীর নানাস্থানে বহুসংখ্যক রাজপথ, অট্টালিকা ও সেতু নির্ম্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। (ঙ) রোমের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে Caesar ইটালীর নানাস্থানে, এমন কি (ইটালীর বাহিরেও Carthage ও গ্রীসের নানাস্থানে) বহু উপনিবেশ স্থাপন করেন। (চ) উচ্চ শ্রেণীর নাগরিকগণের মধ্যে বিলাসিতার প্রচলন রহিত করিবার অভিপ্রায়ে Caesar কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। (ছ) ক্রীতদাসগণের সংখ্যা যথাসাধ্য হ্রাস করিবার কামনায় Caesar এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ জারি করেন যে, এখন হইতে মেষপালকগণের অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ স্বাধীন দরিদ্র নাগরিক শ্রেণীর মধ্য হইতে নিযুক্ত করিতে হইবে। (জ) জনসাধারণের মধ্যে শ্রমবিমুখতা হ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে যাহারা বিনামূল্যে রাষ্ট্রভাণ্ডার হইতে শস্য পাইবার অধিকারী ছিল Caesar-এর নির্দ্দেশক্রমে তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হইল।

অর্থনৈতিক সঙ্কট-মোচনের প্রচেষ্টা

(৩) **Caesar-প্রবর্ত্তিত প্রাদেশিক শাসননীতি (Caesar's Treatment of the Provinces)**—প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় Caesar উদারনীতি অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইটালিয়ান ও প্রদেশসমূহের অধিবাসিগণের মধ্যে রাজনৈতিক সর্ব্ববিধ পার্থক্য দূর করিতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাহার নির্দ্দেশক্রমে Gaul প্রদেশের অধিবাসীগণকে রোমান নাগরিকত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কোন কোন প্রদেশের কতকাঞ্চলে তিনি ইটালীর অনুরূপ মিউনিসিপ্যাল শাসনপদ্ধতিও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রদেশের অধিবাসিগণকে তিনি কেবল নাগরিকত্বের অধিকার দিয়াই ক্ষান্ত

প্রাদেশিক ও ইটালিয়ান-গণের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা

ছিলেন না, তাহাদিগকে তিনি রোমের সদস্য মনোনীত হওয়ার অধিকারও দান করিয়াছিলেন। তিনি এশিয়া অঞ্চলে ইজারাদারগণের মারফৎ কর সংগ্রহের পদ্ধতি রহিত করিয়া রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এবং রাষ্ট্রের নিকট দায়িত্বশীল কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় কর সংগ্রহের নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। করের পরিমাণও তিনি অনেক কমাইয়া দিয়াছিলেন। Caesar-এর এই সকল উদারনৈতিক ব্যবস্থার ফলে প্রদেশসমূহে রোমান শাসনের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৪) **বিবিধ সংস্কার (Miscellaneous Reforms) :—**Caesar যে স্বল্পকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তন্মধ্যে তিনি শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার ভিন্ন আরও কয়েকটি বিষয়ে অত্যাবশ্যক সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া স্বীয় অসামান্য কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কৃষিক্ষেত্রের উন্নতির জন্য তিনি জলসেচের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতির জন্য উপকূলভাগের নানাস্থানে তিনি বহু পোতাশ্রয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং দেশের সর্ব্বত্র বহু-সংখ্যক রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যের চলাচল এবং মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি রোমের দিনপঞ্জীরও (Calendar) সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব প্রচলিত গণনা অনুযায়ী রোমের বৎসর সৌরবৎসর অপেক্ষা দশ দিনের কিছু বেশী সময় কম ছিল। Caesar এই ত্রুটি সংশোধন করিয়া প্রতি চার বৎসর অন্তর Leap Year গণনার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। তাহার অপর প্রধান কীর্ত্তি, প্রচলিত আইনসমূহের সঙ্কলন। তিনি নূতন আইন প্রবর্ত্তন করেন নাই; পুরাতন আইনসমূহ সংগ্রহ করিয়া সঙ্কলন করিয়াছিলেন মাত্র। তাহার এই সঙ্কলন ভিত্তি করিয়াই পরবর্ত্তীকালে রোমের আইনকানুন বিস্তৃততরভাবে সঙ্কলিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

দিনপঞ্জীর সংস্কার

Caesar কয়েক বৎসর মাত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে যে ভাবে যত্নবান হইয়াছিলেন তাহাতে তাহার অসামান্য সংগঠন প্রতিভা ও রাষ্ট্রনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

Caesar-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণ (Causes of Conspiracy against Caesar) :—রাষ্ট্রশাসন পরিচালনায় Caesar যে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন এতৎসম্পর্কে কোন মতভেদের অবকাশ নাই। কিন্তু যে ভাবে একটির পর একটি ক্ষমতা অধিকার করিয়া তিনি রাষ্ট্র মধ্যে

সার্ব্বভৌম ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্ট সমর্থকদলের মনঃপূত হয় নাই। এই দলের নায়ক ছিলেন **Brutus**। তিনি আদর্শবাদী রাজনীতিক ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি Caesar-এর সংস্পর্শে আসিয়া তাহার স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু Brutus গভীর দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিলেন যে, Caesar যেভাবে শাসনক্ষমতা তাহার নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করিতেছিলেন তাহাতে প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস রোধ করিতে না পারিলে Caesar-এর অধীনে রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় Caesar-এর সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা চিন্তা না করিয়া Brutus এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, Caesar জীবিত থাকিলে প্রজাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখা যাইবে না। ইতিমধ্যে Caesar-এর বিশ্বস্ত অনুচর Antony তাহাকে রাজশক্তির প্রতীকস্বরূপ মুকুট ধারণ করিতে অনুরোধ করেন। জনমত বিক্ষুব্ধ হইবে আশঙ্কা করিয়া Caesar, Antony-র অনুরোধ গ্রহণ করিলেন না। তথাপি এই ঘটনায় Brutus অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। Caesar-এর ব্যক্তিগত শত্রুরও অভাব ছিল না। ইহাদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন Cassius। ইনি তাহার অনুচরগণসহ Brutus-এর দলে যোগদান করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, যেহেতু Caesar প্রজাতন্ত্রের প্রধানতম শত্রু, সুতরাং তাহাকে নিহত করিয়া প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইবে।

Brutus-এর উদ্দেশ্য ও নীতি

Cassius-এর ব্যক্তিগত শত্রুতা

Caesar-এর হত্যা (Murder of Caesar) :—Brutus ও Cassius যখন Caesar-এর জীবননাশের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তখন Caesar-এর বন্ধুবান্ধব তাহাকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অকুতোভয় Caesar তাহাদের সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেন নাই। দেহরক্ষী নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি বোধ করেন নাই। এই অসাবধানতার সুযোগ লইয়া Brutus-এর নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রকারীর দল একদিন Senate-এর প্রকাশ্য অধিবেশনে Caesar-কে অতর্কিতে আক্রমণ করিল; Caesar ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তথাপি অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া তিনি সশস্ত্র আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, আক্রমণকারীদের পুরোভাগে রহিয়াছেন তাহার পুত্রোপম Brutus, তখন তিনি প্রতিরোধের আর কোন চেষ্টাই

করিলেন না। রক্তাক্ত দেহে বিগতপ্রাণ Caesar তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Pompey এর প্রতিমূর্ত্তির নীচে লুটাইয়া পড়িলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দ)। রক্তলেখায় রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবননাট্যের যবনিকাপাত হইল।)

Caesar-এর মৃত্যু

Caesar-এর হত্যার সমালোচনা (Criticism of Caesar's murder):—Caesar-এর হত্যাকে কেবলমাত্র অপরাধ মনে করিলে ভুল করা হইবে। ইহা একটি গুরুতর রাজনৈতিক ভ্রমও ছিল। Caesar-এর হত্যাকারিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, তাহাকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসারিত করিতে পারিলেই প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকিবে। এই মতবাদ অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক ছিল। গত অর্দ্ধশতাব্দী কাল হইতেই প্রজাতন্ত্র ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। রোমের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে একটির পর একটি করিয়া যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইতেছিল প্রজাতন্ত্র তাহার সমাধানের কোনই চেষ্টা করে নাই। রাষ্ট্রশাসন পরিচালনায় জনসাধারণের কোনই অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল না। যাহাদের হস্তে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাহারা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের সকল প্রচেষ্টাই স্বার্থান্ধ ধনিক সম্প্রদায়ের বিরোধিতায় বারংবার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। জনমতের সমর্থনে বঞ্চিত হইয়া প্রজাতন্ত্র নিরুপদ্রবে উহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে, ইহা সম্ভব ছিল না। রোমের রাজনৈতিক আবহাওয়া দুর্নীতি ও কদাচারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জনগণের চিত্ত হইতে নীতিগত আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাহাদের রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হইলেও শাসনতন্ত্র সুপরিচালিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই অবস্থায় প্রজাতন্ত্রের ধ্বংস অনিবার্য্য ছিল। Caesar-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষাহেতু ইহার নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হয় নাই। বরং ইহার অক্ষমতার দরুণই Caesar-এর পক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করা সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং Caesar-কে হত্যা করিলেই প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তা অক্ষুন্ন থাকিবে, ইহা মনে করার কোনই কারণ ছিল না। রাজতন্ত্র ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন রোমের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব ছিল না। রাজতন্ত্র রোমের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল কারণে প্রজাতন্ত্রের পতন

Caesar-এর হত্যা চরম রাজনৈতিক ভুল

ও রাজতন্ত্রের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল Caesar-এর হত্যার পর তাহা দূরীভূত হয় নাই। Caesar-এর মৃত্যুর পর রোম রাষ্ট্রে অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। পুনরায় Octavian-এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অরাজকতা দূর হয় নাই।) এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, "*The Roman Empire was not due to the ambition of Caesar and so could not perish with him.*"

রোমে রাজতন্ত্র স্থাপনের কারণ নির্দ্দেশ

১৭। **Caesar-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব (Character and achievements of Caesar):**—অসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইয়া প্রাচীন জগতের ইতিহাসে যে সকল মহামানব আবির্ভূত হইয়াছিলেন জুলিয়াস সীজার অনায়াসে তাহাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। রণকুশল সেনাপতি, বহুদর্শী রাজনীতিবিদ্‌, বাগ্মী, ঐতিহাসিক ও আইন-প্রণেতা-রূপে তাহার কীর্ত্তি সর্ব্বজনবিদিত। গণতান্ত্রিক দলের নেতারূপে তিনি রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করিয়া অসামান্য ব্যক্তিত্ব প্রভাবে রোমরাষ্ট্রের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিয়াছিলেন। অভিজাতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও Ceasar জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রোমের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, কেন্দ্রে একনায়কতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা না করিলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তিনি যে ভাবে Senate ও Pompey-র ন্যায় প্রবল প্রতি-পক্ষকে পরাজিত করিয়া স্বহস্তে শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার অসামান্য সামরিক কৃতিত্বের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার পর তিনি অল্পকালমাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যে তিনি নানাবিধ সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া যে ভাবে রাষ্ট্র ও সমাজজীবন পুনর্গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার অসাধারণ রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিককাল জীবিত থাকিলে তিনি রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান করিয়া পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি অত্যন্ত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। রোমান রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রদেশসমূহের অধিবাসিগণের সহিত ইটালিয়ানদের সর্ব্ববিধ-রাজনৈতিক পার্থক্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। Gaul প্রমুখ প্রদেশের অধিবাসিগণকে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রোমান নাগরিকত্বের পূর্ণ অধিকার

Caesar-এর শ্রেষ্ঠত্ব

দিয়াছিলেন। জনসাধারণের করভার লাঘব করিবার নিমিত্ত তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে উৎসাহ দান করিয়া তিনি জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শাসন সংক্রান্ত নানা গুরুতর সমস্যার সমাধানে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি দিনপঞ্জীর সংস্কার সাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাহার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী ছিল। সমসাময়িক যুগের রাজনীতিবিদ্‌গণের মধ্যে তাহার ন্যায় প্রখর ব্যক্তিত্বশালী, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ আর কেহ ছিলেন না।

Caesar-এর কার্য্যকলাপ কেবল যুদ্ধজয় ও রাজনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি অসাধারণ বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তৎকালীন যুগে তাহার তুল্য বাগ্মী আর কেহ ছিলেন না। ইতিহাস রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ব্রিটেন সম্পর্কে তিনি যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, প্রাচীনযুগের উহা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। গভীর পরিতাপের বিষয় রোমের তথা পৃথিবীর এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে অকালে আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

Caesar-এর বহুমুখী প্রতিভা

Caesar ও Pompey-র তুলনামূলক বিচার—খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে রোমে যে কয়জন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বীরপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে Julius Caesar ও Gnaeus Pompey-র নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। উভয়েই অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। উভয়েই কর্ম্মদক্ষতা-গুণে সামান্য অবস্থা হইতে খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। উভয়েরই উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, Pompey অপেক্ষা Caesar বহুগুণে অধিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একজন সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন নায়কের পক্ষে যাহা কিছু করা সম্ভব সবই Pompey করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিভা অথবা দূরদর্শিতা একেবারেই ছিল না। পক্ষান্তরে Caesar কেবল রণকুশল সেনানায়কই ছিলেন না, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্‌রূপেও তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইখানেই Pompey-র সহিত Caesar-এর পার্থক্য। Pompey ছিলেন অব্যবস্থিতচিত্ত পুরুষ। অনন্যমনা হইয়া কোন এক বিষয়ে লিপ্ত থাকার উপযোগী ধৈর্য্য তাহার চরিত্রে ছিল না। কোন বিষয়ে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত বিবেচনাশক্তিও তাহার ছিল না। তিনি ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে তাহার

কোনও সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করার উপযোগী প্রতিভাও তাহার ছিল না। এই কারণেই Prof. Wells বলিয়াছেন যে, "Pompey was a man of talent, who unfortunately believed himself to be a genius, hence he set himself the impossible task of reconciling the irreconcilable autocracy and oligarchy, and inclining now to one alternative and now to the other, ruined his whole career by his indecision." Pompey-র চরিত্রে যে সকল গুণের অভাব ছিল, Caesar-এর চরিত্রে তাহার পূর্ণ সমাবেশ হইয়াছিল। এই কারণে Pompey-র প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইলেও Caesar-এর উদ্যোগ সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

Pompey-র সহিত তুলনায় Caesar-এর শ্রেষ্ঠত্ব—Pompey-র অসাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ

Studies and Questions

1. State the nature of the evils from which Rome suffered towards the close of the Republican Era.

2. Name the principal political parties in Rome towards the end of the Republican period with special reference to the prominent Political leaders of the time.

3. What special circumstances in the political and economic condition of Rome made the Catilinarian conspiracy possible? (C. U. 1932)

4. Write notes on the conspiracy of Catiline.

5. Sketch the career of Pompey with special reference to his rivalry with Caesar." (C. U. 1940, 1942, 1946, 1948)

6. Account for the ultimate failure of Pompey. Explain in his connection the statement "it was indecision which ultimately ruined his whole career."

7. Give a concise history of the First Triumvirate in Rome. (C. U. 1919)

8. Review the career of Caesar as master of Rome. (C. U. 1944)

9. Justify or condemn Caesar's seizure by force of supreme power in Rome. (C. U. 1916)

10. "The career of Caesar during the Civil War is the transition from the Republic to the Empire." Elucidate.

11. What were the effects of Caesar's assassination? "The assassination of Caesar could not prevent the empire". Elucidate. (C. U. 1927)

12. "Caesar was probably the greatest man of antiquity in history". Discuss. (C. U. 1920, 1923, 1926)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান

(Rise of Empire in Rome)

Caesar-এর হত্যার পর রোমের অবস্থা—Caesar-এর হত্যার পর Brutus ও Cassius জনসাধারণের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের ভাব জাগাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল ছিল যে, Caesar জনগণের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এই হেতু তাহারা তাহার হত্যাকারিগণের কার্য্য-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। Caesar-এর হত্যাতে জনসাধারণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল তাহার সুযোগ লইয়া Caesar-এর অন্যতম সহচর **Mark Antony** প্রজাতন্ত্রের সমর্থক দলকে জনসাধারণের সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করাইয়া স্বয়ং শাসনক্ষমতা হস্তগত করিতে উদ্যত হইলেন। এই অবস্থায় Antony ও Brutus-এর দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। সৌভাগ্যক্রমে উভয়পক্ষের মধ্যে একটি আপোষনামা স্বাক্ষরিত হইল। এই আপোষনামা অনুযায়ী স্থির হইল যে, Caesar-এর হত্যাকারিগণকে কোন প্রকার দণ্ডবিধান করা হইবে না এবং Caesar যে সকল সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা অব্যাহত থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে Antony ও Brutus-এর মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইল না।

Mark Antony-র কার্য্যকলাপ

উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থানুযায়ী জনমত গঠন করিতে সচেষ্ট হইলেন। কিন্তু Brutus জনমতের সমর্থন পাইলেন না। তাহার সমর্থক সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে থাকিলে অবশেষে তিনি ইটালী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। Brutus-এর অনুপস্থিতিতে Antony মনে করিলেন যে, তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্তির পথে অতঃপর আর কোনও অন্তরায় থাকিবে না। কিন্তু তাহার ধারণা শীঘ্রই ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে Caesar-এর আত্মীয়-পুত্র ও উত্তরাধিকারী **Octavian** রোমের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তাহার গলায়ই জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

Brutus-এর ইটালী ত্যাগ

Octavian-এর আবির্ভাব

Octavian-এর ক্ষমতা লাভ—Caesar-এর উইল অনুযায়ী Octavian তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারীরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার প্রাপ্য সম্মান ও মর্য্যাদা দাবী করিলে Antony প্রকাশ্যে তাহার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলেন। Octavian অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক মাত্র ছিলেন; তথাপি Antony-র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কৌশলে Senate-এর সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের প্রতিশ্রুতি দান করিয়া আপন শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। তাহার এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির বিরোধিতা করা Antony-র সাধ্য ছিল না। তিনি Mutina-র যুদ্ধে Octavian-এর হস্তে পরাজিত হইয়া ইটালী ত্যাগ করিয়া গলদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। বিজয়ী Octavian রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর বিপুল ভোটাধিক্যে Consul নির্ব্বাচিত হইলেন। প্রথমেই তিনি Caesar-এর হত্যাকারিগণকে রাষ্ট্রের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়া এক আইন জারি করিলেন। Octavian Consul পদ লাভ করিয়াও নিষ্কণ্টক হইতে পারিলেন না। Antony পরাজিত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তখনও তিনি দুর্ব্বল হইয়া পড়েন নাই। Brutus ও প্রজাতান্ত্রিক দল ইটালীর বাহিরে নানাস্থানে শক্তি সঞ্চয় করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু Senate ও Octavian-এর শক্তি বৃদ্ধিতে তাহারা ক্রমশঃ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল।

Antony ও Octavian সঙ্ঘর্ষ

Octavian-এর Consul পদ লাভ

দ্বিতীয় Triumvirate গঠন:—রোম রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব লইয়া যখন Antony, Octavian, Brutus ও Senate-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল,

তখন Octavian, Senate-এর সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা সম্ভব নয় বিবেচনা করিয়া Antony-র সহিত অন্ততঃ সাময়িকভাবে হইলেও সহযোগিতা স্থাপন করিতে উৎসুক হইলেন। এই বিষয়ে তিনি রোমের অন্যতম ক্ষমতাশালী নেতা **Lepidus**-এর নিকট হইতে প্রভূত সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। রোমের সর্ব্বময় শাসনকর্তৃত্ব নিজেদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে ভাগ করিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ে Octavian, Antony ও Lepidus যে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন তাহা **দ্বিতীয় Triumvirate** নামে পরিচিত। তাহাদের সম্মিলিত কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী স্থির হইল যে, পাঁচ বৎসরের জন্য Antony, Lepidus, Octavian যথাক্রমে গল, স্পেন ও সিসিলি-সার্ডিনিয়া-আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবেন। নিজ নিজ শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী সকলেই একযোগে একদিকে Senate ও অপর দিকে Brutus-পরিচালিত প্রজাতান্ত্রিক দলের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুত হইলেন।

Antony, Octavian ও Lepidus-এর মিলিত কার্য্যক্রম

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হওয়ার পর এই তিন ব্যক্তি তাহাদের নিজ নিজ অনুচরগণ সহ রোম অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবে Senate ও জন-পরিষদের অনুমোদনক্রমে শাসনভার নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। Caesar-এর নেতৃত্বে গঠিত প্রথম Triumvirate-এর সহিত দ্বিতীয় Triumvirate-এর পার্থক্য এই যে, ইহা প্রথমোক্ত ব্যবস্থার ন্যায় চুক্তিনামা মাত্র ছিল না। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অনুযায়ী ইহা Senate ও জনপরিষদ সমূহের অনুমোদনক্রমেই গঠিত হইয়াছিল।

শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই Triumvir-গণ নিরুপদ্রবে স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিগণের ক্ষমতা হ্রাস করিতে উদ্যোগী হইলেন। যে সকল নাগরিক ভবিষ্যতে তাহাদের কার্য্যের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইল এবং এই তালিকাভুক্ত শত সহস্র ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বাগ্মীপ্রবর Cicero-র নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বাহুবলের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বিদলকে দমন করিয়া Octavian ও Antony সসৈন্যে Brutus-এর বিরুদ্ধে গ্রীস অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। **Philippi** রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে প্রজাতান্ত্রিক দল সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হইল। Brutus ও Cassius পরাজয়ের

দ্বিতীয় Triumvirate-এর কার্য্যাবলী

Philippi-র যুদ্ধ

গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিলেন। Philippi-র যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে রোমের প্রজাতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সকল সম্ভাবনা লোপ পাইল। *"Philippi was the last contest in which the existence of the Republic was at stake."*

প্রজাতন্ত্রের অবসান

প্রজাতান্ত্রিক দলের ধ্বংস সাধনের পর Triumvir-গণ রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী Antony—Gaul ও Illyria, Octavian—Spain ও Numidia এবং Lepidus আফ্রিকা প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

Antony ও Octavian-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রাচ্যদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া Antony মিশর গমন করেন এবং তথায় শাসন-কার্য্যের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া মিশররাণী Cleopatra-র সংস্পর্শে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে Octavian সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া ইটালীর সর্ব্বত্র তাহার প্রভুত্ব কায়েম করিলেন। তাহার শক্তিবৃদ্ধিতে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া Antony-র পত্নী ও তাহার ভ্রাতা প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হওয়ার উদ্যোগ করিলে Octavian তাহার সুযোগ্য সেনাপতি Agrippa-র সহায়তায় উক্ত বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করিলেন। এই অবস্থায় Antony সন্ত্রস্ত হইয়া Pompey-র পুত্র Sextus Pompeius-এর সহিত সহযোগিতায় Octavian-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে মনস্থ করিলেন। এইভাবে রোমে পুনরায় গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিল। কিন্তু উভয়পক্ষের মিত্রভাবাপন্ন কয়েক ব্যক্তির বিশেষ চেষ্টার ফলে Antony ও Octavian-এর মধ্যে **Brundisium**-এর সন্ধি দ্বারা এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তিপত্র অনুযায়ী স্থির হয় যে, রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে Antony এবং পশ্চিমাংশে Octavian আধিপত্য ভোগ করিবেন; Lepidus, Africa প্রদেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবেন এবং ইটালীতে Octavian ও Antony-র যুগ্ম অধিকার স্থাপিত হইবে। Brundisium-এর এই চুক্তি Sextus Pompeius-এর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গৃহীত হইয়াছিল। ইহার ফলে Pompeius ক্রুদ্ধ হইয়া জলপথে অবাধ লুণ্ঠন দ্বারা রোমের বাণিজ্য জাহাজ সমূহের ক্ষতি সাধন করিতে লাগিলেন। তাহার অত্যাচার দমন করিতে না পারিয়া রোমের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার সহিত **Misenum**-এর চুক্তি দ্বারা সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন।

Antony ও Octavian-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ

সাময়িক সন্ধি

এই সন্ধিপত্র দ্বারা Sicily ও Sardinia অঞ্চলে Pompeius-এর একচ্ছত্র আধিপত্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। কিন্তু Pompeius-এর সহিত রোমান কর্ত্তৃপক্ষের সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হইল না। Pompeius-এর অত্যাচারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, রোম তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। রোমান সেনাপতি Agrippa-র হস্তে পরাজিত হইয়া Pompeius এশিয়াতে পলায়ন করিলেন। তথায় কিছুকাল পরে রোমানবাহিনীর হস্তে ধৃত হইয়া তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। Pompeius-কে দমন করিয়া জলপথে শান্তি স্থাপন করার ফলে Triumvirate-এর প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইল এবং ইহার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসরের জন্য বাড়াইয়া দেওয়া হইল।

Sextus Pompeius-এর বিরোধিতা

Pompeius-এর পরাজয়

দ্বিতীয় Triumvirate-এর বিলোপ—Sextus Pompeius-এর পরাজয়ের পর Sicily-র আধিপত্য লইয়া Lepidus ও Octavian-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হইয়া Lepidus সকল ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া সাধারণ নাগরিকের জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলেন এবং Octavian Sicily-র অধিকার লাভ করিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। Lepidus-এর পদত্যাগের ফলে Triumvirate ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং Antony ও Octavian পরস্পর গৃহযুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন।

Lepidus-এর পরাজয় ও Octavian-এর শক্তি বৃদ্ধি

Antony ও Octavian-এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ—Octavian একদিকে যেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অপরদিকে তেমনিই উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। তিনি ক্রমাগত চেষ্টার ফলে সামরিক শক্তির সহায়তায় রোমান সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। অপর অংশের অধীশ্বর ছিলেন Antony। Antony নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয় ভোগ লালসায় মত্ত হইয়া আপন শক্তি ও সামর্থ্যের কোন সদ্ব্যবহারের চেষ্টাই করেন নাই। Octavian যখন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ পুরুষের ন্যায় সর্ব্বশ্রেণীর জনমতের সমর্থন লাভ করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, Antony তখন Cleopatra-র রূপে মুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় মিশরে কালাতিপাত করিতেছিলেন। Lepidus-এর পদত্যাগের পর Octavian, Antony-র সহিত শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হইলেন। Antony যে ভাবে Cleopatra-র নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন

Antony-র শক্তিহ্রাসের কারণ

তাহা স্বজাত্যাভিমানী রোমানগণের মনঃপূত হয় নাই। Antony সকলেরই অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া Octavian Senate-এর পূর্ণ সম্মতিক্রমে, Antony-র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩১ অব্দে Epirus-এর নিকটবর্ত্তী **Actium** নামক স্থানে একদিকে Octavian পরিচালিত রোমানবাহিনী ও অপরদিকে Antony-Cleopatra-র সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে জল-পথে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে Octavian সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইলেন। Antony ও Cleopatra পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করিলেন। কিন্তু Octavian তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সসৈন্যে মিশরে উপস্থিত হইলে— জয়লাভের কোন আশা নাই দেখিয়া প্রথমে Antony ও পরে Cleopatra বিষপানে আত্মহত্যা করেন। Cleopatra-র মৃত্যুর পর মিশরকে রোমের অধীন একটি প্রদেশে পরিণত করা হইল। Antony-র মৃত্যুর পর রোম রাষ্ট্রে Octavian-এর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইল। Octavian-এর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে রোমান প্রজাতন্ত্রের অবসান হইল। খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দ হইতে রোমীয় সাম্রাজ্যের উৎপত্তি কাল নির্ণয় করা হইয়া থাকে।

Actium-এর যুদ্ধে Antony-র পরাজয়

Antony ও Cleopatra-র শোচনীয় পরিণাম

Octavian-এর ক্ষমতা লাভ—রোমীয় সাম্রাজ্যের উৎপত্তি :— খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৭ অব্দ হইতে রোমান সাম্রাজ্যের উৎপত্তিকাল গণনা করা হইয়া থাকে। Monumentum Ancyranum নামে পরিচিত একটি অনুশাসন লিপিতে Octavian ঘোষণা করিয়াছিলেন যে উপরোক্ত বৎসরে তিনি রোম রাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃত্ব Senate ও জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করিবেন। Octa-vian-এর এই ঘোষণার সহিত প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সামঞ্জস্যবিধান সহজসাধ্য নহে। বরং প্রকৃত পরিস্থিতি এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীতই ছিল বলিয়া মনে হয়। Senate ও জনসাধারণের হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা হরণ করিয়া Octavian যাবতীয় ক্ষমতা নিজহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। Octavian বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের আঙ্গিকের কোন পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া প্রকৃত শাসনবিষয়ক ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করাই ছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। একটির পর একটি করিয়া শাসন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা যে ভাবে তিনি হস্তগত করিয়া রাষ্ট্রে আপন সার্ব্বভৌম অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে Senate, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জনসাধারণের হস্তে প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষমতাই আর অবশিষ্ট রহিল না।

Octavian ও রোমরাষ্ট্র

Octavian-এর শাসনবিষয়ক ক্ষমতাবলী—Julius Caesar-এর পরিণাম হইতে Octavian যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ্যে শাসনকর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার অযৌক্তিকতা তিনি সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। Actium-এর যুদ্ধকালে তিনি Consul পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর রাষ্ট্রমধ্যে নিষ্কণ্টক হইয়াও তিনি সতর্কতার সহিত ক্ষমতা অধিকারে মনোযোগী হইলেন। তাহার সমর্থকগণের মধ্যে অনেকেই তাহাকে সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তববাদী Octavian এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি প্রজাতন্ত্রের আঙ্গিকের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন না করিয়া ক্রমশঃ একটির পর একটি উপাধি গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ শাসন বিষয়ক যাবতীয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। (প্রথমেই Octavian *Princeps* বা প্রধান নাগরিকরূপে পরিচিত হইলেন। Princep বা নাগরিক হইয়াও Octavian কার্য্যতঃ অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি দশ বৎসরকালের জন্য রোমের সমগ্র সামরিক বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক মনোনীত হইলেন। *Proconsulare imperium* দ্বারা তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের অনুরূপ ক্ষমতা পাইলেন। *Consul* পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কার্য্যতঃ যে কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা অধিক ছিল। *Imperator* উপাধি গ্রহণ করার ফলে শাসনতন্ত্র পরিচালনা বিষয়ে তিনি নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করেন। Censor-এর ক্ষমতাও তিনি হস্তগত করিয়াছিলেন। *Censor*-রূপে তিনি Senate-এর গঠন প্রণালীর উপর অবাধ হস্তক্ষেপের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সার্ব্বভৌম অধিকারের প্রতীক স্বরূপ তিনি *Augustus* উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং এই নামেই সমধিক পরিচিত হইলেন। অতঃপর, *Tribunicia Potestas* নামক অধিকার বলে তিনি বেসামরিক বিভাগের যাবতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট-গণের কার্য্য কলাপ তত্ত্বাবধান করিবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিলেন। এই অধিকার তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিন ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল। Senate বা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থা জনস্বার্থের প্রতিকূল বিবেচিত হইলে Veto প্রয়োগ দ্বারা তাহা নাকচ করিয়া দিবার অধিকারও তিনি লাভ করিলেন। অবশেষে তিনি **Pontifex Maximus** উপাধি ধারণ করিয়া রোমের ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে শাসনতন্ত্রের

Octavian-এর ক্ষমতাবলী

বহিরাবরণ অক্ষুন্ন রাখিয়া এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করিয়া Senate ও জনসাধারণের সম্পূর্ণ অনুমোদনক্রমে একটির পর একটি ক্ষমতা অধিকার করিয়া Augustus কার্য্যতঃ রোম রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়করূপে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন।)

Augustus-এর শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ নির্দ্দেশ—Augustus রোমে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহাতে প্রজাতন্ত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াও কার্য্যতঃ সকল অধিকার এক ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। এই ব্যবস্থাকে একনায়কতন্ত্র ভিন্ন অপর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। এই ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কোন ঐতিহাসিক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে,'*The system of imperial government, as it was instituted by Augustus may be defined as an absolute government disguised in the form of a republic*'. কার্য্যতঃ, সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেও Augustus প্রচলিত শাসনতন্ত্রের প্রকাশ্যে অঙ্গহানির কোন চেষ্টা করেন নাই। এইরূপ চেষ্টার কি বিষময় পরিণতি হইতে পারে তাহা Julius Caesar-এর পরিণাম দেখিয়া তিনি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেম। এই কারণে Augustus অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে যথাসাধ্য প্রজাতন্ত্রের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কার্য্যতঃ সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়া ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতালাভ করিবার পর তিনি সামরিক শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া জনমতের অনুকূলে আপন শক্তিসামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করিয়াছিলেন। শাসনতন্ত্রের প্রচলিত বিধান ভঙ্গ করিবার তিনি কোন চেষ্টা করেন নাই। Senate ও জনপরিষদসমূহের আইনসঙ্গত অধিকার তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এমন কি কোন বিষয়ে তিনি Senate-এর অধিকার বৃদ্ধিও করিয়াছিলেন। আইন প্রণয়নে ও বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে Senate-কে তিনি এমন কয়েকটি অধিকার দিয়াছিলেন যাহা প্রজাতন্ত্র শাসিত যুগেও Senate ভোগ করে নাই। Senate-এর অধিকার বৃদ্ধি করিলেও Augustus-এর ক্ষমতা তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। কারণ একাধিক কারণে Senate নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মধ্যে বিভেদের সুযোগ লইয়া Senate বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত। এখন ম্যাজিষ্ট্রেটগণের যাবতীয়

প্রজাতন্ত্রের অন্তরালে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

Augustus ও Senate

ক্ষমতা সম্রাটের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, Senate-এর সভ্য মনোনয়ন বিষয়ে সম্রাটকে অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। Senate-এর অধিকসংখ্যক সভ্যই Augustus কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন; সুতরাং তাহাদের পক্ষে সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর ছিল না। Senate-এর সভ্যগণের মধ্যে দুর্নীতি ও শ্রেণীস্বার্থবিষয়ক চিন্তা এত অধিকমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করার মত শক্তি ও সাহস তাহাদের মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না। জনসাধারণের যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল তাহার ক্ষমতাও Augustus একেবারে হরণ করেন নাই। Comitia Tributa প্রমুখ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন হইত। এই সকল অধিবেশনে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচন হইত। অবশ্য কোন ব্যক্তি সম্রাটের চূড়ান্ত অনুমোদন ভিন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। Comitia যাহা করিত তাহা বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র ছিল। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় অতি সামান্য অংশই গ্রহণ করিতে পারিতেন। জনসাধারণকে স্ববশে রাখিবার অভিপ্রায়ে Augustus জনসাধারণের মধ্যে শস্য বিতরণের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। রোমের অধিবাসিগণ শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করিবার নিমিত্ত অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াও তাহারা দৃঢ়চেতা শাসকের অধীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া পাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিল। Augustus তাহাদের অধিকার হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিনিময়ে দিয়াছিলেন শান্তি ও নিরাপত্তা। স্বাধীনতা অপেক্ষাও এই নিরাপত্তা রোমের জনসাধারণের অধিকতর কাম্য ছিল। রোমান নাগরিকগণের এই মনোবৃত্তির মধ্যেই শাসক হিসাবে Augustus-এর সাফল্যের বীজ নিহিত ছিল।

Augustus ও জনপরিষদ

Augustus-এর সাফল্যের কারণ

Augustus-এর প্রাদেশিক শাসননীতি—রোমান প্রভুত্ব বহুপূর্ব্ব হইতে দেশ দেশান্তরে বিস্তার লাভ করিয়া থাকিলেও রোমের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের শাসন কোনও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইত না। প্রদেশ সমূহের শাসনভার যে সকল উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত তাহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নামমাত্র তত্ত্বাবধানের অধিকার ছিল। ফলে প্রদেশপালগণ অনেক সময় রোমের শাসনকর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। Augustus-ই সর্ব্বপ্রথম প্রাদেশিক শাসনের এই সকল দোষত্রুটি দূর করিয়া উহাকে সুসংবদ্ধপ্রণালী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

করিয়াছিলেন। শাসনকার্য্যের সুব্যবস্থার জন্য তিনি সমগ্র ইটালীকে এগারটি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের শাসনভার এক এক জন Praetor-এর উপর অর্পণ করেন। রোমের অধীনস্থ প্রদেশসমূহকে তিনি (ক) **Senatorial** এবং (খ) **Imperial** নামক দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। যে সকল প্রদেশে রোমান শাসনকর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল এবং যেখানে আভ্যন্তরীণ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা কম ছিল, সেই সকল প্রদেশ Senatorial প্রদেশ বলিয়া বিবেচিত হইত এবং উহাদের শাসনকর্তৃত্ব Senate কর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক শাসকগণের উপর অর্পণ করা হইত। যে সকল প্রদেশ অধুনা রোম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এবং যেখানে আভ্যন্তরীণ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয় নাই, সেই সকল প্রদেশ Imperial প্রদেশ নামে পরিচিত ছিল। এই সকল অঞ্চলের শাসনভার যে সব শাসনকর্ত্তার উপর ন্যস্ত ছিল তাহাদিগকে Augustus স্বয়ং নিযুক্ত করিতেন। এই সকল কর্ম্মচারী তাহাদের কার্য্যাবলীর নিমিত্ত ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের নিকট দায়ী থাকিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ যাহাতে স্বেচ্ছাচারী না হইতে পারেন তজ্জন্য তাহাদের রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাহা **Procurator** নামে পরিচিত এক শ্রেণীর নূতন কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করা হইয়াছিল। প্রদেশপালগণ যাহাতে দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের প্রলোভন হইতে মুক্ত থাকিতে পারেন তজ্জন্য Augustus তাহাদের বেতনের হার বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানের অধিকারও বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল; শাসনকর্তৃপক্ষ যাহাতে উদার মনোভাব অনুযায়ী রোমান ও প্রদেশবাসিগণের মধ্যে যাবতীয় পার্থক্য দূর করিয়া সমদর্শী নীতি অবলম্বন করিতে পারেন তজ্জন্যও আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে প্রদেশসমূহের সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রদেশের শ্রেণীবিভাগ

Augustus-এর সামরিক অভিযান—Augustus সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই Spain দেশের Cantabria অঞ্চলে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সম্রাট স্বয়ং এই বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি এই দায়িত্ব পালন করিতে পারেন নাই। তাহার সেনাপতিগণ এই বিদ্রোহ দমন করিয়া স্পেনে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। Augustus Parthian-গণকেও তাহার প্রতি আনুগত্যের শপথ লইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে Rhine নদীর উত্তর-সীমান্তে রোমান

প্রভুত্ব বিস্তার করার চেষ্টা হইয়াছিল। এই চেষ্টা কতকাংশে সফল হইলেও সর্ব্বতোভাবে সফল হয় নাই। Arminius নামক জনৈক জার্ম্মাণ বীরপুরুষ এক যুদ্ধে রোমানবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া উত্তর-জার্ম্মাণীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

Augustus-এর শাসনকালে রোমসাম্রাজ্য উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, Rhine ও দানিয়ুব, পূর্ব্বে Euphrates, দক্ষিণে সাহারা এবং পশ্চিমে Adriatic উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তাহার সুশাসন-গুণে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষিত হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া জনসাধারণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে রত থাকিয়া সমৃদ্ধিশালী হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র *Pax Romana* বা রোমের শাসনাধীনে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের সীমা

৫। **Augustus-এর সংস্কারসমূহ** :—ইতিপূর্ব্বে Augustus-এর শাসন-তান্ত্রিক ও প্রাদেশিক সংস্কার সমূহ আলোচিত হইয়াছে। তাহার সংস্কার প্রচেষ্টা এই দুই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(ক) **সামাজিক সংস্কার**—জনসাধারণের মধ্যে বিলাসী ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন প্রণালীর প্রচলন রোধ করার নিমিত্ত Augustus কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। জনসাধারণ যাহাতে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করে তজ্জন্য তিনি সর্ব্বদাই উপদেশ প্রচার করিতেন। পর্য্যাপ্ত কারণ বিনা বিবাহ বিচ্ছেদ দণ্ডনীয় করিয়া এবং অকৃতদার পুরুষগণের কর ভার বৃদ্ধি করিয়া তিনি সুস্থ, সবল সমাজজীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু রোমের সামাজিক জীবনে অনাচারের যে দুষ্টব্যাধি প্রবেশ করিয়াছিল তাহা তিনি সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে পারেন নাই।

অর্থনৈতিক সংস্কার—Augustus সাম্রাজ্যের আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে যথাসম্ভব নির্ভুল তত্ত্ব অবগত হওয়ার নিমিত্ত স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির জরিপ করিয়া উহার ভিত্তিতে জনসাধারণের দেয় করের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। প্রদেশ সমূহের অধিবাসিগণের উপর ভূমি ও অস্থাবর উভয়বিধ সম্পত্তির আয়ের উপর কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। ইটালিয়ান নাগরিকগণের নিকট হইতে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত না। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে

মাল চলাচলের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইত। খনি সমূহের কার্য্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত হইত। জনসাধারণের জীবনযাপন প্রণালীর আর্থিক মান উন্নীত করার নিমিত্ত সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে নাগরিকগণকে রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার

বিবিধ সংস্কার—Augustus-এর শাসনকালে ইটালীর নানাস্থানে, বিশেষতঃ রোমে, বহুসংখ্যক সুদৃশ্য হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সময় ব্যাপকভাবে পয়ঃপ্রণালি খননের ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়াছিল। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে নগরসমূহ যাহাতে বিপন্ন না হইতে পারে তজ্জন্য Augustus অগ্নিনির্ব্বাণকারী বাহিনীর (Fire Brigade) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জলদস্যুগণের উপদ্রব নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি নৌশক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। Egypt ও Sicily অঞ্চল হইতে অবাধে শস্য আমদানী করার উদ্দেশ্যে তিনি জলপথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

Augustus-এর শাসনকালে সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Livy এবং কবি Virgil ও Horace-এর রচনায় রোমান সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার রাজত্বকাল রোমান সাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি

Augustus-এর চরিত্র ও কৃতিত্ব—Augustus রোমের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সামরিক বলে বলীয়ান হইয়াই তিনি রোমের সর্ব্বোচ্চ শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি স্বেচ্ছাচারীভাবে পরিচালনা করেন নাই। Julius Caesar-এর অপেক্ষাও ইনি অধিক দূরদর্শী ও বাস্তববাদী ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের আঙ্গিকের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়াই কার্য্যতঃ রাষ্ট্রের যাবতীয় অধিকার তিনি স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন। Antony ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়া তিনি যেরূপ সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণেও তিনি সেইরূপ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়াছিলেন। Senate ও জনপরিষদের অধিকার মোটামুটি অক্ষুন্ন রাখিয়াও কার্য্যতঃ তিনি স্বহস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনার একক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উহা সুষ্ঠুভাবে চালনা করিয়াছিলেন। প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় তিনি যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার ফলে রোম-সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তাহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ছিল সন্দেহ নাই। তথাপি ন্যায় ও সত্যের প্রতি তাহার অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি কল্পনাপ্রবণ আদর্শবাদী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তবধর্মী। রোমের প্রয়োজন সম্পর্কে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করিতেন। দুঃখের বিষয় পারিবারিক অশান্তি হেতু তাহার শেষজীবন অত্যন্ত মনঃপীড়ায় অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে Prof. Wells-এর মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, "He may not have been an original genius ; he undoubtedly gained his power by means the most unscrupulous ; but he gave Rome and the Roman world rest for nearly fifty years, and he created a government which was to rule Rome for 500 years, and new Rome for 1000 years more."

Studies & Questions

1. Why did Rome submit to the rule of one man ?

2. Trace the circumstances leading to the civil war in Rome between Antony and Octavian. How do you account for the success of the latter.

3. What was the cosntitutional position of Augustus in the Roman state ?

4. Show how Octavius set up a system of despotism under the forms of a republic ? (C. U. 1909, 1914, 1917, 1921)

5. Describe the system of rule founded by Augustus, and show that it was a military despotism in a republican disguise. (C.U. 1929, 1941)

6. Explain the broad features of the Principate as established by Augustus. Show how under the new order the people of Rome lost all share in the Government. (C. U. 1945)

7. Form an estimate of the importance of the reign of Augustus.

8. Sketch the reforms of Augustus. (C. U. 1952)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

রোমক সাম্রাজ্য (১৪-২৮৪ খ্রীষ্টাব্দ

(Roman Empire during the period 14—284. A D —

Claudian বংশীয় সম্রাটগণের শাসনকাল (১৪-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ):— Augustus-এর মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসরকাল Claudian সম্রাটগণ রোম সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই বংশে মাত্র চারিজন সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

Tiberius (১৪-৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)—Tiberius ছিলেন Augustus-এর পোষ্যপুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। Augustus-এর জীবিতকালেই তিনি শাসনকার্য্য পরিচালনায় প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সামরিক বিষয়েও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

Tiberius-এর সিংহাসন আরোহণের কিছুকাল পরেই সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত Panonia ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে রোমান-বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রোমের অন্যতম সেনাপতি *Germanicus* জার্ম্মাণ অধিনায়ক Varus-কে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যের সীমানা ও শক্তিবৃদ্ধি করেন। তিনি Parthian-গণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া প্রাচ্যদেশে রোমান প্রভুত্ব বিস্তারে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

Tiberius-এর শাসনকালে রোমের অভিজাতশ্রেণী গোপনে সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিলে সম্রাট **Law of Majesty** নামে এক আইন প্রবর্ত্তন করেন। এই আইন অনুসারে সম্রাটের প্রাণনাশের চেষ্টা, এমন কি, সম্রাটের বিরুদ্ধে তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া কিছু লেখা, আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। অতঃপর সম্রাট তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে ৬,০০০ বাছাই করা সৈন্য লইয়া *Praetorian Guard* নামে পরিচিত এক দুর্দ্ধর্ষ সেনাবাহিনী গঠন করেন।

Tiberius-এর রাজত্ব-কালের প্রধান ঘটনা

Tiberius কয়েকটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। Augustus, Senate-এর অধিকার সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, কিন্তু Tiberius

কোন কোন বিষয়ে Senate-এর অধিকার প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। Senate ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইল। Tiberius, Senate-এর অধিকার বৃদ্ধি করিয়া থাকিলেও জনপরিষদ-সমূহের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে খর্ব্ব করিয়াছিলেন এবং অবশেষে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ একেবারেই বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। শেষ জীবনে Tiberius জনসাধারণকে স্ববশে রাখিবার উদ্দেশ্যে বহুবিধ নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে তাহার জনপ্রিয়তা বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে Tiberius মৃত্যুমুখে পতিত হন।

Tiberius-এর সংস্কার

Caius Caligula (৩৭-৪১ খ্রীঃ)—Tiberius-এর মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র Germanicus-এর কনিষ্ঠ পুত্র Caligula রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসন লাভের পর কিছুকাল তিনি উদারতা সহকারে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক ক্ষমতা কতক পরিমাণে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। কয়েকজন কুচক্রীর পরামর্শে তিনি কিছুকাল পরেই উদারনীতি পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচারমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। অবশেষে তাহার অত্যাচারের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করিলে তাহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করা হয়। মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করার পর ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

Claudius (৪১-৫৪ খ্রীঃ)—Caligula-র মৃত্যুর পর Praetorian Guard-এর সমর্থনক্রমে Claudius রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসক হিসাবে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন এবং Julius Caesar-এর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি প্রদেশবাসিগণকে রোমান নাগরিকত্বের অধিকার দান করিয়া কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাহার রাজত্বকালে ব্রিটেনে রোমান আধিপত্য বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত অনাচারাসক্ত ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তিনি শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে পারিবারিক অশান্তির ফলেই অকালে তাহার জীবনান্ত হয়।

Nero (৫৪-৬৮ খৃঃ)—Claudius-এর মৃত্যুর পর Nero রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতিশয় পাপাসক্ত ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাহার ন্যায় কুশাসক রোমের সিংহাসনে ইতিপূর্ব্বে বা পরে আরোহণ করেন নাই। তাহার রাজত্বকালে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে রোমের এক বৃহৎ অংশ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। Nero খ্রীষ্টের অনুচরগণের বিরুদ্ধে অতিশয় নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী

ছিলেন। তাহার ক্রমবর্দ্ধমান ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তিনি জনসাধারণের করভার বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। অবশেষে সর্ব্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে যখন তাহার শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভের সঞ্চার হইল তখন নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া হতভাগ্য সম্রাট আত্মহত্যা করেন।

অত্যাচারী শাসক

সাম্রাজ্য শাসনের অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সম্রাট Nero-র মৃত্যুর পর রোমান সিংহাসনের অধিকার লইয়া বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। প্রথমতঃ, Spain প্রদেশের শাসনকর্ত্তা **Galba** অন্যান্য প্রার্থীগণকে পরাজিত করিয়া সম্রাট পদ লাভ করেন। কিন্তু তিনি অধিককাল ক্ষমতা ভোগ করিতে পারেন নাই। Praetorian Guard-এর বিরোধিতার ফলে কিছুকাল পরেই তিনি নিহত হন। তাহার মৃত্যুর পর সৈন্যবাহিনীর মনোনয়নক্রমে **Otho** রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু মাত্র তিনমাস কাল পরে প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নেতা **Vitellus** তাহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। Vitellus নিতান্ত অনাচারী ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাচ্যদেশস্থ রোমানবাহিনী তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদের সেনাপতি **Vespasian**-কে রোমের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। Vespasian সসৈন্যে রোম-অভিমুখে অগ্রসর হইয়া Vitellusকে যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী ও নিহত করেন। Vespasian-এর সিংহাসন লাভের ফলে রোমের আভ্যন্তরীণ অশান্তি দূরীভূত হইয়া শক্তিশালী কেন্দ্রীয়শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

Flavian শাসনকাল (৭০-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) :—Vespasian যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা Flavian বংশ নামে পরিচিত। এই বংশে মাত্র তিনজন সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের রাজত্বকাল ৭০ হইতে ৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

Vespasian (৭০-৭৯ খ্রীঃ)—Vespasian-এর সিংহাসনারোহণ একাধিক কারণে রোমের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রথমতঃ, Plebeian বংশে তাহার জন্ম হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কোন Plebeian-এর পক্ষেই রোমের সম্রাটপদ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। এই হিসাবে তাহার সিংহাসন প্রাপ্তি একটি স্মরণীয় ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ, গত অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল যাবত রোমের আভ্যন্তরীণ শাসনক্ষেত্রে ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় যে অব্যবস্থা ও দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ

সিংহাসনারোহণ ও রাজত্বের গুরুত্ব

করিয়াছিল Vespasian তাহার মূলোৎপাটন করিয়া সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, তিনি প্রদেশসমূহের শাসননীতির সংস্কার সাধন করিয়া, প্রদেশবাসিগণের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি করিয়া এবং সর্ব্বত্র আত্মকর্ত্তৃত্বশীল মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া প্রদেশের সহিত রোমের সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তাহার সুব্যবস্থার ফলে দীর্ঘকাল যাবত সাম্রাজ্যের কোন অংশেই কোন বিদ্রোহ বা আভ্যন্তরীণ অশান্তি হয় নাই। সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে বহুসংখ্যক দুর্গ ও প্রাকার নির্ম্মাণ করাইয়া তিনি বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার উপযোগী পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

Vespasian-এর রাজত্বকালে ব্রিটেনের সর্ব্বত্র রোমান প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বহু সংখ্যক রোমান নাগরিক স্থায়ীভাবে ব্রিটেনে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার রাজত্বকালের অপর প্রধান ঘটনা Jew জাতির বিদ্রোহ দমন। এই বিদ্রোহ দমনের পর Jew-অধ্যুষিত Judaea-কে রোমের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে একটি প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে Vespasian অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে বিলাসিতার প্রচলন রোধ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। Senate-এর সদস্যগণের সহিত তিনি যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং সাধারণতঃ Senate-এর কার্য্যক্রমে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি বহু বিষয়ে ব্যয়বাহুল্য কমাইয়া গঠনমূলক কার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয় করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পে তিনিই সর্ব্বপ্রথম রাষ্ট্র হইতে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে রোমান জাতীয়-সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল।

মাত্র ৯ বৎসরকাল রাজত্ব করার পর ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে Vespasian প্রাণত্যাগ করেন।

Titus (৭৯-৮১ খ্রীঃ)—Vespasian-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র Titus রোমের সম্রাট হইলেন। পিতার জীবিতকালেই তিনি সামরিক ও শাসনবিভাগীয় কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবত্তার জন্যও অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন তাহার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার রাজত্ব স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এই স্বল্পকালমধ্যেই ইটালীতে দুইটি ভয়াবহ দুর্বিপাক

ঘটিয়াছিল। প্রথমে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে রোম নগরীর কোন কোন অংশ ভস্মসাৎ হয়, পরে Vesuvius-এর অগ্ন্যুদ্গারের ফলে Herculaneius ও Pompeii নামে দুইটী নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

Domitian (৮১-৯৬ খ্রীঃ)—ইনি ছিলেন Vespasian-এর কনিষ্ঠপুত্র তিনি পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় দুরদর্শী অথবা উদারপন্থী ছিলেন না। তাহার শাসনকালে খ্রীষ্টভক্তদের বিরুদ্ধে বহুবিধ নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। সাধারণ শ্রেণীর প্রজারাও তাহার অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। তাহার শাসনকালে ব্রিটেনে রোমান আধিপত্য চূড়ান্তভাবে স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি Dacia অঞ্চলে এক অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার প্রাদেশিক শাসননীতি মোটামুটি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তাহার ক্রটীবিচ্যুতি ছিল। তথাপি তিনি জনসাধারণের মধ্য হইতে দুর্নীতি ও অনাচার দুর করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর প্রাণত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে Flavian বংশের শাসনের অবসান হয়।

৩। **Antonine শাসনকাল (The age of Antonines, ৯৬-১৯২ খ্রীঃ)**—Domitian-এর মৃত্যুর পর প্রায় এক শতাব্দীকাল রোমে Antonine বংশীয় সম্রাটগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাদের শাসনকাল রোমের ইতিহাসে এক স্মরণীয় কাল বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই বংশের সম্রাটগণ অধিকাংশই সুশাসকরূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই বংশে মোট ৬ জন সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন।

Nerva (৯৬-৯৮ খ্রীঃ)—অপুত্রক অবস্থায় Domitian-এর মৃত্যু হইলে Senate-এর অনুমোদনক্রমে Nerva রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ধর্ম্মভীরু ও শান্তিপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল মাত্র দুই বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

Trajan (৯৮-১১৭ খ্রীঃ)—Nerva-র মৃত্যুর পর তাহার মনোনয়নক্রমে Trajan রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি জাতিতে Spaniard ছিলেন এবং বিদেশীয়গণের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম রোমের সম্রাটপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অসামান্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাহার সুদক্ষ নেতৃত্বাধীনে রোমান জাতির মধ্যে পুনরায় সমরোদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তিনি Dacia ও Armenia বিজয় সম্পন্ন করিয়া এবং Parthianগণকে পরাজিত করিয়া রোম

রাজ্যবিস্তার

সাম্রাজ্য পূর্ব্ব দিকে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। Trajan-এর কার্য্যাবলী কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার সুশাসনগুণে রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র শান্তি ও নিরাপত্তা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি সুশাসনগুণে সকল শ্রেণীর প্রজার আস্থাভাজন হইয়াছিলেন। কেবলমাত্র খ্রীষ্টের অনুচরগণের বিরুদ্ধে তিনি নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

Hadrian (১১৭-১৩৮ খ্রীঃ)—Trajan-এর মৃত্যুর পর Hadrian রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অসাধারণ উদ্যোগী সম্রাট ছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সুদূর প্রদেশসমূহের সহিত নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে ব্রিটেনের উত্তর উপকূলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাটের নামানুসারে এই প্রাচীর 'হ্যাড্রিয়ানের প্রাচীর' নামে পরিচিত হইয়াছিল; যীশুখ্রীষ্টের অনুচরগণের বিরুদ্ধে Hadrian কোনও অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। সকল শ্রেণীর প্রজার প্রতিই তিনি যথাসম্ভব সমদর্শী ছিলেন। Trajan-এর ন্যায় তিনিও সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বহু সুদৃশ্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত তিনি সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন; Trajan যে সকল অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একমাত্র Dacia ভিন্ন অন্যান্য স্থানের উপর তিনি সকল দাবীদাওয়া ত্যাগ করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন।

Antoninus Pius (১৩৮-১৬১ খ্রীঃ) :—Hadrian-এর মৃত্যুর পর Antoninus Pius রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অত্যন্ত সাধু ও ধর্ম্মভীরু প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই কারণে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট সাধু Antoninus বা Antoninus the Pius নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার ন্যায় দয়ালু ও প্রজাহিতৈষী শাসকের তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সামরিক বল প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য রক্ষা অথবা বিস্তারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রজাগণের উপর যাহাতে কোনরূপ অত্যাচার না হইতে পারে

প্রধান ঘটনাবলী

তজ্জন্য তিনি কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানগণের বিরুদ্ধেও পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের ন্যায় তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। চরিত্রের মহানুভবতা ও প্রজাহিতৈষণার জন্য তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসকগণের অন্যতম মনে করা যাইতে পারে।

Murcus Aurelius (১৬১-১৮০ খ্রী:) :—Antoninus Pius-এর পরবর্ত্তী সম্রাট Mercus Aurelius দার্শনিকরূপে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দার্শনিক হইয়াও তিনি রাজকার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই। তাহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের একাধিক অঞ্চলে যে-সকল বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তিনি সবলহস্তে দমন করিয়া শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার রাজত্বকালে প্রজাগণকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগহেতু অপরিসীম কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর জন্য বহুলোক অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বহুলোক গৃহহীন হইয়াছিল। আভ্যন্তরীণ এই সব বিপত্তিতে রোমানগণ বিপন্ন হইয়া পড়িলে উহার সুযোগ লইয়া নানাবিধ বর্ব্বর জাতি রোমান সীমান্তে আক্রমণ চালাইতে থাকে। সাধারণ লোকের ধারণা হইল যে, দৈব অভিশাপের ফলেই তাহাদিগকে প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব ভোগ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং দেবতার তুষ্টিসাধন ভিন্ন তাহাদের পক্ষে শান্তিলাভ করা সম্ভব হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা দেবতার প্রীতিলাভ কামনায় খ্রীষ্টানগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। সম্রাট এই অত্যাচার রোধ করার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

Marcus Aurelius "Meditations" নামে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থপাঠে তাহার গভীর দার্শনিক চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

Commodus (১৮০-১৯২ খ্রী:) :—Marcus Aurelius-এর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র Commodus রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শাসনকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। তাহার কুশাসনের ফলে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং Praetorian Guard প্রবল হইয়া উঠে। ১৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাদের চক্রান্তে Commodus নিহত হন। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে Antonine বংশের শাসনের অবসান হয়।

সৈন্যবাহিনী শাসিত রোমান সাম্রাজ্য (১৯২-২৮৪ খ্রী:)—Antonine-শাসন অবসানের পরবর্ত্তী এক শতাব্দী কাল রোমের শাসনকার্য্য পরিচালনার অধিকার Praetorian Guard-এর করতলগত হইয়াছিল। ইহারা নিজেদের খেয়াল অনুযায়ী সম্রাট নিয়োগ ও পদচ্যুত করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করিয়াছিল। কোন সম্রাটের মৃত্যু হইলে তাহার পর কে সম্রাট হইবেন ইহা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ছিল না। এই

সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রোমের রাষ্ট্রীয়জীবনে নিদারুণ দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিয়াছিল এবং সাম্রাজ্যের বাহিরে সর্ব্বত্র রোমের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। রোমের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া নানাবিধ বর্ব্বর জাতি সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইহাদের আক্রমণ রোধ করার ক্ষমতা রোমান শাসকশ্রেণীর সাধ্য ছিল না।

Commodus-এর মৃত্যুর পর Praetorian Guard-এর অনুমোদনক্রমে **Pertinax** রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসনকার্য্যে ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সম্রাটপদ লাভ করিয়াই তিনি সৈন্যবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব হ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। Praetorian Guard-এর চক্রান্তে ইনি অল্পকাল মধ্যেই নিহত হইলেন। অতঃপর **Septimius Severus** নামক জনৈক ব্যক্তি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়া রোমের সিংহাসন লাভ করেন। ইনি সমরকুশল নরপতিরূপে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং Parthian ও Caledonian-গণকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

Severus-এর পরবর্ত্তী সম্রাট **Caracalla** (২১১-২১৭ খ্রীঃ) অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক হইলেও তাহার রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সকল নাগরিকই রোমান-নাগরিকের অনুরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর পর **Alexander Severus** রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কিছুকাল রাজত্ব করিবার পর সৈন্যবাহিনীর চক্রান্তে নিহত হইলে **Maximinus** নামক Thracia-বাসী এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি রোমের সম্রাট হইলেন। তাহার পরবর্ত্তী সম্রাট **Decius** Goth জাতির সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে **Valerian** (২৫৩-২৬০ খ্রীঃ) রোমের সিংহাসন লাভ করেন। তাহার রাজত্বকালে বর্ব্বর জাতির ক্রমাগত আক্রমণের ফলে রোমের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সম্রাট **Aurelian** (২৭০-২৭৫ খ্রীঃ) এই আক্রমণকারী দলকে পরাস্ত করিয়া রোমের সামরিক গৌরব কতক পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর **Probus** রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও রণনিপুণ যোদ্ধারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আক্রমণকারী একাধিক বর্ব্বর জাতিকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রের সেনানায়কগণের সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল না। তাহাদের চক্রান্তে তিনি কয়েক বৎসর রাজত্ব করিবার পর নিহত হইয়াছিলেন।

Studies and Questions

1. Give a brief account of the reign and reforms of Emperor Tiberius.

2. Write notes on (a) Nero, (b) Trajan, (c) Marcus Aurelius, (d) Hadrian.

3. In what sense was the accession of Vespasian an epoch in Roman history? (C. U. 1912)

4. Give a short estimate of the rule of the Flavian monarchs. (C. U. 1912)

5. Briefly say what you know of the Antonines. (C. U. 1924)

6. Give a short account of the "Age of the Antonines." (C. U. 1940)

পঞ্চদশ অধ্যায়

রোমান সাম্রাজ্য (২৮৪-৪৭৬ খ্রীঃ)

(The Roman Empire, 284-476 A. D)

সম্রাট Diocletian—Probus-এর মৃত্যুর পর সিংহাসনের অধিকার লইয়া কিছুকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিবার পর Diocletian রোমের সিংহাসন লাভ করেন। Vespasian-এর সিংহাসন লাভের ন্যায় Diocletian-এর সিংহাসনারোহণও একাধিক কারণে রোমের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাহার রাজত্বকালেই প্রজাতন্ত্রের আমলে ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত হওয়ার যে সকল প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার লোপ সাধন করা হয় এবং Senate-এর সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক অধিকার হরণ করিয়া সম্রাটের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বিভিন্ন

রাজ্যলাভ

প্রদেশসমূহকে আনয়ন করিয়া সম্রাটের সার্ব্বভৌম অধিকার স্থাপন করাই ছিল Diccletian-এর প্রধান উদ্দেশ্য। সৈন্যবাহিনীর উপর প্রত্যক্ষ আধিপত্য স্থাপন, তাঁহার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য ও নীতি

(ক) প্রথমতঃ, সাম্রাজ্যের শাসন সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর যথাযথ তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত তিনি তিনজন সহকর্ম্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। এই তিনজনের মধ্যে একজন *Augustus* নামে পরিচিত হইয়া সম্রাটের সমান মর্য্যাদাবিশিষ্ট হইলেন। অপর দুই জনের উপাধি হইল *Caesar*। তাহারা প্রথমোক্ত দুই জনের অধীনস্থ ছিলেন। এই ভাবে চরিজন ব্যক্তির মধ্যে সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়া ভবিষ্যৎ গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস পাইল এবং সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চল সুরক্ষিত রাখা সহজসাধ্য হইল।

Diocletian-এর সংস্কারসমূহ

(খ) প্রজাসাধারণের নিকট সম্রাটের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'Dominus' উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বর বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের নিকট তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি ও পদমর্য্যাদা বহুগুণে বর্দ্ধিত করিলেন।

(গ) রোমান নাগরিকগণের সহিত প্রাদেশিক প্রজাগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে সকল পার্থক্য লোপ করিয়া তিনি সর্ব্বশ্রেণীর প্রজাকে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিলেন।

(ঘ) বিভিন্ন প্রদেশে একই প্রকার শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়া এবং সামরিক ও বেসামরিক দায়িত্ব পৃথক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান করিলেন।

Diocletian প্রবর্ত্তিত উপরিলিখিত সংস্কার সমূহের ফলে রোমান সাম্রাজ্যে অখণ্ডতা রক্ষিত হইল এবং প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। Diocletian-এর সিংহাসনারোহণকালে সাম্রাজ্যের যেরূপ বিশৃঙ্খলা ছিল তাহার শাসন সংস্কারের ফলে উক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

Diocletian-এর রাজত্বকালে খৃষ্টানগণের সংখ্যা ও গুরুত্ব উভয়ই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্রাট প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিতে

পারেন নাই। বিধর্মীজ্ঞানে ইহাদের বিরুদ্ধে তিনি নানাবিধ নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

Diocletian সামরিক বলের সাহায্যে রোমের সম্রাট হইয়াছিলেন। কিন্তু ২০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি স্বেচ্ছায় সম্রাট পদ ত্যাগ করিয়া অবসর জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। সামরিক বল প্রয়োগে ক্ষমতালাভ করিয়া উহা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিবার পূর্ব্বেই স্বেচ্ছায় সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদাবিশিষ্ট সম্রাটের পদ ত্যাগ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

Constantine (৩২৩—৩৩৬ **খ্রীষ্টাব্দ**) :—Diocletian-এর পদ-ত্যাগের পর রোমের সিংহাসন লইয়া কিছুকাল পরস্পরবিরোধী প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। অবশেষে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে Constantine রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

Constantine-এর পিতা, Diocletian-এর রাজত্বকালে, Caesar-এর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর Constantine, Caesar-এর পদ লাভ করেন। এই সময়ে রোমের সিংহাসন লইয়া বিভিন্ন প্রার্থীগণের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল Constantine তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী *Maxentius*-কে পরাজিত করিয়া স্বয়ং সম্রাটপদ লাভ করেন। রোমানবাহিনীর এক শক্তিশালী অংশ তাহার মনোনয়ন সমর্থন করিয়াছিল। সিংহাসন লাভ করার পরেও প্রথম দুই বৎসর তিনি নিরুপদ্রবে সাম্রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। এই সময়ে তাহার বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন *Licinius*। ইনি রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাঞ্চলের অধীশ্বর ছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে Adrianople-এর যুদ্ধে Constantine তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া সমগ্র অবিভক্ত রোমক সাম্রাজ্যের একক অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

Constantine-এর রাজ্যলাভ

Constantine-এর রাজত্বকালের প্রধানতম ঘটনা : (১) সম্রাট কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ এবং রোম হইতে Byzantium নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করণ।

Constantine দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ ছিলেন। তিনি বুঝিতে পরিয়াছিলেন যে, অত্যাচার বা বলপ্রয়োগ দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রসার রোধ করা সম্ভব নহে। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একাধিক সম্রাট খ্রীষ্টানগণের বিরুদ্ধে বহু নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াও

তাহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলী

উহা দমন করিতে পারেন নাই ; বরং উহার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল। এই কারণে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিরোধিতা করা অপেক্ষা উহা গ্রহণ করাই তিনি অধিক সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। ধর্ম্মভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্তরের সহিত তিনি খৃষ্টধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া লন নাই। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হওয়ার পূর্ব্বেও তিনি উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। এই কারণেই বলা হইয়াছে যে, "Constantine was half convinced of the truth of Christianity, but fully convinced of the necessity of embracing it."

(ক) খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ

(খ) Constantine-এর রাজত্বকালে অপর প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা রোম হইতে Byzantium নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সময়োপযোগী হইয়াছিল। রোম হইতে সাম্রাজ্যের সকল স্থানের, বিশেষতঃ, পূর্ব্বাংশের, শাসনকার্য্য সুনিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না। অথচ এই পূর্ব্ব সীমান্ত পথেই বর্ব্বর জাতিসমূহের আক্রমণাশঙ্কা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এই নূতন রাজধানীতে নূতন পরিবেশের মধ্যে সাম্রাজ্য রক্ষার পরিকল্পনা অধিকতর কার্য্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল।

(খ) নূতন রাজধানী স্থাপন

(গ) রাজধানী পরিবর্ত্তন ভিন্ন Constantine আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়া তাহার গভীর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের সামরিক শক্তি হ্রাস করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের মর্য্যাদা ও অধিকার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অতঃপর *Prefect* নামে পরিচিত এক নূতন শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া এবং সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা ও শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তিনি সাম্রাজ্যকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিয়াছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি সমান ব্যবহার করিতেন। এই কারণে জনসাধারণের নিকট সুশাসকরূপে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

(গ) শাসন তান্ত্রিক ও সামরিক সংস্কার

মাত্র ১৪ বৎসর রাজত্ব করিবার পর Constantine পরলোক গমন করেন।

Julian (৩৬১-৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)—Constantine-এর মৃত্যুর পর রোমের সিংহাসন লইয়া বিভিন্ন প্রার্থিগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। অতঃপর Julian অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন

লাভ করেন। গলদেশের শাসনকর্ত্তারূপে শাসনকার্য্যে ও সমরক্ষেত্রে ইনি প্রভূত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি কেবল সমরকুশল রণনায়কই ছিলেন না। পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার জন্যও তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়াও শেষ জীবনে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতা পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অবশ্য নির্য্যাতনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তিনি খ্রীষ্ট-প্রচারিত ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করেন নাই। তিনি নানা উপায়ে খ্রীষ্টধর্ম্মকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া উহার প্রভাব হ্রাসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই।

পৌত্তলিকতার পুনরুত্থান

Julian পারসিকগণের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান চালনা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু পারস্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণের ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন (৩৬৩ খ্রীঃ)। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে Constantine-প্রতিষ্ঠিত বংশের শাসনের অবসান হয়।

Julian-এর পরবর্ত্তী সম্রাটগণ—Julian-এর মৃত্যুর পর সৈন্যবাহিনীর সমর্থনক্রমে **Jovian** (৩৬৩-৬৪ খ্রীঃ) নামে এক ব্যক্তি রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খ্রীষ্টানগণের বিরুদ্ধে Julian যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন Jovian তৎসমুদয় প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু Jovian অধিক-কাল জীবিত ছিলেন না। মাত্র এক বৎসরকাল রাজত্বের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার মৃত্যুর পর Pannonia প্রদেশের অধিবাসী **Valentinian I** রোমের সম্রাট হইলেন। তিনি নিম্নবংশজাত হইয়াও স্বীয় চরিত্রগুণে সকল শ্রেণীর প্রজার শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রাতা **Valens**-এর সহিত একযোগে সাম্রাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। Valentinian *Allemanni*জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গল প্রদেশের নিরাপত্তা রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু Valens Goth উপজাতির সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর **Theodosius** রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব্বাংশের অধিপতি হইলেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষ ছিলেন এবং অল্পকালমধ্যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Maximus-কে পরাজিত করিয়া সমগ্র অবিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইলেন। রোমান সম্রাটগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন অবিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যের সর্ব্বশেষ অধিপতি। তিনি Goth উপজাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের উপর পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষেত্রে

বর্ব্বর জাতির আক্রমণ

তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া খৃষ্টধর্ম্মের পুনরুত্থানে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্য-বিভাগ—Theodosius-এর মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্যকে স্থায়ীভাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া দুইজন সম্রাটের অধীনে উহাদের শাসনভার অর্পণ করা হয়। পূর্ব্ব অঞ্চলের রাজধানী হইল Constantinople, আর পশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী হইল Rome।

দ্বিখণ্ডিত সাম্রাজ্য

Theodosius-এর পুত্র **Honorius** পশ্চিম অঞ্চলের অধিপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণকালে তিনি একাদশবর্ষীয় বালকমাত্র ছিলেন। তাহার সেনাপতি **Stilicho-ই** রাজ্যমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কিন্তু Honorius বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিরোধীদলের চক্রান্তে Stilicho-কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। Stilicho-র মৃত্যুর পর রোমে কোন উপযুক্ত সামরিক নেতা অবশিষ্ট রহিলেন না। এই সুযোগে Alaric-এর নেতৃত্বে Goth উপজাতি রোম আক্রমণ করিয়া উহার একাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল। ইহার কিছুকাল পরে দুর্দ্ধর্ষ হূণ-নায়ক Attila সসৈন্যে রোম অভিমুখে অগ্রসর হইলে রোমান সম্রাট আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া Pope-এর মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিলেন। Pope-এর বিশেষ অনুরোধে Attila প্রভূত অর্থের বিনিময়ে Rome আক্রমণ না করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু Attila-র আক্রমণ প্রতিহত হইলেও রোমান সাম্রাজ্যের অবনতি রোধ করা গেল না।

রোম-সাম্রাজ্যের পতন

Visigoth, Suevian, Teuton প্রমুখ বর্ব্বর জাতিগণ সাম্রাজ্যের নানা অংশে অবিরাম আক্রমণ চালনা করিয়া উহার অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তুলিল। অবশেষে ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে Teuton দলপতি **Odoacer** রোম অধিকার করিয়া তদানীন্তন সম্রাট **Romulus Augustulus-কে** সিংহাসনচ্যুত করিলেন। Augustulus-এর সিংহাসনচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম অঞ্চলস্থ রোমান সাম্রাজ্যের অবসান হইল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ:—Teuton জাতির আক্রমণ রোমান সাম্রাজ্যের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ হইলেও উহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই রোম-রাষ্ট্র ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল।

সামরিকশক্তি হ্রাস ও দৃঢ় মনোবলের অভাব

চরিত্র বল ও সামরিক শক্তির হ্রাসই এই অবনতির প্রধানতম কারণ। যে অসামান্য শৌর্য্য বীর্য্য ও অনমনীয় প্রভাবে একদা রোমান জাতির পক্ষে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব

হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের রোমান নাগরিকগণের মধ্যে তাহার একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিও পতনের অবশ্যম্ভাবী কারণ হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের সীমা এত অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশ দেশান্তরে অবস্থিত প্রদেশসমূহের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় রাজশক্তির এই অসুবিধার সুযোগ লইয়া প্রদেশপালগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন। ইহার ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সাম্রাজ্যের শাসনপদ্ধতিতেও নানারূপ দোষত্রুটি প্রবেশ করিয়াছিল। সৈন্যবাহিনীর শাসন ব্যবস্থার উপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপের ফলে রাজনৈতিকজীবনে দুর্দৈব ঘনাইয়া আসিয়াছিল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্পর্কে আইনগত কোনও সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশের অভাবহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব ছিল না। পরস্পর বিরোধী প্রার্থীর মধ্যে ক্ষমতা লইয়া এই আত্মকলহের ফল অতীব অশুভজনক হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকার ফলে রোমের অর্থনৈতিক জীবনও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে একদিকে যেমন প্রভূত অর্থব্যয় হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই অপূরণীয় লোকক্ষয় হইয়াছিল। অর্থ ও জনবলের অভাব হেতু সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। এই ভাবে যখন রোমের শক্তি ও সামর্থ্য ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল, তখন Goth, Vandal, Teuton প্রমুখ বর্ব্বর উপজাতিসমূহ একই সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালনা করিয়া উহার পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিল। হীনবল রোমান সম্রাটগণের পক্ষে ইহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সাধ্য ছিল না। ঐতিহাসিক ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে বিশ্বব্যাপী রোমক সাম্রাজ্য মহাকালের স্রোতে বিলীন হইয়া গেল।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার অসুবিধা

শাসনপদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতি

সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা

লোকক্ষয়কারী সংগ্রাম

বর্ব্বর জাতির আক্রমণ

পরিশিষ্ট "ক"

সংক্ষিপ্ত পরিচয়—(১) জীবনী

Antony, Mark : ইনি Julius Caesar-এর অন্যতম প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন। Cæsar-এর মৃত্যুর পর ইনি Brutus ও Cassius পরিচালিত গণতান্ত্রিক দলকে পর্য্যুদস্ত করিয়া স্বয়ং শাসনক্ষমতা অধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু Cæsar-এর মনোনীত উত্তরাধিকারী Octavian-এর বিরোধিতার ফলে তাহার প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। প্রথমতঃ, ইনি Lepidus ও Octavian-এর সহিত একযোগে দ্বিতীয় Triumvirate গঠন করিয়া শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদের পারস্পরিক সদ্ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অবশেষে Antony ও Octavian-এর মধ্যে ক্ষমতা লইয়া গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে Antony মিশরের রাণী Cleopatra-র সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু Actium-এর যুদ্ধে Antony ও Cleopatraর সম্মিলিত বাহিনী Octavian-এর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিল। এই পরাজয়ের অনতিকাল মধ্যে Antony ও Cleopatra উভয়েই বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

Agrippa : ইনি Octavian-এর সহকর্ম্মী ও সেনাপতিরূপে প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। Actium-এর যুদ্ধে Antony ও Cleopatraর সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া ইনি অসামান্য সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি একাধিকবার Consul নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার কৃতিত্ব কেবল সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সাহিত্যের প্রতিও তাহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী তৎকালীন যুগের পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কন করা হইয়াছিল।

Brutus, Junius :—প্রথম জীবনে ইনি Pompeyর দলভুক্ত হইয়া Cæsar-এর বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু Pompeyর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ইনি Caesar-এর বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহার বিশস্ত অনুচররূপে গণ্য হইলেন। Brutus উচ্চ আদর্শবাদী পুরুষ ছিলেন। প্রজাতন্ত্রের প্রতি তাহার অকৃত্রিম নিষ্ঠা ছিল ; Julius Caesar যখন একটির পর একটি করিয়া ক্ষমতা অধিকার করিয়া রোমরাষ্ট্রের সর্ব্বাধিনায়করূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিলেন তখন প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে আতঙ্কিত হইয়া Brutus, Caesar-কে

হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল। কিন্তু Julius Cæsar-কে হত্যা করিয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ রোধ করা সম্ভব হয় নাই। Mark Antony ও Octavian-এর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন না হইতে পারিয়া Brutus তাহার অনুচরবর্গসহ গ্রীসে পলায়ন করেন। তথায় Octavian তাহাদের অনুসরণ করিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইলে উভয়পক্ষে Philippi-র রণক্ষেত্রে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে Brutus পরাজিত হইলেন। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লোপ পাওয়াতে মনোদুঃখে Brutus আত্মহত্যা করিলেন।

Cicero : ইনি রোমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। অর্থবান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যাহাতে রাজনৈতিকজীবনে অধিকতর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তজ্জন্য ইনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি Consul রূপে Catiline-এর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া রোমের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। Cæsar ও Pompey-র গৃহযুদ্ধের অবসান হইলে তিনি রাজনীতি হইতে সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করেন। Cæsar-এর মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া Antony-র সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষের চক্রান্তে তিনি শীঘ্রই রোম হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। রাজনৈতিকজীবনে তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি তাহার বিদ্যাবত্তা, বাগ্মিতা ও নিস্পৃহ স্বদেশসেবার জন্য তিনি সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

Fabius Maximus : Hannibal-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যে কয়জন রোমান সেনাপতি সামরিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন Fabius তাহাদের অন্যতম। সম্মুখ যুদ্ধে Hannibal-এর সহিত জয়লাভের আশা নাই দেখিয়া তিনি আত্মরক্ষামূলক রণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যদিও তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, তথাপি রোমকে কোন ভয়াবহ ক্ষতিও স্বীকার করিতে হয় নাই। এই রণনীতি তাহার স্বদেশবাসীর মনঃপূত হয় নাই। এই কারণে তিনি অধিককাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই।

Hamilcer Barca : ইনি প্রথম Punic যুদ্ধের শেষ পর্য্যায়ে কার্থেজ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক নিযুক্ত হইয়া অসামান্য সামরিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধের শেষে ইনি Spain-এ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া তথা হইতে পুনরায় Rome-এর সহিত শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার পূর্ব্বেই

তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার আরব্ধ কার্য্য এবং প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তাহার বিশ্ববিখ্যাত পুত্র Hannibal Rome-এর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

Antiochus : Antiochus the Great সিরিয়ার অধিপতি ছিলেন। তিনি উচ্চকাঙ্ক্ষী ও দক্ষ নরপতি ছিলেন। তাহার সাম্রাজ্য গ্রীস ও এশিয়ার অনেকাংশে বিস্তৃত ছিল। তিনি হানিবলকে আশ্রয়দান করিয়া রোমের শত্রুতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ১৯২ অব্দে গ্রীসে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পর বৎসর রোম কর্ত্তৃক Thermopylaeর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এসিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। খ্রীঃ পূঃ ১৯০ অব্দে Megnesiaর যুদ্ধে রোম কর্ত্তৃক পুনরায় পরাজিত হন এবং সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী Mount Taurus-এর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল রোমানদিগকে ফিরাইয়া দেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১৫,০০০ স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত হন। খ্রীঃ পূঃ ১৮৭ অব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

Camillus : রোম প্রজাতন্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ বীর ছিলেন। Veiiর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি প্রভূত সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি ছয়বার ট্রিবিউন এবং পাঁচবার ডিক্টেটর পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৩৯১খ্রীঃ পূঃ অব্দে Veiiর যুদ্ধে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর অন্যায়ভাবে বণ্টন হেতু অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পর বৎসর গল উপজাতি কর্ত্তৃক রোম আক্রান্ত হইলে তাঁহাকে রোমে ফিরিয়া আসিতে বলা হয় এবং Dictator নিযুক্ত হন। Camillus ত্বরান্বিত হইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক গলদের আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। তাহার এই অসমসাহসীকতাপূর্ব্বক রোম রক্ষা হেতু তাহাকে 'Second founder of Rome' বলা হইয়া থাকে। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৩৬৫ অব্দে পরলোক গমন করেন।

Crassus : তিনি Consul Licinius Crassus-এর পুত্র ছিলেন। যুবক অবস্থায় Sullaর সহিত একযোগে Marian Partyর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন। ধনের প্রতি তাহার অতিশয় আসক্তি ছিল এবং নানাভাবে টাকা লগ্নি করিয়া প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং রোমের ধনকুবের আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৭১ অব্দে তিনি Praetor নিযুক্ত হন এবং Spartacusকে Servile-এর যুদ্ধে পরাজিত করেন। খ্রীঃ পূঃ ৭০ অব্দে Pompeyর সহিত তিনি Consul নিযুক্ত হন। পরে তাহাদের মধ্যে অপ্রীতি জন্মিলে Caesar-এর মধ্যস্থতায় পুনর্মিলন ঘটে।

খৃঃ পূঃ ৬০ অব্দে Caesar, Pompey এবং Crassus এই তিনজন মিলিয়া First Triumvirate গঠন করেন। পাঁচ বৎসর পর Crassus সিরিয়ার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। Parthianদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা কালে Parthian সৈন্যাধক্ষ্য কর্ত্তৃক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক নিহত হন।

Pyrrhus : See P. 41.
Hannibal : See P. 80.
Sulla : See P. 133-141.
Marius : See P. 130.
Tiberius Gracchus : See P. 111.
Caius Gracchus : See P. 114.
Julius Caesar : See P. 159-174.

সংক্ষিপ্ত পরিচয়—(২) যুদ্ধ

Actium—Actium-এর নৌযুদ্ধে Octavian তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী Antony ও Cleopatraকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া রোমে আপন অপ্রতিহত আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের অনতিকাল পরেই Antony বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলে Octavian রোম-রাষ্ট্রের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

Metaurus—২০৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে অনুষ্ঠিত এই যুদ্ধে রোমানবাহিনীর হস্তে Hannibal-এর ভ্রাতা Hasdrubal পরিচালিত কার্থেজবাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়াছিল। Hasdrubal স্বয়ং এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের ফলে ইটালীর বাহির হইতে Hannibal-এর পক্ষে সাহায্যলাভের সকল আশা লোভ পাইল।

Pharsalus—Caesar ও Pompey-র মধ্যে গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী Thessaly-র অন্তর্ভুক্ত Pharsalus প্রান্তরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে Julius Caesar, Pompeyকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রমধ্যে সর্ব্বময় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। (খ্রীঃ পূঃ ৪৮)

Philippi—এই যুদ্ধে Brutus পরিচালিত গণতান্ত্রিকবাহিনী Octavian ও Mark Antony পরিচালিত রোমানবাহিনীর হস্তে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রোমে প্রজাতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সকল আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। এই কারণে এই যুদ্ধকে Last battle of the Republic বলা হইয়া থাকে।

Cannae : দ্বিতীয় Punic যুদ্ধে Cannae উপত্যকায় Hannibal কর্ত্তৃক রোমানগণ ভীষণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে রোমানদের পক্ষে এক-জন Consul, ৮০ জন Senators, ৭০০০ সৈন্য নিখোঁজ হইয়াছিল। রোমানগণ কেবল যে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল তাহা নহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভ Hannibal-এর পক্ষে রোম অভিযানের পথ সুগম করিয়াছিল।

Cynoscephalae : দ্বিতীয় মেসিডনিয়ান যুদ্ধে Cynoscephalae-র রণক্ষেত্রে রোমানগণ যে যুদ্ধ করিয়াছিল তাহা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। Flaminius পরিচালিত রোমানগণ মেসিডন্ অধিপতি Philipকে এই যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিল এবং সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিয়াছিল। মেসিডনিয়ানগণ গ্রীক সহর হইতে সমস্ত সৈন্য অপসারণ, সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ অনেক অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলে মেসিডন্ সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছিল এবং গ্রীসের স্বাধীনতা নিরাপদ হইয়াছিল। (See Page 86.)

Beneventum : See Page 41.

Pydna : মেসিডনের বিরুদ্ধে রোমের এই তৃতীয় অভিযান বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই যুদ্ধে Consul Paullus কর্ত্তৃক রোমানবাহিনী মেসিডন্ অধিপতি Perseus-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল এবং ইহাতে Perseus সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। রোম কর্ত্তৃক মেসিডন্ অধিকৃত এবং ইহা রোমের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, খ্রীঃ পূঃ ১৬৮ অব্দ। ঐতিহাসিক Polybius লিখিয়াছেন, এই যুদ্ধের পর হইতে রোমক-সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক Mommsen লিখিয়াছেন "It was the best battle which the Romans fought with a civilised state on equal term."

Telamon : Telamon-এর যুদ্ধই রোম কর্ত্তৃক গলদের বিরুদ্ধে গুরুত্ব-পূর্ণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রোমানগণ বিজয়ী হয় এবং ফলে Po নদী পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Zama : দ্বিতীয় Punic যুদ্ধের সর্ব্বশেষ যুদ্ধ Zama-র সমতল ক্ষেত্রেই সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে Scipio Africanus হেনিবলকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন এবং Carthage-এর পতন অনিবার্য্য করিয়া তোলেন, খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দ।

পরিশিষ্ট "খ"

CHRONOLOGICAL TABLE

B. C.	
753	Foundation of Rome.
753-509	Rome under the kings.
509	Expulsion of Tarquinius. Abolition of monarchy and establishment of Republic under the Consuls.
494	First secession of the Plebeians.
486	Enactment of the Agrarian laws of Spurius Cassius.
451	First Decimvirate. Publication of the Ten Tables of Law.
450	Second Decimvirate. Two New Tables.
449	Second secession of the Plebs. Valerio Horatian Laws.
445	Lex Canuleia.
421	Plebeians admitted to Quaestorship.
405	Siege and Capture of Veii by Camillus.
390	Battle of Allia. Destruction of Rome by the Gauls.
389-88	War with the Etruscans.
376	Introduction of Licinian Rogations.
343-41	First Samnite war.
339	Leges Publiliae.
338	Roman conquest of Latium.
327-304	Second Samnite War.

B. C.	
312-308	Censorship of Appius Claudius.
300	Lex Ogulnia.
286	Third secession of the Plebeians.
281-75	War with Pyrrhus.
275	Battle of Beneventum.
264-41	First war with Carthage.
235	Roman conquest of Corsica and Sardinia.
228	War with the Illyrians.
224	Battle of Telamon.
219	Occupation of Sagantum by Hannibal.
218-202	Second War with Carthage.
218	Battle of Ticinus and Trebia.
217	Battle of Trasimenus Lake.
216	Battle of Cannae.
211	Roman recovery of Capua.
209	Recovery of Tarentum by Fabirs.
207	Battle of Metaurus and the defeat of Hasdrubal.
204	Hannibal's withdrawal to Bruttium.
202	Battle of Zama. End of the Second Punic War.
201	Hannibal recalled to Carthage.
200-197	Second Macedonian War.
197	Battle of Cynoscephalae.
190	War with Antiochus of Syria. Battle of Magnesia.
183	Death of Hannibal and Scipio.
171-168	Third Macedonian War.
168	Battle of Pydna.

B. C.	
149-146	Third Punic War. Destruction of Carthage.
143-133	Numantine War
133-31	Agrarian measures of Tiberius Gracchus.
121	Reforms of Caius Gracchus.
111-106	Jugurthine War.
102	Cimbrian War. Battle of Aquæ Sextiæ.
90-88	Social War.
88-82	Civil war between Marius and Sulla.
86	Death of Marius.
82-79	Dictatorship of Sulla.
73-71	War with Spartacus and the Gladiators.
70	Consulship of Pompey and Crassus.
63	Cicero's Consulship. Suppression of the Catilinarian conspiracy.
60	First Triumvirate.
59	Caesar's consulship.
56	Conference at Luca.
58-51	Cæsar's campaigns in Gaul.
49	Cæsar crosses the Rubicon. Civil war between Cæsar and Pompey.
48	Defeat of Pompey at Pharsalus.
45	Cæsar appointed Dictator and Imperator.
44	Assassination of Cæsar.
43	Second Triumvirate.
42	Battle of Philippi. Death of Brutus and Cassius.
31	War between Antony and Octavius. Battle of Actium. Defeat of Antony.
30	Death of Antony and Cleopatra. Egypt made a Roman province.

B. C. 30-14	Rule of Octavius, who assumed the title of Augustus. Beginning of the Empire.
A. D.	
14-37	Reign of Tiberius.
37-41	Reign of Caligula.
41-54	Rule of Nero.
70	Fall of Jerusalem.
79-81	Reign of Vespasian.
81-96	Reign of Domitian.
98-117	Rule of Trajan.
117-138	Rule of Hadrian.
138-161	Rule of Antoninus Pius.
161-180	Reign of Marcus Aurelius.
192-268	Emperors elected by the soldiers.
284	Accession of Diocletian.
284-305	Reign of Diocletian.
3?4	Adoption of Christianity as the State-religion of Rome by Emperor Constantine the Great.
379-395	Expulsion of the Goths by Emperor Theodosius.
4?3-453	Invasion of Europe by Attila, king of the Huns.
476	Death of Romulus and fall of the Western Roman Empire.

Calcutta University Questions 1953

1. Show how the long struggle between the Patricians and the Plebeians was waged with constitutional weapons. Point out the stages in the Plebeian advance.

2. What were the powers of the Roman Senate in the early republican period? Show how it became the virtual head of the Roman State.

3. Write short notes on *any three* of the following :—
(a) The battle of Ticinus, (b) The battle of Trebia, (c) The battle of Lake Trasimene, (d) The battle of Cannæ, (e) The campaign of Zama (202 B. C.)

4. Sketch the career of Hannibal after his defeat near Zama and the later career of Scipio Africanus after his victory over Hannibal.

5. What were the aims of Tiberius and Caius Gracchus? Why did they fail?

6. Write what you know about *any two* of the following :—(a) Marius, (b) Pompey, (c) Cicero, (d) Antony, (e) Marcus Aurelius.

1954

1. Show how Rome became the mistress of Italy.

2. Give an estimate of the influence of sea-power in Roman history from the Roman victory at Mylae (260 B. C.) to the battle of Actium (31 B. C.)

3. Describe the work of Sulla as dictator. What were the results of his work?

4. Sketch the career of Pompey.

5. Do you agree with the view that Augustus tried to conceal his power as Julius Cæsar had endeavoured to assert it?

6. Write notes on *any four* of the following :—(a) The battle of Beneventum (275 B. C.), (b) The battle of the

Metaurus (207 B. C.), (c) The battle of Zama (202 B. C.), (d) The battle of Magnesia (190 B. C.), (e) The battle of Pydna (168 B. C.), (f) The battle of Carrhæ (53 B. C.).

1955

1. What were the grievances of the Plebeians in the early days of the Roman Republic (510-449 B. C.). How were they removed ?

2. Sketch the career of Hannibal.

3. Write a note on Sulla's reforms.

4. What were the causes of conspiracy against Julius Caesar ? Why is his murder called "not only a crime" but also a "blunder" ?

5. Form an estimate of Constantine the Great. Why is his reign important in history ?

6. Write short notes on *any four* of the following :—

(a) Pyrrhus, (b) Cato the Censor, (c) Cicero, (d) Livy, (e) Nero, (f) Marcus Aurelius, (g) Battle of Actium.

1956

1. Who was Pyrrhus ? What part did he play in the quarrel between Rome and Tarentum ?

2. Form an estimate of the strength and weakness of Carthage and Rome on the eve of the first Punic War.

3. Discuss briefly the changes in Rome after the Second Punic War. Why is it called a "turning point in Roman History" ?

4. What were the causes of the civil war between Cæsar and Pompey ?

5. Explain the causes of the downfall of the Roman Republic.

6. Write short notes on *any four* of the following :—

(a) Hasdrubal, (b) Battle of Zama, (c) Caius Gracchus, (d) Cato, the Censor, (e) Nero, (f) Age of the Antonines.